



১১ মাঘ ১৭৮৭ শক।

M. P. Z.



ভূমিকা।

ব্রাহ্ম-সমাজের সাংসারিক মহোৎসবে বলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে গত বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে, সেই সমুদায় সংগ্রহ করিয়া এই ষটত্রিংশ সাংসারিক উপহার নামক পুস্তক খানি প্রস্তুত হইল। মাহের একাদশ দিবসীয় বক্তৃতা পাঠ করিলে সংক্ষেপে ব্রাহ্ম-ধর্ম সাংক্রান্ত সকল বিষয়ই জানা যাইতে পারে। যে অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মোপলক্ষে ১১ মাঘে মহাসভা গাঁহান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি অবগত হইবার একটু প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সমসংসরকাল ব্রাহ্ম-ধর্ম সাংক্রান্ত যে সকল আলোচনা হইয়া গন্তীর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং যে সকল কার্য অল্পঠানে পরিণত করা হয়, প্রতি বৎসরের বক্তৃতা গুলিন সেই সকল আলোচনা ও কার্য-কলাপের দর্পণ স্বরূপ—ব্রাহ্ম-ধর্মীয় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্তের সার চূষক স্বরূপ। যেমন “সত্যং শিবং সুন্দরং” সকল দশনশাস্ত্রের সার বলিয়া পরিগণিত হয়, তেমনি এই বক্তৃতা গুলিনও সমসংসরকালীয় আলোচনার সার। সাংসারিক বক্তৃতা সমসংসর পরিপালিত জ্ঞান-রূপ তরুর কুসুম স্বরূপ, হৃদয়-কণ্ঠ পদ্মের গন্ধ স্বরূপ, ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ সুগন্ধ প্রচারের বসন্ত মারুত স্বরূপ এবং ব্রাহ্ম-ধর্মের সম্মুখতির চিহ্ন স্বরূপ। ব্রাহ্ম-ধর্ম ঐহারদেব হৃদয়ের ধর্ম, ঐহারদেব উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রতিমূর্তি স্বরূপ, যেন হৃদয়ের একটি আকৃতি পরিণত নিশ্বাস স্বরূপ এবং ঈশ্বরচরণে সমসংসর ব্রাহ্ম-ধর্ম আলোচনার উপহার স্বরূপ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-রূপ পরমার্থ-তত্ত্ব-বক্ষে প্রথম বসন্ত কালীন কুসুমের স্তায় মাঘে একাদশ দিবসীয় বক্তৃতা কুসুমে সরস একাবলী বিরচন করিয়া অদ্যকার এই মাঘ মহোৎসবে মহাসভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে ভুক্তি পূর্বক প্রণত হইয়া তথায় সমসংসরের উপহার ধারণ করিলাম তিনি প্রসন্ন নয়নে ইহার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করুন ইতি।

১১ মাঘ

১৭৮৭ শক

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

৩৩৫সং

১৭৬৫ শক ।

সাধারণিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা ।



আমাদেরদিগের এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্বে যিনি নানাবিধ
সুখের উপযোগি সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে
আমরা কি প্রার্থনা করিব? বালক ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অতি
যত্ন পূর্বক রক্ষিত হইবেক এনিমিত্তে তিনি মাতার মনে সুখ-
জনক স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের নিয়ম এই যে
যাহা হইতে কোন ক্লেশ পাওয়া যায় তাহার প্রতি স্নেহ করা
দূরে থাকুক তাহাকে শত্রুজ্ঞানে তৎপ্রতিফল ততোধিক ক্লেশ
দিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মাতার মনের ভাব এতুলে সম্পূর্ণরূপে
তাহার বিপরীত দৃষ্টি হইতেছে। দশমাস পর্যন্ত যাহার
দ্বারা সমূহ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়েন এবং যাহার ভূমিষ্ঠ হইবার
কালীন জীবনের আশা পর্যন্ত লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন যন্ত্রণা
দেওয়া দূরে থাকুক মাতা আপনার প্রাণ হইতেও তাহাকে
অধিকতর স্নেহ করেন। সেই বালকের পীড়া হইলে তাঁহার
পীড়া হয় এবং সেই বালকের সুস্থ শরীর হইলে তাঁহার সুস্থ
শরীর হয়, স্নাতরাং সেই বালক অতি পরিপাটীরূপে রক্ষিত হয়।
পিতাও তক্রূপ স্নেহ পূর্বক যাবজ্জীবন নৈপুণ্য রূপে ঐ পুত্রের
বিদ্যা ধন মান প্রভৃতি সুখোপার্জনার্থে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন
এবং যাহারা আপনা হইতে অন্য কাহাকে অধিকতর বিদ্বান
যনি বা সম্ভ্রান্ত দেখিলে দ্বেষ করেন তাঁহারা ই আপনা হইতে
পুত্রের অধিকতর বিদ্যা ধন সম্ভ্রম দেখিয়া আপনারদিগকে
কৃতার্থ রূপে মানা করেন। ক্ষুধাতুর বা শীতার্ভ হইয়া ছুঃখ
জানাইবার নিমিত্তে বালক রোদন করিলে মাতা তাহার রোদ-
নের কারণ অবগত হইলে পরে অন্ন বা বস্ত্র দ্বারা তাহার সেই
ছুঃখ নিবারণ করেন কিন্তু সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে আমাদেরদিগের

ছুঃখ কেন চিহ্ন দ্বারা জানাইতে হয় না ; তিনি ছুঃখ উপস্থিত হইবার পূর্বে ছুঃখ উপস্থিত হইলে যে রূপে তাহার শাস্তি হয় এমত নিয়ম আমারদিগের মনে সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা একদেশ মাত্র দর্শি কোন্ বস্তু হইতে আমারদিগের মঙ্গল এবং কোন্ বস্তু দ্বারা অমঙ্গল হইবে তাহা আমরা সম্যক রূপে গোধ গম্য করিতে অক্ষম, ইহাতে যদি পরমেশ্বরের প্রার্থনা মতে আমার দিগের কামনা পূর্ণ করিতেন তবে আমারদিগের অসুখের ণার সীমা কি থাকিত ? বালক অপকারজনক আহারের নিমিত্তে রোদন করিলে মাতা কি তাহাকে সেই আহার দিয়া থাকেন ? তদ্রূপ পরমেশ্বরের নিকটে 'সাম্বৎসরিক সুখ ভ্রমে যে কিছু প্রার্থনা করিয়া থাকি তাহা তাঁহার নিয়মের বিপরীত সূতরাং আমারদিগের অনিষ্টজনক, তাহা কেন পরমেশ্বরের পূর্ণ করিবেন ? যাহা আমরা তাঁহার নিকট কখন প্রার্থনা করি নাই তাহাও যখন প্রাপ্ত হইতেছি এবং যাহা সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাও যখন প্রাপ্ত হই না তখন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা হইতে একেবারে নিরস্ত হওয়াই কর্তব্য।*

এই বিচিত্র জগতের কারণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমারদিগের মনে নিরন্তর চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ এই প্রকার জ্ঞানের আবৃত্তি করা এবং স্মারকরূপে সংসার নিকীর্ষের নিমিত্তে পরমেশ্বরের যে সকল নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া সাবধান পূর্বক তদনুযায়ি কর্ম করিতে চেষ্টা করা পরমেশ্বরের নুখোপাসনা হইয়াছে।

ফলকামনাতে আক্রান্ত থাকিলে মনের চাঞ্চল্য নিমিত্তে পরমেশ্বরের উপাসনা বিধি মতে হয় না। ফলকামনাতে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ যদি বিজ্ঞ থাকেন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে তিনি তাঁহার পিতাকে কি নিমিত্তে ভক্তি করেন ? ইহাতে যদি বলেন যে পিতা তাঁহার জন্ম দাতা

* যাহারা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারা তাঁহার নিকটে বিষয়-সুখ প্রার্থনা করা অকর্তব্য বলিয়াই জানেন।

এবং তাহার সুখ চেষ্টি তিনি প্রাণ পণে করিতেছেন এনিমিত্তে তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি করেন তবে তিনি সাধু ব্যক্তি অতএব তাঁহার প্রতি এ উপদেশ করা যায় যে পরমেশ্বর তোমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন ও তিনি তোমার পিতার পিতা হইয়াছেন ও আমরণ তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং উপযুক্ত মত তোমার সুখ বিধান করিতেছেন তবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি এবং তাঁহার উপসনা না কর কেন ?

এই ফলকামনা যুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অত্যন্ত অধম এবং অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি পিতাকে এ নিমিত্তে ভক্তি করে যে তিনি মৃত্যু সময়ে তাহাকে তাঁহার সমুদয় ধনের অধিকারি করিবেন, এবং তাঁহার সেই ধন প্রাপ্তির প্রতি ব্যাঘাত হইবে কেবল এই ভয়ে তাঁহাকে তুচ্ছ এবং অভক্তি করিতে সে পারে না। এই রূপ মৌখিক পিতৃ ভক্তিকে যেমন কৃত্রিম ভক্তি কহা যায় তদ্রূপ যে কোন লোভি ব্যক্তি ফলকামনা বিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞাদি বা প্রতিমাদির দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করে তাহার উপাসনাকেও কৃত্রিম উপাসনা কহা যায়, কারণ পুত্র বা রাজ্য বা ইন্দ্রপদ তাহার প্রযোজন হইয়াছে। যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির আশা না থাকিত এবং প্রতিমাদি পূজার দ্বারা ধন পুত্র সৌভাগ্যাদি প্রাপ্তির আশ্বাসনা থাকিত তবে সে ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞ বা প্রতিমাদির অর্চনা আর করিত না। ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির কারণ যে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহাকে যদি পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যায় তবে রাজ্য লাভের কারণ বিপক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধ করাকেও পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যাইতে পারে। পরমেশ্বরেতে সাহারদিগের প্রীতি নাই তাহারদিগকে কুকর্ম হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্তে বেদে যজ্ঞাদি কর্ম শ্রুত হইতেছে।

কুর্স্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ছয়িনানাথেতোস্তি নকর্ম লিপাতে নরে ॥

বাজগনেয় শ্রুতিঃ ॥

অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করত এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক। এইরূপ নরাভিমানি যে তুমি এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম বাতিরেকে আর অন্য কোন প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কৰ্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।

বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যিনি আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে মনকে অভিনিবেশ করত নিৰ্ম্মল আনন্দের অনুভব করেন তিনি ব্রহ্মের যথার্থ উপাসক হইবেন। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বা তাঁহার নাম শ্রবণ হইলেই যাহার মনে আনন্দের উদয় হয় তিনি যে প্রকার যথার্থ বন্ধু সেইরূপ পরমেশ্বর প্রতিপাদ্য বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার জ্ঞানালোচনাতে যাহার আনন্দ হয় সেই ব্যক্তিই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক। বন্ধুতা দ্বারা পরম্পর উপকার উদ্দেশ্য না হইলেও যে পরম্পর বন্ধুর উপকার সহজে হয় তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় সাংসারিক সুখ উদ্দেশ্য না হইলেও সহজেই সে সুখের উপস্থিতি হয়।

মনের সুখের নিমিত্তেই যদি সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তবে যে পরমেশ্বরের উপাসনা নিস্প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না কারণ পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক আপনার মনকে আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে সমাধান করিয়া যে প্রকার অখণ্ড আনন্দের অনুভব করেন তাহা তিনিও বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারেন না, অন্য দ্বারা কি প্রকারে তাহা অনুভূত বা ব্যক্ত হইবে।

নিত্যোনিভ্যানাং চেতন শ্চেতনানাং
একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্ ॥
তমান্বস্থং যেন্নপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাস্ত্বতী নেতরেষাং ॥

কঠশ্রুতিঃ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হইবেন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হইবেন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে

সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিতা সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না।

যাঁহারা এই আনন্দ স্বরূপকে চিন্তনের দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইতর সুখের নিমিত্তে আর বাস্তব হইয়েন না; যিনি সূর্য্য কিরণ দ্বারা সমুদায় বস্তুকে স্পষ্ট রূপে দর্শন করিতে-ছেন তিনি আর প্রদীপের আলোককে প্রার্থনা করেন না।

সত্যেতে যাঁহার প্রীতি আছে স্মৃতরাং সর্ব্বদা যিনি সত্যের অনুসন্ধান সর্ব্বতোভাবে করেন তাঁহার প্রতি সত্য প্রসন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন সেই সাধক কৃতার্থ হইয়েন এবং বারম্বার সেই সত্যের আলোচনার দ্বারা যখন তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয় তখন তিনি সম্পূর্ণ আনন্দের উপভোগ করেন। যেমন কোন ক্ষুধাতুর বানপ্রস্থ অনেক পর্য্যটনে কোন ফলপূর্ণ বৃক্ষকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়েন তদ্রূপ সংসারানলে দীপ্ত শিরা কোন পুরুষ বহু অনুসন্ধানে যখন সত্য-স্বরূপ অমৃতকে লাভ করেন তখন তাঁহার সে আনন্দের পরিসীমা কে করিতে পারে?

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম

যো বেদ নিহিতং গুহ্যাত্ পরমে ব্যোমন্

সোঃশ্রুতে সর্কান্ কামান্

সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তি।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ।

যে ব্যক্তি হৃদয়াকাশস্থিত বিশুদ্ধ মনে সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানেন তিনি সেই জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনাকে উপভোগ করেন।

যে ব্রহ্মোপাসক আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতে মনকে সমাধান করিয়া আনন্দের অনুভব করিয়াছেন তিনি জানেন যে পরমেশ্বরের কিঞ্চিৎ মাত্র নিয়মোল্লঙ্ঘন করিলে এবং ইন্দ্রিয়গণকে যথা উপযুক্ত মত নিয়োগ করিতে না পারিলে সমাধিকালে ব্রহ্মেতে চিন্তের অভিনিবেশ করিতে পারা যায় না স্মৃতরাং ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি হয় না। যেমন জলের চাঞ্চালা হইলে তাহাতে আপনার রূপ দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ মনের চাঞ্চালা হইলে তাহাতে

পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। অতএব যাঁহারা পরব্রহ্মের অব্যেগণ করেন তাঁহারা স্বভাবতঃ সৰ্ব্বদা পাপ কর্ম হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন ইহাতে ব্রহ্মোপাসক দ্বারা সাম্বৎসরিক কর্ম নিয়ম পূর্বক যেরূপ নির্বাহ হইতে পারে এমত অন্য কোন উপাসক দ্বারা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের নিয়মকে আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী কর্ম করা যেমন পরব্রহ্মের উপাসকদিগের উপাসনা হইয়াছে এমত অন্য কোন উপাসকের উপাসনা নহে।

বিজ্ঞান সারথির্ষস্তু মনঃ প্রগ্রহবানরঃ।

সোই ধনঃ পারমাত্মোতি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং।

কঠশ্ৰুতিঃ।

যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সৰ্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাঁহাকে প্রাপ্ত করেন।

পরমেশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে দুঃখের বাহুল্য হইতেছে, যদি পরমেশ্বরের নিয়ম মত সংসার নির্বাহ সকলে করিত তবে এই পৃথিবী স্বর্গতুল্যা হইত। পুরুষ যদি পরস্ত্রী গমন না করে এবং স্ত্রী যদি পতিব্রতা সতী হয় পিতা যদি তাঁহার সকল পুত্রকে মন স্নেহ করেন এবং পুত্রেরা যদি পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করে এবং কেহ যদি মিত্রদ্রোহী মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক চতুর শঠ ও পরদেবী না হয় অথচ তদ্বিপরীত গুণ বিশিষ্ট মিত্রেষ্টকারী সত্যবাদী কৃতজ্ঞ বিশ্বাসী সরল ও শান্ত পরোপকারী হয় তবে এ পৃথিবীতে আর সুখের অভাব কি থাকে? এই রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা হয় সুতরাং যদি সকলে ব্রহ্মোপাসক হইতেন তবে এই পৃথিবী সাম্বৎসরিক সমূহ সুখের স্থান হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধি কালে পূর্ণানন্দকে উপভোগ করিয়া এবং ব্যবহার কালে সাম্বৎসরিক সমূহ সুখে সুখী হইয়া অন্তকালে পরব্রহ্মের সহিত লীন হইয়েন।*

* ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্ম ধর্মের সম্মত নহে।
প্রধান আচার্য্য।

যথা নদ্যাঃসান্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।
তথাবিদ্বাম্যাম রূপাধ্বিমুক্ত পরাৎপরং পুরুষ মুটৈতি দিব্যং ।

যেমন নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাপন নামরূপের পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রের সহিত একতা ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানি ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়েন ।*

সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে বহির্স্মুখ হইয়া অনর্থ মূলক কাল্পনিক উপাসনাতে রত থাকিলে এসংসার যে প্রকার দুঃখে পরিপূর্ণ হয় তাহা এক্ষণে এই বঙ্গদেশ নিরীক্ষণ করিলে বিলক্ষণ বিদিত হইবেক । এই কাল্পনিক উপাসনা হইতে এই দেশকে মুক্ত করিবার নিমিত্তে এবং সর্বশাস্ত্রোৎকৃষ্ট বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের প্রচার করিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন ; ইহাতে তিনি কি কি ক্লেশ সহ্য না করিয়াছিলেন । চতুর্দিকে বিপক্ষ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও নদীর প্রতিশ্রোতে গমনের ন্যায় ঐ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মহাত্মা কতিপয় বন্ধুর সাহায্য দ্বারা ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে এই ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করেন । তদবধি এপর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা ক্রমে উন্নতি জন্য অদ্য যে এই ব্রাহ্মসমাজের শোভা হইয়াছে ইহা যদি ঐ মহাত্মা এপর্যন্ত জীবিত থাকিয়া সন্দর্শন করিতেন তবে পূর্বের সমূহ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তিনি আনন্দ নীরে মগ্ন হইতেন এবং আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন । যদি এসময়ে তিনি অবর্ত্তমান জন্য আমারদিগের ক্ষোভ জন্মিতেছে তথাপি তাঁহার প্রধান সহযোগী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি আমার সম্মুখে আচার্য্যাসনে উপবিষ্ট আছেন তিনি এপর্যন্ত আমারদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ থাকাতে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি । হে আচার্য্য পূজ্যপাদ

* ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্ম ধর্মের সম্মত নহে ।
প্রধান আচার্য্য ।

আপনি যখন ইহার পূর্বকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া অদ্যকার এই সমাজের সমারোহ এবং এই সমাজস্থ তাবৎকে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আশ্রয় দেখিতেছেন তখন আপনার মনে যে কি আনন্দের অনুভব হইতেছে তাহা আপনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অনুভূত করিতে সমর্থ হয়? হে সমাজস্থ মহাশয়েরা এই ক্ষণে আপনারা যদি উৎসাহ যুক্ত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই মহাত্মা ব্যক্তিদিগের পরিশ্রমের সহস্রাংশের একাংশ মাত্র পরিশ্রম করেন তবে এই দেশে সম্যক্ রূপে এই ধর্ম প্রচারের বিস্তার কাল বিলম্ব হইবেক না ।

ধর্ম্মমতিভবতু বঃ সত্যোখিতানাং

সহ্যকএবপরলোকগতস্য বন্ধুঃ ।

অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেবমানাঃ ।

নৈবাশুভাব মুপয়ান্তি নচ স্থিরদ্বং ॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৬৫ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

যখন একাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের মধ্যে সেই শাস্ত্র অতি শ্রেষ্ঠ রূপে গ্রাহ্য হইতেছে যে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে, যথা সঙ্কল্প বেদের মধ্যে উপনিষৎ, মহাতারতের মধ্যে ভগবদ্গীতা, ও তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ঝাণ তন্ত্র ; এবং যখন পূর্বকালের মহানুভব ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং মান্যরূপে গণ্য হইয়া বিখ্যাত আছেন যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানি ছিলেন, যথা মনু, ব্যাস, পরাশর, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক, জনক, রামচন্দ্র ইত্যাদি তখন এই অজ্ঞান তিমির আচ্ছন্ন কালের পূর্বে যে এক অদ্বিতীয় নিত্য পরমেশ্বরের উপাসনা এদেশে বিস্তীর্ণ ছিল এবং

অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাহা গৃহীত হইত তাহার প্রতি কোন সংশয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা মানবীয় ধর্ম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেছে, যথা—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতা ॥

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।

কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

মন্তুঃ ॥

স্বাবয়ব জন্মের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বুদ্ধি-জীবী পশু সকল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ঐহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কর্তব্যতা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ঐহারা ঐ কর্তব্যতা জ্ঞান পূর্বক অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, এবং সর্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয়েন।

প্রতিমা পূজাদি কাল্পনিক ধর্ম সকল, যাহা এই ক্ষণে এ দেশময় ব্যাপ্ত দেখিতেছি তাহা প্রথমে কেবল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মন স্থিরের জন্য ভগবান্ বেদবাস প্রভৃতি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সূত্রে এ দেশ হইতে এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রায় লুপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্মই লোকের সাধারণ ধর্ম রূপে অভ্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তাহা স্মরণ করিতে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। যখনরূপ দুর্দান্ত দানবেরা ভারত বর্ষকে অধিকার করিতে হিন্দুধর্মের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হইবার আর বিলম্ব ছিল না। তাহারদিগের কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে যে উপায় দ্বারা হউক এ দেশীয় ধর্মের উচ্ছেদ করিবে। মামুদসাহ প্রভৃতি যখন দৈত্যের দৌরাণ্ড্য ভাবনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহারদিগের অভ্যাচারে জ্ঞানের আলোচনা থর্ব হইল, জ্ঞানের ভ্রাসতা প্রযুক্ত বেদের অর্থ অনবগম্য হইল, এবং ধর্ম পথে নানাপ্রকার প্রবঞ্চনার প্রবলতা জন্য এ দেশবাসি মনুষ্য সকল ভণ্ড ধর্মজালে বদ্ধ হইল। বিদ্যার যে সকল প্রাচীন বীজ ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং

এ দেশে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর হইল, ইহাতে ভারত বর্ষে সভ্য ধর্মের পথ প্রায় একে বারে রুদ্ধ হইল। এবশ্প্রকার সময়ে ঈশ্বর প্রসাদে এ দেশ ইংলণ্ডীয় সুপণ্ডিত ন্যায়বান্ মনুষ্যদিগের অধিকৃত হওয়াতে অন্য দিক্ অর্থাৎ ইউরোপ হইতে বিদ্যার স্রোত প্রবাহিত হইয়া এ দেশস্থ লোকের অন্তঃকরণকে অজ্ঞানরূপ মলিনতা হইতে পরিষ্কার করিতেছে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের প্রসন্নতাবশতঃ তাঁহার যথার্থ উপাসক, ভারত বর্ষের পরমহিতৈষী স্বদেশোজ্জ্বলকারী, আশ্চর্যা বুদ্ধিমান, এক অসাধারণ মনুষ্য বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্বার এক সর্বশক্তিমান্ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিলেন—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়। তিনি স্বয়ং একাকী তর্কের দ্বারা সকলকে নিরস্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে এক অপ্রত্যক্ষ পরব্রহ্মের আরাধনাই যথার্থ ধর্ম, এবং কেবল ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, এবং তাহার আলোচনা জন্য ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এতৎ ব্রাহ্মসমাজ এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সমাজ যদিও অতি ছুঃসাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি ইনি যে ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহার সংশয় নাই। ইহার স্থাপন কর্তা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সময়ের সহিত এ সময়ের তুলনা করিলে এই ক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের বাহুল্য প্রমাণ হইবে। তাঁহার প্রথম কালে কণ্টকিবনের মধ্যে এক চম্পক বৃক্ষের ন্যায় তিনি এ দেশস্থ অজ্ঞানদিগের মধ্যে এক মাত্র জ্ঞানী দীপ্তবান্ ছিলেন। তিনি শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্য্যটন, অর্থের ব্যয়, মানের ক্রটি, পরিবারের যত্নগণ ইত্যাদি নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও ঈশ্বরজ্ঞান প্রচারে কাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন; তথাপি প্রায় সমুদায় স্বদেশস্থ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শক্রভাবে ব্যভীত এক দিনের নিমিত্তে মিত্রভাবে কটাক্ষপাত করে নাই। কিন্তু এ সময়ে তিনি অসত্বেও কত ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্ভর্তি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়াছেন,

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইয়া নানা উপায় দ্বারা এই ধর্মের বিস্তার করিতেছেন, যে সভা হইতে বংশবাটীতে এক পাঠশালা সংস্থাপন হওয়াতে বালক পর্য্যন্তও ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা করিতেছে, এক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা প্রযুক্ত অনেকবিধ জ্ঞানজনক গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়াতে তদর্শনে আবার বৃদ্ধ সকলের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। 'আহা এই কাল যদি মহাত্মা রামমোহন রায়ের বর্তমান কাল হইত তবে এ সমুদয় ঘটনা কি তাঁহার প্রতি নামান্য আত্মাদের কারণ হইত? বিশেষতঃ অদ্যকার এই আনন্দপূর্ণ সমাজে আমারদিগের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক এই ব্রহ্মোপাসক মহোদয় গুণলীকে দর্শন করিলে তাঁহার অন্তঃকরণে কি সামান্য আত্মাদের সঞ্চার হইত?

যে বঙ্গ দেশে কোন সভার জীবন সম্বৎসর হওয়া চুক্কর, এবং যেখানে বিজাতীয় ধর্ম মহাপরাক্রম দ্বারা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিতেছে, সেখানে যে এই সমাজ পূর্ণ চতুর্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা নিতান্ত কেবল এই ধর্মে সভ্যতার ফল। কিন্তু হে সভ্য ব্রহ্মজ্ঞানোৎসাহি মহোদয়গণ! এ সমাজ কিঞ্চিৎ বলবান্ হইয়াছে, এই ক্ষণে যেন আর যত্নের আলস্য হয় না। বিবেচনা করিলে অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন আবশ্যিক। যেহেতু কোন বৃক্ষের বীজ রোপণের কাল অপেক্ষা উন্নতির কালে অধিক শত্রু বৃদ্ধি হয়; কীট নকল তাহার মূলচ্ছেদন করে, পশুগণ তাহার শাখা পল্লবাদি ভক্ষণ করে এবং চৌরেরা তাহার ফল পুষ্প অপহরণ করিতে চেষ্টিত হয়, তদ্রূপ এ সমাজের বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত তাহার বিপক্ষদলেরও অধিক শত্রুতা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং যে পরিমাণে ইহার উন্নতি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহারদিগেরও দ্বেষের আধিক্য হইতেছে। অতএব যেহেতু বৃদ্ধিকালে সেই বৃক্ষকে কীট চৌরাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যিক, তদ্রূপ এ ক্ষণে এই সমাজকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যিক হইয়াছে। সাহসকে আশ্রয় কর,

উৎসাহকে প্রজ্বলিত কর, এবং সমাজের কর্তব্য সাধন জন্তু স্তম্ভ হও। আমারদিগের কার্য্য অতি মহৎ, আশা অতি দীর্ঘ, কল: অতি আশ্চর্য্য, তৎপরিমাণে আমারদিগের পরিশ্রমও অতি বৃহৎ হইবে। অসাধারণ কার্য্য কি অসাধারণ ক্লেশ বিনা সিদ্ধ? হয় এবং ঐহিক সাধনা বিনা কি পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হয় আমি? পুনর্বার উচ্চারণ করিতেছি যে অতি কঠিন কর্ম্মের ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি, যেহেতু এ দেশের অধিপতিরা আমারদিগের বিধর্ম্মী স্বদেশস্থ লোক অস্বীয়দিগের বিপক্ষ, এবং কি আক্ষেপ! কি লজ্জার বিষয়! যে আপন পরিবার আমারদিগের বিরোধী। এই সকল ভয়ঙ্কর কষ্টের দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এক জনের উৎসাহে, কি এক জনের যত্নে, কি এক জনের সাহায্যে নির্ভর করিয়া আমরা স্বয়ং অলস রহিব? এবং চির কাল কি সমভাবে কালক্ষেপণ করিব? অদ্য অপেক্ষা কলা অধিক উৎসাহি হও, এবং কলা অপেক্ষা তৎপর দিবস অধিকতর যত্ন কর। যদিও ব্রহ্মোপাসক সমুদায় মহোদয়দিগের শরীর সর্ব্বদা একত্র হওয়া চুড়কর, কিন্তু যখন তাঁহারদিগের মনের ঐক্য আছে তখন তন্মধ্যে যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার তাঁহার সকল কার্য্যের মূলীভূত হইবে। সকল বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারদিগের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে যে এই মহৎ কার্য্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে। ফলতঃ আমারদিগের চেষ্টা নিষ্ফলা ইহবার আর সংশয় নাই, যত কাল জ্ঞানালোচনার অল্লাভা ছিল, তত কাল এ ধর্ম্মের খর্ব্বতা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে এই ক্ষণে এ দেশের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে যেখানে ছাত্রেরা যুক্তির দ্বারা কেবল এক পরমেশ্বরের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম জানিতেছে, এবং গৃহে যে সকল কাল্পনিক প্রতিমা পূজাদির অন্তর্শীলন দেখে, তাহাকে কাল্পনিক ধর্ম্ম রূপে বোধ করিতেছে, অতএব তাঁহারদিগকে এই মাত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যিক যে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছেন, তাহাই আমারদিগের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, স্মরণীয় ইহা হইলে তাঁহারা এই ক্ষণে আমারদিগের বিপক্ষ আছেন, তাঁহারদিগের সম্মানেরাই আমরা

দিগের স্বপক্ষ হইবেক; তখন ঈশ্বরপ্রসাদে এ দেশ ব্যাপিয়া বংশবাটীর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ন্যায় বিদ্যালয় সকল স্থানে স্থানে স্থাপিত হইবে যেখানে বালকেরা মুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। এমত আক্লাদজনক কাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যকিরণের ন্যায় অর্ধও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই ভারত বর্ষ পূর্ণ থাকিবে, তৎকালাবধি ব্রহ্মজ্ঞানের ভ্রাস হইবার আর সম্ভাবনাও থাকিবে না। আমার-দিগের ভারত বর্ষে এমত সুখের কাল কোন দিন উপস্থিত হইবে!

অদ্যকার সমাজ দর্শনে এ সমাজকে অনেক কৃতকার্য্য দেখিয়া অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হইতেছে, তাহাতে কোন ক্ষোভ, কোন আশঙ্কা চিন্তাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, কেবল এই আশা হইতেছে যে ভবিষ্যৎ বৎসরে স্বদেশের অধিক ভাগে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভা বিকীর্ণ দেখিব।

হে জগদীশ্বর এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ~~প্রতি~~ ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৬৬ শক।

সাংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

পঞ্চদশ বৎসর গত হইল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্বজ্ঞান-শ্রেষ্ঠ এবং ঐহিক আনন্দ ও পারত্রিক মুক্তির সোপান-স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার জন্য শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা এই ব্রাহ্ম-সমাজ ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে চিত্ত কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বঙ্গ ভূমির এক দিগে বিজাতীয় ধর্ম্ম-সংস্থাপকেরা দেশের

প্রত্যেক পল্লীতে এবং নগরস্থ প্রত্যেক পথে দলবদ্ধ হওত তন্ত্ৰৎ ধর্ম পুস্তকান্তর্গত গ্রন্থ সকল বিতরণ এবং পাঠশালা সংস্থাপনাদি বিবিধ উপায়ের দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্মের জ্বাল বিস্তীর্ণ করিতেছিল, অন্ত্য দিগে এই দেশস্থ ধর্মোপদেশকেরা পুরাণ তন্ত্রামুখ্যায়ি কাল্পনিক পৌত্তলিক ধর্ম মত্ত থাকিয়া সংস্কারবলে বহু কালের পুরাতন শাস্ত্রার্থের বিভাব করত দেশস্থ লোকের মন তমোবৃত্ত করিতে-ছিলেন; কিন্তু সেই মহাত্মা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম প্রচা-রের দ্বারা এই খ্রীষ্ট-ধর্ম-জ্বালচ্ছেদন করিতে এবং লোকের মনকে অন্ধকার হইতে মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ধর্ম্যবাদ অর্পণ করিতেছি যে তাঁহার উৎসাহে আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার পথ মুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার সহযোগি পূজাপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগী-শকেও ধর্ম্যবাদ করি যে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থামুসারে বিধি পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করত আমাদেরদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। এই ক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে এই পুণ্য ভারত ভূমি পুণ্যবান্ ব্রাহ্ম দ্বারা আশু পরিপূর্ণ হয়।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৬ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

কোন ধর্ম বিধি পূর্বক গৃহীত না হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, এবং সাধকের মনে দৃঢ়তা থাকে না; এই ব্রাহ্মধর্ম কোন বিধি ও নিয়ম পূর্বক গৃহীত না হওয়াতেই লুপ্ত প্রায় হইতেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যে বিধি পূর্বক ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই ইহাতে তাঁহার এ বিষয়ে ক্রটি বলা যায় না; কারণ যে রূপ কোন

বন্য ভূমিতে সুফল বৃক্ষ রোপণ করিবার নিমিত্তে অগ্রে তাহার বন্যবৃক্ষচ্ছেদনাদি দ্বারা তাহাকে আখার করিয়া পশ্চাৎ মনোগত বৃক্ষের রোপণ করিতে হয়, সেই রূপ ঐ মহাত্মার এ প্রদেশকে অজ্ঞান কণ্টক হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান বীজ রোপণের আধার করিতেই সময় ক্ষেপণ হইয়াছিল; বরঞ্চ তাঁহার সহযোগী পূজাপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অবগতি হইয়াছে যে এই রূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু লোক সকল মলিনান্তঃকরণে ও ব্যবহারিক ভয়ে তাহা গ্রহণ না করাতে স্নতরাং তাঁহাকে ক্ষান্ত এবং দুঃখিত থাকিতে হইয়াছিল। এই ক্ষণে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ অধিক আত্মাদের বিষয় এই যে সেই রামমোহন রায়ের যত্নে এত কালে লোকের মনঃক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে যে তাঁহার সেই সহযোগী শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্বক এই ব্রাহ্মধর্ম লোক সকলকে উপদেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। তদ্বিয়মে উপদিষ্ট অনেক ব্রাহ্মকে অদ্যকার সমাজে স্থানে স্থানে দেখিয়া কি আনন্দে মন মগ্ন হইতেছে! হে পরমেশ্বর! যেন আগামি বৎসরের এই সাঙ্ঘৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৬৬ শক।

সাঙ্ঘৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

নিয়ম পূর্বক বিধিবৎ ঔষধ সেবন দ্বারা যে রূপ পীড়ার আশু শান্তি হয়, সেইরূপ নিয়মমত প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্যারম্ভ করিলে তাহার সুসিদ্ধি অবিলম্বে সম্ভব হয়। অশ্বগণ

ছুরন্ত হইলেও যেরূপ সংযত প্রতিজ্ঞাশীল সুবোধ সারথির শাসন দ্বারা ক্রমশঃ বশীভূত হয় এবং সুপথে গমন করে, সেই রূপ ইন্দ্রিয়গণ চাঞ্চল্যমান হইলেও যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাশীল ব্যক্তির যত্ন দ্বারা অবিলম্বে তাহার শাস্ত হইতে পারে। অতএব সকল কার্য্য বিশেষতঃ ধর্ম্মের আশ্রয় বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্তব্য। এই সমাজের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসকের দল স্থাপন করিবাব্দি জন্য দৃঢ়তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাধল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত সে উদ্যোগ বিফল হইল, কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইল না। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ উক্ত মহাত্মা কর্ত্তক রোপিত জ্ঞানাস্কুর বল প্রাপ্ত হওয়াতে কালবশে এই ক্ষণে সেইরূপ বিধিনিষেবিত প্রতিজ্ঞাশীল ব্রহ্মোপাসক অনেকে হইতেছেন যাহারা ব্রাহ্ম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফলতঃ অধিক আত্মাদের বিষয় এই যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রধান সহকারী যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি তৎকালে ব্রাহ্মদল স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন, তিনিই এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য হইয়াছেন। তিনি এক বার এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার তাহার প্রাচীন কালে সেই প্রাচীন আশাকে পূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আত্মাদয়ুক্ত হইয়াছেন, এবং সে আত্মাদ তিনি ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেক ব্রাহ্মই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এই ক্ষণে যে বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা দেশ উজ্জ্বল হইবে তাহার অতিশয় আশা হইতেছে। হে জগদীশ্বর এই আশা অচিরাৎ ফলবতী করিয়া এ দেশ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭১ শক।

শাশ্বৎসরিক ব্রাহ্মণমাজ।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে যখন বিপদ কি অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার অখণ্ড নিয়ম সকল কখন উল্লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যিক কি? এ রূপ আপত্তি কারকেরা বিবেচনা করেন না যে যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নির্ভীক কৰ্তব্য কর্ম। যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যিনি জল বায়ু আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এমত প্রচুররূপে দিয়াছেন যে সে সকল মূলা দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণ নিমিত্ত বিদ্যার নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাবি বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারণ করেন, যিনি কি পুণ্যবান্ কি পাপী কি ব্রহ্মনিষ্ঠ কি নাস্তিক সকলেরই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন, আর পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হইলেও এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হইলেও যিনি বাস ও জীবিকা প্রদান করিতে সক্ষম হইয়া না, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্তব্য কর্ম নহে? তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না? যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল তখন পিতা, মাতা, ও বন্ধু স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমা-
রদিগের যে কর্তব্য কর্ম তাহাও সাধন করিতে হইবেক। “মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোং।” পরমেশ্বরের আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। হে অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা! তোমারদিগের পিতাকে তোমরা স্মরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা

না কর, কিন্তু তিনি তোমারদিগের প্রতি যে রূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন তাহা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্তব্য কর্ম নহে তাহা অভ্যন্তর আনন্দ জনক হইয়াছে। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে ব্রহ্ম চিন্তাতে অভ্যন্তর সুখোৎপত্তি হয়। বোধাতীত সূকৌশল সম্পন্ন মহৎ বিশ্ব কার্য আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রতিপন্ন করা যে কি আনন্দজনক তাহা বাক্য পথের অতীত। সে সুখ যে ব্যক্তি যথার্থরূপে আশ্বাদন করেন তাঁহার নিকট পৃথিবীর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও শোভনতম মুকুট সকল তুচ্ছ বোধ হয়। যখন মন ঈশ্বরের কার্য সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার মহিমা স্বভাবতঃ এইরূপ কীর্তন করে যে “হে পরমাত্মন! তোমার মঙ্গলানন্দোৎপন্ন এই বিচিত্র জগৎ কি আশ্চর্য্য রচনা! কি নিরূপম কৌশল! কি অনন্ত ব্যাপার! ভুরি ভুরি গূঢ় কার্য সহিত এই এক ভুলোকই কি প্রকাণ্ড পদার্থ! এই ভুমণ্ডল অপেক্ষা অতুল পরিমাণে বৃহত্তর কত অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোকমণ্ডল গগণে বিস্তৃত রহিয়াছে! অন্ধকার রজনীতে ঘন বর্জ্জিত আকাশে অপূর্ব জ্যোতিঃ উজ্জ্বল নক্ষত্র গহন কি অগণ্যরূপে প্রকাশ পায়! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, সূর্যের পর সূর্য! এমত সূর্য্য সকলও আছে যাহারদিগের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অদ্যাপি আসন্ন হইতে পারে নাই! হে জগদীশ্বর! তোমার শক্তি বাক্য মনের অগোচর এমত ব্রহ্মাণ্ড তুমি এক কালে সৃজন করিলে, তুমি চিন্তা করিলে আর এ সমস্ত তৎক্ষণাৎ হইল! তোমার জ্ঞানের কথা কি কহিব? যখন এক বৃক্ষ পত্রের রচনা আমরা এ ক্ষণ পর্য্যন্তও সম্যক-রূপে জ্ঞাত হইতে পারি নাই তখন আমরা তোমার জ্ঞান-সমুদ্রে সন্তরণ দ্বারা কি প্রকারে পার হইব? দিবারাত্র ষড়্ঋতুর কি সূচারু বিবর্তন! পঞ্চ ভূতের পরস্পর সামঞ্জস্য কি চমৎকার নিয়ম! জীবশরীর কি পরিপাটি শিল্পকার্য্য! মহুষ্যের মন কি নিগূঢ় কৌশল! তুমি সৃষ্টির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলে অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম দ্বারা জগত্তের কার্য্য

সুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হইতেছে; প্রথম দিবসে তোমার সৃষ্টি যে রূপ মনোহর দৃশ্য ছিল অদ্যাপি তাহা সেই রূপ মনোহর দৃশ্য রহিয়াছে। মহৎ তোমার কীর্তি, জগদীশ্বর! অনন্ত তোমার মহিমা! কোন্ মন তোমাকে অল্পধাবন করিতে পারে? কোন্ জিহ্বা তোমাকে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? যখন ঈশ্বরের কার্যা আলোচনা করিয়া মন এ প্রকারে আপনা হইতেই সেই পরম পাতার মহিমা কীর্তন করিতে থাকে তখন সে কি বিপুল ও বিমলানন্দ সম্ভোগ করে! ফলতঃ সকল পদার্থ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠতম তাঁহার স্বরূপ-চিন্তা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এমত শ্রেষ্ঠতম পদার্থের প্রতি—এমত শ্রীতিযোগ্য পদার্থের প্রতি যে পরিমাণে শ্রীতি প্রগাঢ় হইতে থাকে সেই পরিমাণে ব্রহ্মোপাসনার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে। “আত্মা-নমের প্রিয়মুপাসিত।” যিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প-জ্ঞান, যিনি নিৰ্ম্মলানন্দস্বরূপ পদার্থ, ঐহার সহিত আমারদিগের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি আমারদিগের শেষ গতি, যিনি ইহ কালে মঙ্গল বিতরণ করিতেছেন এবং পর কালে ক্রমেক্রমে অধিকতর মঙ্গল বিতরণ করিবেন, যিনি অবশেষে আমারদিগকে এক আনন্দ পরিচ্ছদ প্রদান করিবেন বাহা কখনই জীর্ণ হইবেক না, তাঁহাকে চিন্তা করিলে কোন্ সুস্থ মন শ্রীতিরূপ পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে অগ্রসর না হইবেক? মনুষ্যের শরীর ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যের মন পরিবর্তনের আকর। পরমেশ্বরের প্রতি যিনি প্রীতি করেন তাহার সুহৃদের সহিত তাঁহার কখন বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই “সমআত্মা-নমের প্রিয়মুপাস্তে ন হ্যস্মি প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি”। মনুষ্যের যে নিজোন্নতির বাসনা আছে তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত, পরম-পুরুষার্থ ব্যতীত, আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না? ঈশ্বর-ব্যতীত, আর কোন বস্তুর প্রতি শ্রীতি স্থাপন করিয়া তিনি শ্রীতির সার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহা আপনার অত্যন্ত সৌভাগ্য জ্ঞান করেন যে এই প্রধ্বংসমান সংসারে তিনি এমত এক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন ঐহার প্রতি শ্রীতি স্থাপন করিয়া ঐহার প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি তাহাতে সুস্থির

থাকিতে পারেন। যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় পরমাত্মাকে দর্শন করেন, সর্বব্যাপিরূপে আপনার নিকট আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত সমস্তোষামূতে সিক্ত হয় এবং বিশ্ব সংসার পরম মঙ্গল ও নির্মলানন্দের আলয়রূপে প্রতীত হইয়া সকল বস্তু তাঁহার মন্বন্ধে সুখের আকর হয়। কর্তব্য কর্ম অথচ পরম উৎকৃষ্ট আনন্দজনক ব্রহ্মোপাসনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাহাতে উত্তরোত্তর গাঢ় হয় তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থায়ী হয়, এমত অভ্যাস করা, জীবনের মুখ্য কর্ম হইয়াছে কারণ প্রতীত হইতেছে যে পরমেশ্বর যে নিত্য পূর্ণ সুখের অবস্থা আমারদিগকে প্রদান করিবেন তাহার সুখ কেবল এই সুখ। হে পরমাত্মন! প্রীতিপূর্ণ মনের সহিত তোমার আলোচনার সময়ে যে সুস্বিঞ্চ সুনির্মল মহাদানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে সেই আনন্দ তুমি চিরস্থায়ী কর তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ ও কৃতার্থ হইলাম। ঈশ্বরের প্রতি উত্তরোত্তর যত গাঢ় হইবে তাঁহার প্রত্যক্ষ উত্তরোত্তর যত অধিক স্থায়ী হইবে ততই আমারদিগকে মুক্তির নিকটতর জ্ঞান করিতে হইবেক।

কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনাতে এ প্রকার আনন্দ প্রতিভাত হয় না, এ প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদিও সেই উপাসনার এক অঙ্গ সাধন অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন না হয়। যেমত রাজার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাকে কেবল অভিবাদন করিলে তাঁহার নিকট তাহা গ্রাহ্য হয় না তক্রূপ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনাও তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান তাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না। “জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্ত্ব তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যয়মানঃ” ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এ ক্ষণে অনেকের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান কোন আঘোদ জনক বিদ্যার স্মায় আলোচিত হইয়া থাকে, কার্যের সময় তাহা কিছুই প্রকাশ পায় না। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! নরকস্বরূপ

তোমার মনের সহিত সেই পরিপূর্ণ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কি প্রকারে তোমার ভরসা হয়? সুমধুর স্বরে অতি পরিপাটীরূপে বেদ পাঠই কর আর উপনিষদের ভুরি ভুরি শ্লোক কঠস্থই থাকুক, আর সূচারূপে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তিদিগের সন্দেহ সূতর্ক দ্বারা নিরাকরণই কর তথাপি অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে? বরঞ্চ পরমেশ্বর অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান্ পাপীর প্রতি অধিক রুষ্ট হইবেন। অজ্ঞ ব্যক্তি কুপে পতিত হইয়া থাকে; চক্ষুঃ থাকিতে কুপে পতিত হইলে কোন প্রকারে ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। বিদ্বান্ পাপী অপেক্ষা অজ্ঞ সাধু মহত্তর ব্যক্তি। হে বিদ্বন্! আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি বুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অতিদক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভুরি ভুরি সমীচীন শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিতে পার কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার বাখ্যাত উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্য্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থবাহক চতুষ্পদ তুল্য। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়লোল ব্যক্তিদ্বারা কখন লব্ধ হইবেন না। “নাকিরতোদুষ্চরিতান্নাশাস্তোনাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ”। অশান্ত অসমাহিত দুষ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম কি সূচারু কি সুখাবহ! মন রিপুসকল বশে রাখিয়া ও হিতৈষণা দ্বারা আর্জ থাকিয়া কি সুস্থ ও প্রফুল্লতা দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ থাকে! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে চরিত্র শোধনে প্রথম অনেক কষ্ট কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া পরিশেষে অপর্യാপ্ত সুখলাভ হয়। অদ্য তুমি নিত্য আচরিত কুকর্ম্ম হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হও, কল্যা নিবৃত্ত হওরা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, পরম্বঃ তদপেক্ষা এই রূপে ক্রমে তুমি পাপ রূপ পিশাচীর লৌহশরীরের আলিঙ্গন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে ধর্মাচল আরোহণ করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট বোধ হয় কিন্তু তাহাতে আরোহণ করিলে শান্তির সুমন্দ হিল্লোল সেবিত পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ কুঞ্জে অবস্থিতি

করত মুমুকু ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হয়েন তাহা বর্ণনাভীত । ইহা নিঃসন্দেহ যে সেই জ্ঞানন্দের স্বরূপ যদি এক বার পাপাত্মা ব্যক্তির প্রতি প্রতিভাত হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিরত হইতে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হয় । ধর্ম কি রমণীয় পদার্থ, ধর্মের কি মনোহর স্বরূপ ! “ ধর্মঃ সর্বেষাং তৃতানাং মধু, ধর্মাৎ পরং নাস্তি ” লক্ষ লবঙ্গর মধ্যে ধর্ম মধু স্বরূপ হইয়াছে, ধর্ম হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই । “ হে পুরমাত্মান্ মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া ও তুর্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রেষ্ঠা ও প্রীতিপূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরমমঙ্গল ও নির্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর যাঁহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই ” ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭২ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা ।

অদ্য কি গুণ দিন ! অদ্য জ্ঞানরূপ সুধাকর কিরণে জগৎ স্তম্ভোভিত দেখিতেছি ! ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অদ্যকার সুখ-ময় সময় অতিশয় পবিত্র ও পরম প্রার্থনীয় । যিনি অদ্য সমাজস্থ হইয়া কেবল উজ্জ্বল দীপ-জ্যোতি ও বাহ্য শোভা মাত্র সন্দর্শন করিয়া নিরন্তর রহিয়াছেন, তিনি অদ্যকার সমাজের অপূর্ব্ব অল্পমম শোভার কিছুই দেখিলেন না । বাহ্য সৌন্দর্যের অপেক্ষায় কোটি গুণ উজ্জ্বল ও অনন্ত গুণ শোভাকর যে অত্যাশ্চর্য অনির্বচনীয় রমণীয় জ্যোতিঃপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরমেশ্বর-পদ্মায়ণ সচ্চরিত্র সাধুদিগের হৃদয়াকাশ পূর্ণ করিতেছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত হইল না । এক বৎসরের গরে আমরা সাম্বৎ-

সরিক সমাজের কার্য সাধনার্থে—জগদীশ্বর সম্মিথানে আমা-
 রদিগের ধর্মোন্নতি ও জ্ঞান বৃদ্ধির পরিচয় প্রদানার্থে একত্র
 সমাগত হইয়াছি। গত সাহস্রাব্দিক সমাজের পর সম্পূর্ণ এক
 বৎসর অতীত হইয়াছে,—সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আর এক বার দ্বাদশ
 রাশি ভোগ করিয়াছেন, সমুদায় ঋতু একাদি ক্রমে আর এক বার
 পরিবর্ত্ত হইয়াছে, পৃথিবীও আর এক বার প্রজা পরিপালন
 কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনার অপার উদার্য্য গুণের পরীক্ষা
 প্রদান করিয়াছেন। এই রূপ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের
 শুভকর শাসনানুসারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক সংসারের
 উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছে। এ ক্ষণে, হে ব্রাহ্মগণ! এই
 অতীত দ্বাদশ মাসে আপনারা আপনারদিগের উন্নতি সাধনে
 কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা
 উচিত। এ উন্নতি শব্দে ধন বৃদ্ধি নহে, জৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি নহে, মান ও
 প্রভুত্ব বৃদ্ধিও নহে। ভদপেক্ষায় কোটি গুণ—অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট
 অমূল্য ধনের উন্নতি জিজ্ঞাসা আমার উদ্দেশ্য। আপনারা স্বকীয়
 স্বরূপ মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ করিতে—পরম পিতা পরমেশ্বরের
 প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিতে—
 নির্ভয়ে ও সানন্দ হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিতে—প্রকৃতরূপে
 ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অদ্য
 আলোচনা করা কর্ত্তব্য। হে জগদীশ্বর! এ সমাজে যেন এমন
 কোন ব্যক্তি না থাকেন, যে তিনি গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর
 আপনাকে অধর্ম্মপক্ষে অধিক নিমগ্ন দেখিয়া তোমার “উদাত্ত
 বঙ্গ” ভয়ে তোমাকে স্মরণ করিতে শক্তি হইতেছেন। আমার-
 দিগের ইহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম রাখা উচিত, যে আমারদিগের এই
 ধর্ম্ম যেন কেবল মৌখিক ধর্ম্ম না হয়। ভূমণ্ডলে এ প্রকার অত্যা-
 ৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। এই ধর্ম্মই ঈশ্বরাত্তিপ্রেত
 বার্থ্য্য ধর্ম্ম এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র উপায়। পৃথি-
 বীস্থ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানোপম মহাকারাই স্ব স্ব দেশ-
 প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম অতিক্রম করিবার এই ধর্ম্ম অবলম্বন
 করেন। ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়; যে আমরা

অনেকে একমত হইয়া এই পরম ধর্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হই-
তেছি। ব্রাহ্মেরা যৎপরিমাণে এ ধর্ম পালন করিতে পারিবেন—
ব্রাহ্ম-ধর্মোচিত কর্তব্য কর্ম সকল অনুষ্ঠান করিতে শক্তি হইবেন,
তৎপরিমাণে তাঁহারদিগের ব্রাহ্মত্ব রক্ষা পাইবে, স্বধর্ম প্রবল
হইয়া স্বদেশের কল্যাণ হইবে, পরমেশ্বরের শুভকর অভিপ্রায়
সম্পন্ন হইবেক, এবং যিনি এ দেশে এই ধর্ম প্রথম প্রচার করেন,
তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তাঁহাকে স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে আর অন্য কোন বিষয়
স্থান পায় না। অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়, ভক্তি
শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হয়, শরীর লোমাঙ্কিত ও প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয়।
সেই পরমেশ্বরপরায়ণ অসাধারণ আশ্চর্যা বুদ্ধিমান ব্যক্তিই
প্রথমে এ দেশে অজ্ঞান বন ছেদন ও জ্ঞানান্ধুর রোপণের পথ
প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মধর্মের মূল অন্বেষণ করিলে তিনিই এই
ব্রাহ্ম-সমাজরূপ সুরম্য বৃক্ষমূলে বীজরূপে দৃষ্ট হয়েন। এখ-
নও তাঁহার নাম উচ্চারিত হয় নাই বটে, কিন্তু অদ্য সমাজস্থ
হইয়া কোন্ ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অন্তর হইতে অন্তর্হিত
করিতে পারে? যাহাতে ভারত বর্ষের বিষম ছুরবস্থা দূরীকৃত হয়,
বিশেষতঃ কাল্পনিক ধর্ম সকল নিরাকৃত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-
কারণ এক মাত্র অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরাৎপর পরমেশ্বরের
উপাসনা প্রচলিত হয়, তাহাই তাঁহার সমস্ত চেষ্ঠা ও সমস্ত
কার্যের উদ্দেশ্য ছিল। জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ মোচনার্থে যে রূপ
যত্ন করা কর্তব্য, তাহা তিনিই জানিতেন ও তিনিই করিয়া
গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও চেষ্ঠা কি কেবল এই ক্ষুদ্র বঙ্গ
দেশের উপকার মাত্রে পর্যাপ্ত ছিল? তাঁহার স্বভাব যেমন
উদার ও অভিপ্রায় যেমন মহৎ তাঁহার কার্য ও সেই প্রকার
অসাধারণ। বেগবান সিঙ্কনদ, তুষার-মণ্ডিত হিমালয় এবং আবা
ও আসামের বনাকীর্ণ পর্বতও তাঁহার জন্ম-ভূমির সীমা ছিল
না। তাঁহার জন্ম-ভূমি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চতুর্মহা-
সাগর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তিনি সমুদায় ভূমণ্ডলকে স্বকীয়
দেশ এবং ভারত বর্ষকে গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি

সকলকেই স্বদেশীয় মনুষ্য বোধ করিতেন, এবং তিনি স্বয়ং যে জ্ঞান রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব সাধারণকেই বিতরণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ছিলেন। এক মাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা পৃথিবীর সর্ব স্থানে ব্যাপ্ত হয়, ইহাই তাঁহার ব্যক্তি ছিল। যে পরম ধর্ম সমুদায় মনুষ্যের মানস-পটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অজ্ঞাত গ্রন্থই যে ধর্মের সাক্ষী, স্মরণ্য বাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশ মাত্রও সংশয় নাই, তাহাই প্রচার করণার্থে তিনি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন, এবং তদীয় আলোচনা এবং তন্মূলক গ্রন্থাভ্যুত্থান দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানা দেশীয় নানা জাতীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিতেন, এবং তাঁহারদের স্বীয় স্বীয় শাস্ত্র হইতে সত্য ধর্ম উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারদিগের বোধ-সুলভ করিয়া দিতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার কালে স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, সেইরূপ মোসলমানদিগের সহিত বিচার কালে কোরাণের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচার কালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন, কারণ সত্য-স্বরূপ মহারত্ন সর্ব স্থান হইতেই লভনীয়। তিনি এইরূপ বিচারে সমুদায় প্রতিপক্ষ নিরস্ত করিয়া স্বীয় পক্ষ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান তিনেরই মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে আপন ধর্মে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বি ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনা-স্থান, এবং সকল দেশে তাঁহার যে ধর্ম প্রচারের অভিলাষ ছিল, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম। তাঁহার এই প্রকার মহৎ অভিপ্রায় ছিল, যে পরাংপর পরমেশ্বর আবারদিগের সকলেরই পরমপিতা, সকলেরই পরমারাধ্য এবং সকলেরই পরম প্রীতিভাজন। তিনি “সর্বস্ত প্রভুশীশানং সর্বস্য শরণং সূহং” সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য, সকলের সূহং

তিনি “সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা” সকল প্রাণির অধিপতি ও সকল প্রাণির রাজা। তাঁহার নিকট জাতি নাই, বর্ণ নাই, উপাধি নাই, অভিমানও নাই। আমরা সকলেই সেই “অমৃতস্য পুত্রাঃ” এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্বরূপ পানে অধিকারি। সকলেরই শ্রদ্ধাভিষিক্ত হইয়া সমবেত স্বর নিঃসারণ পুরঃসর তাঁহার গুণগান করা কর্তব্য। যে দেশীয় যে জাতীয় যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয় আসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করেন, তিনি তাঁহারই আরাধনা গ্রহণ করেন। অতএব শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই পরম শুভকর অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত করিয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনার স্থান করিলেন। যে দেশীয় যে কোন ব্যক্তি এক মাত্র, অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বাব্যব-বিবর্জিত, সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রদাতা পরাৎপর পরমেশ্বরে প্রীতি করেন, এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমুদায় সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করেন, এ সমাজ তাঁহারই উপাসনা স্থান।

অতএব যে স্বদেশহিতৈষি পরম ধর্ম-পরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি এই ধর্ম প্রচার ও এই সমাজ সংস্থাপন পূর্বক আমাদের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন; অদ্য সকলে সক্রুতজ্ঞ চিন্তে তাঁহাকে এক বার মনের সহিত খল্লাবাদ প্রদান কর। তিনি আমাদের নিমিত্ত কত কষ্টই বা স্বীকার করিয়াছেন! শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্যটন, অর্থ ব্যয়, লোকনিন্দা, মানের ক্রটি, পরিবারের যন্ত্রণা, গুরু লোকের তাড়না ইত্যাদি অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও—সহস্র সহস্র বিষয় দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে ক্ষণকালও নিরস্ত হয়েন নাই। অকৃতজ্ঞ দেশস্থ লোকে তাঁহাকে অত্যাৎকট মাতনা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—তাঁহার প্রাণের উপরেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিমেষের নিমিত্তেও প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে পরাঙ্গুথ হয়েন নাই। যাহারা তাঁহার এত অনিষ্ট করিয়াছে,

তিনি ঠাহারদিগেরই হিতার্থে শরীর নিপাত করিয়াছেন। তিনি এ সমাজ কেবল সংস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই ; তিনি যত দিন এ দেশে বিদ্যমান ছিলেন, তত দিন যত্ন উৎসাহ ও পরি-
 শ্রম দ্বারা ইহার উন্নতি সাধনে সম্যক্ রূপে সচেষ্ট ছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য হইতেছিলেন। যদিও তাঁহার দেশান্তর ও লোকান্তর গমনের পরে তাঁহার অভাবে সমাজের দুর্বস্থা হই-
 য়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কদাপি নিকীর্ণ হইবার নহে ; তিনি যে সত্য-
 জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও আচ্ছন্ন হইবার নহে ; তিনি এই জড়ীভূত-প্রায় মুগ্ধ বঙ্গভূমিতে যে মহায়ত-
 সেচন করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। তাঁহার প্রকাশিত জ্যোতিঃ পুঞ্জের এক মাত্র কিরণে মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সত্যের জীবন সঞ্চার হইয়াছে,—তৎ সংস্থাপক অকস্মাৎ রাম-
 মোহন রায় প্রকাশিত উপনিষদ্ বিশেষের একটি পরিভ্যক্ত ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্ত হওয়াতেই এই সভা সংস্থাপনের উপক্রম হইল, এবং পরমেশ্বর প্রসাদে এই পরম ধর্মের পুনরুদ্দীপন হইবার সূত্রপাত হইল। এই সভার সভ্যেরা সত্যান্বেষণার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, জ্ঞান চর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন, ধর্মালোচনায় নিযুক্ত হইলেন, শাস্ত্রানুশীলনে নিবিষ্ট হইলেন, বিশ্ব-কর্তার বিশ্ব-কার্যের জ্ঞান লাভে অমুরাগি হইলেন, এবং আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া ব্যক্ত করিতেছি, যে তাঁহারা নানা প্রকার বিচার করিয়া পরিশেষ এই ধার্য করিলেন, যে রামমোহন রায় প্রদর্শিত পথই প্রকৃত পথ—পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায়—মানব জন্মের সাক্ষা-সাধক—হস্তের দুঃখ সাগর-সম্ভরণ ও অনির্কচনীয় অমূল্যম নির্মল সুখধাম আরোহণের এক মাত্র সোপান। তাঁহারা এই জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদ্বারা স্বপরিবার স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিভূষিত করিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহারা যুক্তিবোধে যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া শাস্ত্র বিষয়ে এই পরম সত্য নিশ্চয় করিলেন, যে “অপরা-
 ঋণেদোষজ্জর্বেদঃ সামবেদোথর্কবেদঃ শিক্ষা কল্লোবাকণং নিরুক্তং

ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যথা তদক্ষরমধিগমতে ।" স্বাধেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, শিক্ষা, কল্প, বাণকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এ সমুদায়ই অপকৃষ্ট বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশি পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাঁহারদের দ্বারা এ দেশে ব্রাহ্মবিদ্যার অভ্যাস্ত আন্দোলন হওয়াতে কতিপয় শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি একমত হইয়া নিয়মিত রূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করিলেন, তদ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং এই সমাজ সংস্থাপক সেই মহাশয় পুরুষের মনোবাঞ্ছা এত দিনে পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। প্রণিধান করিয়া দেখুন, তিনি যদ্বর্থে ভ্রমণে প্রেরিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা সাধন করিতেছেন। বোধ হইতেছে, যেন অদ্যাপি তিনি আমারদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান্ আদর্শ স্বরূপ হইয়া জাপনার শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতেছেন। যদিও তিনি আমারদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তরের বহির্ভূত হয়েন নাই,—অদ্যাপি আমারদিগের হৃদয় মধ্যে জাজ্ঞসামান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমারদের অন্তঃকরণকে যে অভিনব পথে চালিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা অদ্যাপি তাঁহার অনুবর্ত্তি হইয়া সেই অপূর্ব পথে জন্মণ করিতেছি, অদ্যাপি আমরা তাঁহার উৎসাহ-প্রভাব অনুভব করিতেছি, এবং আমরা যে তাঁহারই অনুগামী তাহা প্রতিপন্ন প্রতিকার্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তাঁহাকে স্মরণ করিলে আমারদের নির্বীৰ্য মনে ও বীৰ্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত ক্ষুত্রবেগে সঞ্চলন করে, এবং মনের তাব ও রসনার শক্তি সকল চতুর্গুণ-ভেজ ধারণ করে! তিনি এই ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ না করিলে কোথায় বা ব্রাহ্ম-সমাজ, কোথায় বা তত্ত্ববোধিনী, কোথায় বা ব্রাহ্ম-বিদ্যার আলোচনা, কোথায় বা ব্রাহ্ম, কোথায় বা ব্রাহ্ম-ধর্ম থাকিত? অদ্য এই ব্রাহ্ম-সমাজে যে অপরূপ আনন্দ-উৎস উৎসারিত হইতেছে তাহাই বা কোথায় থাকিত? তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্ত হৃদয়-কবাট উন্মোচন পূর্বক মন্য-স্রোত

প্রবল করিয়া যে অপার উপকার করিয়াছেন—যে মহাধন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি রূপে পরিশোধ করিব? তিনি আমারদিগকে রজত দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, এবং হীরক বা মুক্তাকলও প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ—অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অপূর্ক রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে রত্নের মূল্য নাই, জপতে তাহার উপমাও নাই। যিনি আমারদের কল্যাণার্থে চিরজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঋণ কি রূপে পরিশোধ করিব? তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্য অবলম্বন ও সম্পাদন করা বাতিরেকে এ ঋণ পরিশোধের আর উপায়ান্তর নাই। হে ব্রাহ্মগণ! আর একটি উপায়ও আছে। তিনি এ প্রকার করিয়া গিয়াছেন যে “আমি এই ভরসায় যাব-তীয় যন্ত্রণা স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে পারি, যে এমন দিন উপস্থিত হইবে যে তখন লোকে আমার সমুদায় চেষ্ঠার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন—বোধ করি ভিন্নমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারও করিবেন।” আপনারা তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন করুন।

এ দেশস্থ সমস্ত লোকেরই তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের এই বৃহস্তার গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করাই হইয়াছে। এ ক্ষণে তাঁহার প্রত্যেকে এই অতি কর্তব্য গুরুতর ব্যাপার সাধনে যথোচিত যত্ন করিতেছেন কি না তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, যে ব্রাহ্মেরা এবং-সর ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ প্রস্তুত করিয়া এক মহৎ কর্ম করিয়াছেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্ব রূপ সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও আমারদিগের কর্তব্য-কর্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমারদিগের ব্রাহ্ম-ধর্মের এক মাত্র মূল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ ছিল না; তাঁহারদিগের ধর্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল। ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রকাশ হইয়া এ অতাব দুরীকৃত হইয়াছে। এ ক্ষণে যাহাতে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তদ্বারা ব্রাহ্ম-ধর্মের আলোচনা বৃদ্ধি হয়, এবং এই পরম ধর্ম

নানা দেশে নানা স্থানে প্রচারিত হয়, তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, যে অনেক ব্রাহ্মই ছুই এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া আপনারা স্বধর্ম রক্ষা ও প্রচার বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ও অস্বাভাবিক-শূন্য থাকেন। এ কর্ম সকলের সাধারণ কর্ম; ইহা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করা উচিত। তাঁহারা চতুর্দিকে কি প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন? তাঁহারা কি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, যে কত শত সহস্র বিজাতীয় মনুষ্য স্বধর্ম প্রচারার্থে ভয়ঙ্কর সমুদ্র-তরঙ্গ ও বনাকীর্ণ ছুর্গম পর্বত সকল উত্তরণ পূর্বক প্রাণ পর্যাস্ত পণ করিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে? তাঁহারা কি অহরহ দেখিতেছেন না, যে স্বদেশীয় সাকার-উপাসকেরা আপনারদিগের দেবসেবা ও ব্রত নিয়মাদি পালন রূপ ব্যয়-সাধ্য কর্মকে স্বকীয় অবশ্য কর্তব্য সাংসারিক কার্য মধ্যে গণিত করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করে? যখন কাল্পনিক ধর্মাবলম্বি লোকে এই রূপ ব্যবহার করে, তখন শ্রেষ্ঠাধিকারি হইয়া তাঁহাদের স্বকর্তব্য প্যাধনে মনের সহিত যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ না করা কি শোভা পায়? বিশেষতঃ যে সময়ে বিপক্ষ দল প্রবল হইবার জন্য সর্ব প্রযত্নে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছে, তখন একের যত্ন বা একের চেষ্টায়, বা একের উৎসাহে, বা একের আনুকূল্যে নির্ভর করিয়া কি আপনারদিগের নিরস্ত থাকা উচিত? আমাদের “পর্বত তুল্য ভার ও সমুদ্র তুল্য কার্য্য” অতএব সকলে ঐক্য হইয়া এ ভার বহন করা কর্তব্য;—সকলে এ বৃহস্ত্যার বহন করিলে সকলেরই লাভবোধ হইবে। ধর্মার্থে সকলে ঐক্য হইয়া সমবেত চেষ্টা করিলে ছুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইবে। ঐক্যই এই অখিল সংসারের জীবন। বলিতে কি, এ বিষয়ে আমাদের একীভূত হইতে হইবে। সপ্ত বৎসর পূর্বে যে কথা কথিত হইয়াছিল, এখনও তাহা পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি,—“সকল বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে, যে এই মহৎ কার্য্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে?” আপনার-

দের অমুদ্যমের বিষয় কি? আপনারা সত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। সত্য-জ্যোতি কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? সূর্য্য কি কখনও মেঘাবরণ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে? অন্ধকার কি কখনও আলোককে আচ্ছন্ন করিতে পারে? রত্ন যদি বালুভূমিতে নিহিত থাকে, গভীর কাননে পতিত থাকে, অগাধ সমুদ্রে মগ্ন থাকে, তথাপি সে রত্নই থাকিবে, এবং প্রকাশিত হইলেই সর্ব সাধারণের আদরণীয় হইয়া পরম শোভাকর স্বর্ণময় ভূষণে সংযুক্ত বা রাজমুকুটে আরূঢ় হইবেক। বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যে সত্যের অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্যকে প্রকাশ করিলে তাহার স্বকীয় তেজে জগৎ দীপ্ত হইবেক। কিন্তু সাবধান, যেন অন্যের দৃষ্টান্তানুসারে দ্বেষ মৎসরতা আমারদের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে না পারে। আমরা যে রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহা বাহাতে পরিকৃত ও স্নুশোভিত থাকে ও সকলে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই করা উচিত। এই আমারদের উদ্দেশ্য, এই আমারদের সাধ্য ও এই আমারদের প্রাণপণে কর্তব্য। হে পরম সত্য পরমেশ্বর! তোমার এই পরম প্রিয় কার্য সাধনে আমারদিগকে সমর্থ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭২ শক।

সাধ্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

“মহন্তব্যং বজ্রমুদ্যতং”।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে তিনি মথো মথো আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়েন। কত দূর আমি পাপ হইতে বিরত হইয়াছি; কত দূর আমার ধর্ম পথে মতি হইয়াছে; কত দূর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছে; এই প্রকার আত্ম জিজ্ঞাসা অত্যন্ত আবশ্যিক। যখন বিষয় কর্মের বিরাম হয়, যখন আমোদ-

কোলাহল শ্রুত হয় না, তখন নিৰ্জনে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে আমার জীবন এত অধিক পত হইল কিন্তু মনুষ্য নামেয় কত দূর উপযুক্ত হইলাম, মন কত দূর পরিষ্কৃত হইল, সম্মুখে যে অশেষ নিত্য কাল রহিয়াছে, তাহার নিমিত্তে কি সঞ্চল করিলাম! দেখা যাইতেছে যে সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে সে প্রীতির সার্থকতা হয় না। যাহার গুণবতী প্রিয়তমা ভার্য্যার বিয়োগ হইয়াছে, কিম্বা যিনি সাংসারিক হৃৎখেকে নিরাস করিবার এক মাত্র উপায় স্বরূপ প্রিয়তম বন্ধুকে হারাইয়াছেন; কিম্বা বৃদ্ধাবস্থার যষ্টি স্বরূপ যাহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তিনিই জানিয়াছেন যে যুক্তিকা নিৰ্ম্মিত কণ-ভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিবার সার্থকতা কি? হা! আমরা এখনও পর্য্যন্ত কি নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? নিত্য কালের তুলনায় এই জীবন কি পল মাত্র নহে? ঐহিক ঐশ্বর্য্যের সহিত কি পরম পুরুষার্থের তুলনা হইতে পারে? হে কর্মদক্ষ পুরুষ! আমি স্বীকার করিলাম যে বিষয় কর্মে তুমি অতি সূচত্বর, কিন্তু যে চতুরতার ফল নিত্য কাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিবে সে চতুরতা কত দূর আয়ত্ত করিলে। হে বিদ্বান! আমি স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা আপনার লক্ষণ ও স্বভাব জানা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র করা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার মনকে পরব্রহ্মের প্রিয় আরাগ স্থান করা যায় সে বিদ্যাতে তোমার কত দূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছে? পাপ প্রবেশ সময়ে আশ্রয়দিগের সতর্ক হওয়া উচিত; ইন্দ্রিয় নিগ্রহে—চরিত্র শোধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া উচিত; প্রত্যহ আত্ম জিজ্ঞাসা করা, আত্ম সংবাদ লওয়া উচিত; পূর্ষকৃত পাপ সকলের নিমিত্তে অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা সর্বদা স্মরণ করা আমারদিগের আবশ্যিক, যে তিনি পাপিদিগের পক্ষে ‘মহন্তয়ং বজ্রমুদাত্তং’ উদাত্ত বজ্রের স্থায় মহা ভয়ানক হয়েন; যে যদ্যপি আমরা পূর্ষকৃত পাপ জন্ত অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে আমারদিগের আর নিস্তার নাই।

হে পরমাত্মন ! তোমার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া পাপ কৰ্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শাস্তি ভয়ে কোথায় পলায়ন করিব; শুধা কি গল্পেরে, কাননে কি সমুদ্রে—কি পরলোকে সর্বত্র তোমার রাজ্য, সর্বত্রই তোমার শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল তোমার করুণার উপর, তোমার মঙ্গল-স্বরূপের উপর আমার নির্ভর, অতএব পাপ তাপ হইতে আমার মনকে মুক্ত কর, এমত পাপাচরণ আর করিব না। এই প্রকার অহুতাপ করিলে আর ভবিষ্যতে পাপ কৰ্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে তখন দেখা যায় যে করুণা পূর্ণ পরম পাতা আত্ম-প্রসাদ-রূপ অমৃত রস সেই ব্রহ্মক্লিম চিন্তোপরি সির্ধন করেন। নিষ্পাপ হওয়া, চরিত্র শোধন করা মহৎ কৰ্ম হইয়াছে। নিষ্পাপ না হইলে;—চরিত্রকে পবিত্র না করিলে ব্রহ্মেতে মনের প্রীতি হয় না। সুতরাং সেই পরম সুখ লাভ হয় না, যে সুখ মনেতে অহুতাপ করা যায় না, যে সুখ বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না, যে সুখ-প্রাপ্তি সকল কামনার শেষ হইয়াছে। অতএব হে ব্রাহ্ম সকল ! তোমরা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কুকৰ্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হও এবং আপনাদিগের মনকে পবিত্র করিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের সহবাসী হইবার উপযুক্ত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৩ শক ।

সাহস্রিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বস্তুতা ।

মাসাবধি যে শুভদায়ক দিবসের প্রতি আমাদেরদিগের বিশিষ্ট-রূপ দৃষ্টি রহিয়াছে, দিবাকরের মকররাশি প্রবেশাবধি আমরা যে দিবসকে লক্ষ্য করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে একাদি-ক্রমে প্রত্যেক দিন গণনা করিয়া আসিতেছি, অদ্য সেই অতুল আনন্দজনক পবিত্র দিবস উপস্থিত ! সাহস্রিক পরে এই অহুতাপ স্থানে অবস্থিত হইয়া একবার ইহার আদ্যন্ত বিবেচনা করিয়া

দেখা উচিত। এই যে সুখ-সন্মিলের উৎস স্বরূপ অপূর্ণ ব্রাহ্ম-সমাজ, ইহার আদি অন্ত বিবেচনা করা কর্তব্য বটে। যে সমাজ আমারদের প্রগাঢ় প্রীতির আশ্রয় স্বরূপ, আমারদের স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, তত্ত্ব সাহায্য সহিত লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; সাহায্য সহিত সম্বন্ধ থাকিতে, আমারদের কত সাধু সমাগম হইয়াছে—কত জ্ঞান পবিত্র সচ্চরিত্র জনের সহিত অভিনব প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, যাহা হইতে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল একেবারে সমুদ্রুত হইতেছে; যে বিগুহ সমাজ চতুর্দিকস্থ নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্মে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কণ্টক বনের মধ্যবর্ত্তি চম্পক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; যে পবিত্র ভূমিতে আমারদের প্রিয়তম পরম পিতার অপার মহিমা ও অনন্ত গুণ পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইতেছে; কোন অনির্দেশ্য ক্ষয়কালে যে সকল অল্পপম আনন্দধাম দ্বারা ভ্রমণের পরিপূর্ণ হইয়া অতি অপূর্ণ অনির্দেয় শোভা ধারণ করিবে, যে সমাজ তাহার আদর্শ স্বরূপ; তাহার আদি অন্ত আলোচনা করা অতি সুখের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি একটি মাত্র প্রফুল্ল পদ্ম পুষ্প হস্তে করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছেন, বিকশিত-শতদল-পরিপূর্ণ সরোবরের শোভা তাঁহার অবশ্যই অল্পভূত হইতে পারে। অতএব, যে কালে ভ্রমণের সর্বস্থানে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারিত হইয়া স্থানে স্থানে এই রূপ ব্রাহ্ম-সমাজ সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে সংস্থাপিত হইবে, তখন যে এই মর্ত্যলোক স্বর্গলোক তুল্য হইয়া পরম সুখের আশ্রয় হইবে, ইহা ভাবিয়া কাহার অন্তঃকরণ আনন্দনীরে নিমগ্ন না হয় ?

এই যে সুখ-রত্নাকর স্বরূপ ব্রাহ্ম-সমাজ, অদ্য ইহার সূত্র সঙ্ঘারের বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্তে অধিক প্রয়াস আবশ্যিক করে না। মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি ! পূর্ণিমা নিশা উজ্জারণ করিবার মাত্র নিশাকর পূর্ণচন্দ্র যেমন তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে, সেই রূপ এই ব্রাহ্ম-সমাজের সূত্র স্মরণ হইবার মাত্র, এক ভক্তিতাজন পরম শ্রেয়্যে মূর্ত্তি মানস-পটে স্ফটিকরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। এক্ষণে মনোমধ্যে তাঁহার

প্রতিরূপ জ্ঞানমান্য হইয়া উঠিল, এবং অন্তঃকরণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রসে আর্জ হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নাই, তাঁহার গুণ বর্ণনা ও কীর্ত্তি গণনা করিবারও আবশ্যিকতা নাই। ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্বস্থানের সমস্ত সভা জাতীয় মনুষ্য তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে শ্রদ্ধাঘ্রিত চিত্তে তাঁহার অসামান্য গুণ স্বীকার করে। তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া জননী জন্ম-ভূমি ধন্য হইয়াছেন, এবং আমারদের গৌরব শত গুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এমন মহাত্মা এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয়, তিনি আমারদের বাঞ্ছানুযায়ী পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়েন নাই। তিনি আর বিংশতি বৎসর জীবিত থাকিলে, এ ধর্ম এ দেশের ভূরি ভাগে প্রচলিত হইত, এবং আমারদের অবস্থা এক্ষণকার অপেক্ষা বিংশতি গুণে উৎকৃষ্ট হইত।

সম্প্রতি এক দিবস কথা প্রসঙ্গে আমার কোন প্রণয়ান্দ মিত্র কহিলেন, এখন তোমাদের এক জন রামমোহন রায় আবশ্যিক করে। আমি তাঁহার এই ভাবার্থ-ঘটিত বাক্য শ্রবণ করিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ আমার নেত্র হইতে প্রেমাক্ষ নিঃসৃত হইবার উপক্রম হইল। তিনি একাকী যে সমুদায় অসাধারণ ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন, লক্ষ লক্ষ সামান্য মনুষ্য একত্র হইলে তাঁহার দশ ভাগের এক ভাগও করিতে পারে না। তিনি একাকী ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোকের শুভ সাধনার্থে যে রূপ আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? কিন্তু হিমালয় অবধি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যে চতুর্দশ কোটি মনুষ্য ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারা আপনাদের এই আवास-ভূমির তদনুরূপ কি উপকার করিতেছে? জলবিষের ন্যায় উদ্ভিত হইতেছে আর জলবিষের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। সমুদ্রের এক মাত্র তরঙ্গ বলে যে ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, সহস্র সহস্র শিশির বিষ্ণু সংযুক্ত হইলে তদনুরূপ কিছুই হইতে পারে না। তিনি স্বর্ঘ্য স্বরূপ স্বকীয় বুদ্ধির তেজে একেবারেই

আমাদের শুভাশুভ অবধারণ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মহান্ আশয় ও অল্পপম উদার স্বভাব স্মরণ করিলে, এক বার আমাদের অন্তঃকরণেও উদার ভাবের আবির্ভাব হয়। তিনি যেমন সমুদায় ছুমগুলকে আপন-নার করুণাম্পদ স্থির করিয়াছিলেন, সেই রূপ আমারদিগকে সকল বিষয়ে সুখী করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যিনি এ দেশের রীতি নীতি সংশোধন অতীলাষ করেন, যিনি রাজ নিয়-মের সুশৃঙ্খলা প্রার্থনা করেন, যিনি আপনার জন্ম-ভূমিকে বিদ্যা-জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম ভূষণে স্তূষিত দেখিতে মানস করেন, সকলেই রামমোহন রায়ের নাম স্মরণ করিলে এক বার সফুভক্ত চিন্তে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের এক দিবসের, বা এক বৎসরের, কি ইহকাল মাত্রের উপকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাতে আমরা ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখে সুখি হই, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই তিনি সমস্ত জীবনের কার্য স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল, ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল, এবং ইহার চেষ্ঠাতেই তাঁহার জীবনের সারভাগ গত হইয়াছিল।

তিনি আপনার জন্ম-ভূমির ভগ্নদশা দৃষ্টি করিয়া বিষম পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, কেবল ঘেঘ, মাৎসর্যা, নিষ্ঠুরতা, কপটতা, কৃত্রিম ধর্ম, ছদ্ম বাব-হার স্বদেশের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যেমন কোন কীট-পতঙ্গ-পরিপূর্ণ পুরাতন ভঙ্গুর প্রাসাদ বায়ু ভরে কম্পমান হয় এবং তাহার শিখিল ইফুক সকল ক্রমে ক্রমে স্থূলিত হইতে থাকে, অথবা যেমন কোন বহুকাল-ব্যাপি প্রবল রোগ দ্বারা শরীর শুষ্ক ও জীর্ণ হয়, রামমোহন রায় স্বদেশের সেই রূপ ভগ্নাবস্থা অবলোকন করিয়া কাতর হইলেন। তিনি দেখিলেন, লোকে অগাধ ছুঃখ সাগরে মগ্ন হইতেছে, যথাপি কেহ উদ্ধার করে না; প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি কেহ নিবারণ করেনা; জানাতাবে জড় পিণ্ডবৎ অচেতন-প্রায় হইতেছে, তথাপি কেহ বিম্ভুমাত্র জানাঘৃত প্রদান

করে না ; অধর্মদিগের অধর্মজালে দেশ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তথাপি কেহ সে দুশ্চৈদ্য জাল ছেদন করিতে অগ্রসর হয় না । তিনি কত স্থানে দেখিলেন, লোকে অচেতনকে সচেতন জ্ঞান করত আপনাদের উদার বুদ্ধিকে ক্ষুদ্র করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে । কোন স্থানে দেখিলেন, ভূরি ভূরি ব্যক্তি অমূল্য জ্ঞান-রত্ন বলিয়া অজ্ঞান রূপ কাচ মণি বিক্রয় করিতেছে । কোথাও দেখিলেন, পুত্র অধুপনার পরম শ্রেষ্ঠাস্পদ ভক্তিতাজন জীবিত-বতী জননীকে অগ্নি-শযায় শয়ান করিয়া নিরাশ্রু নেত্রে দক্ষ করিতেছে । কোথাও দেখিলেন, পুত্র, বা জাতা, বা মিত্রবর্গে কোন সজীব মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রগাঢ় শীতের সময়ে নীহার-সংযুক্ত দুঃসহ বায়ু-প্রবাহ কালে পক্ষে ও জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া দুঃসহ যাতনা প্রদান করিতেছে । কোথাও দেখিলেন, লোক ধর্মহলে অতি লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ঘোরতর কুকর্ম সকল অমুষ্ঠান করিতেছে । এ সমুদায় স্বরণ করিলে, সামান্য লোকেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহাতে রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণ যে প্রকার কাতর হইয়াছিল, তাহা কি বলিব ? স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং তৎপ্রতীকারার্থে ব্যগ্র হইল । এই বিষম রোগ-সঙ্করের ঔষধ কি এবং তাহা কোন্ স্থানেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তিনি এ ঔষধ আর কোথায় পাইবেন ? তিনি তাঁহার স্পর্শমণি স্বরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি নিয়োজন দ্বারা সর্বস্থান হইতেই সে মহৌষধ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং তৎ প্রতিপাদক এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া দিলেন, “ ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু । ধর্মাৎ পরং নাস্তি । ”

তিনি চতুর্দিকে নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্ম জালে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও স্বকীয় বুদ্ধিবলে অবধারণ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার যথার্থ নিয়ম প্রতিপালনই সংসারের দুঃখ রূপ দারুণ রোগের এক মাত্র ঔষধ এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায় । তিনি নিশ্চিত নিরূপণ করিয়াছিলেন, যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্ব-নিয়ন্তা, সর্ব-পাপ-বিবর্জিত, সর্ব দুঃখের মহৌষধ স্বরূপ, সর্বমঙ্গলালয়,

দ্বিতীয়, চৈতন্যময়, পরমেশ্বরই মনুষ্যদিগের পরম উপাস্ত, এবং জ্ঞান যোগে তাঁহার যে সকল বথার্থ নিয়ম নিরূপিত হয়, তাহাই আমাদের প্রতিপাল্য। এক এক অসীম-প্রায় সৌর জগৎ যে বিশ্ব-রূপ-মূল-গ্রন্থের এক এক পত্র স্বরূপ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু বাহার অক্ষর স্বরূপ, এবং বাহার এই সমস্ত অবি-নন্দ্য অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী মনী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই বথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার বথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্ত লোকের জ্ঞানি দূর করিতে সমর্থ হইবেন। প্রকৃত জ্ঞান উপার্জননের আর অন্য উপায় নাই, বথার্থ ধর্ম শিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানা দেশীয় পূর্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় সমাক্রমে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদায় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সর্ব স্থানে আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম এত দিনে অতি প্রাচীন ধর্ম বলিয়া গণিত হইত। রামমোহন রায়ের কি আশ্চর্য্য অসাধারণ বুদ্ধি! এই যে এক মাত্র সূনির্মল সত্য-ধর্ম, যাহা নানা দেশীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তি নানা বিদ্যায় বিদ্যাবান হইয়াও অবগত হইতে পারেন নাই, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম; তিনিই প্রথমে এ ধর্মের সূত্রপাত করেন, এবং তিনিই তদর্থে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের টুফটু নামক লেখ্য পত্র তাহার বলবৎ প্রমাণ রহিয়াছে। যদিও সেই বীর পুরুষ স্বীয় মতে সকলকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই, কিন্তু বিচার বলে সকলের বুদ্ধিকে পরা-জয় করিয়াছিলেন। যাহারা পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ নহে, তাহারাও তাঁহার বুদ্ধির প্রভাব অনুভব করিয়াছিল। তিনি যে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিচার সম্বন্ধীয় সংগ্রাম বিষয়ে তিনি সে উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। এতদেশীয় যে সকল অবিজ্ঞ লোকে ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া তাঁহার প্রতি অনাদর

প্ৰকাশ কৰে, তাহাৰও তাঁহাকে বিচাৰ-সিদ্ধ বলিয়া প্ৰশংসা কৰিয়া থাকে। বুদ্ধি দ্বাৰা শুভাশুভ উভয়ই সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাৰ যেমন অসাধাৰণ বুদ্ধি, তেমনি অসামান্য কাৰুণ্য-স্বভাব। তিনি আপনাৰ উজ্জ্বল বুদ্ধিকে ধৰ্ম স্বৰূপ সুধাৰসে অভিষিক্ত কৰিয়া ভূমণ্ডল শীতল কৰিতে সঙ্কল্প কৰিয়াছিলেন।

তিনি আপনাৰ পবিত্ৰ হৃদয়ে আমাৰদিগেৰ চিৰ-সুখেৰ অঙ্কুৰ ধারণ কৰিয়া ৰাখিয়াছিলেন, এবং তাহা অতি যত্নপূৰ্বক যোগ কৰিয়া গিয়াছেন। আপনাৰা দেখিয়াছেন, তাহা হইতে কি পৰম সুন্দৰ মনোহৰ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে! এই স্থানেই তাহা শোভা পাইতেছে। সেই বৃক্ষ এই ব্ৰাহ্ম-সমাজ। এ ক্ষণে কতিপয় শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰাহ্ম তাঁহাৰদিগেৰ মানস ক্ষেত্ৰে এই আশ্চৰ্য্য বৃক্ষ সংস্থাপন কৰিয়া ৰাখিয়াছেন। আমাৰা তাঁহাৰই প্ৰসাদাৎ জীবেৰ যষ্টি স্বৰূপ এই ব্ৰাহ্ম-সমাজ প্ৰাপ্ত হইয়াছি, এবং কেবল তাঁহাৰই প্ৰসাদাৎ অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-নীৰে অবগাহন কৰিতেছি। অতএব, যিনি আমাৰদেৰ নিমিত্তে অশেষ ক্লেশ স্বীকাৰ কৰিয়াছেন, দুঃসহ যত্নগা সহ্য কৰিয়াছেন, গুরুতৰ লাঞ্ছনা অঙ্গীকাৰ কৰিয়াছেন, প্ৰাণ পৰ্য্যন্ত পণ কৰিয়া শৰীৰ নিপাত কৰিয়া গিয়াছেন, অদ্য সকলে সঙ্ক-তজ্জ চিন্তে তাঁহাকে এক বাৰ ধন্যবাদ প্ৰদান কৰ, এবং তাঁহাৰ সংকল্প সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাক।

তিনি যে মহৎ কাৰ্য্য আৰম্ভ কৰিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহা-ৰই দ্বাৰা সম্পন্ন হইবে; কাৰণ তিনি যে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিয়া-ছেন, তাহা কদাপি রুদ্ধ হইবাৰ নহে। তিনি এই দুঃখানল-দক্ষ বঙ্গ-ভূমিতে যে জ্ঞান বাৰি সেচন কৰিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাপি ব্যৰ্থ হইবাৰ নহে। যদিও তিনি এ ক্ষণে বিদ্যমান নাই—যদিও ভাৰত ভূমিৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তিনি আমাৰদেৰ বাঞ্ছানুযায়ি আয়ু প্ৰাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহাৰ গ্ৰন্থ, তাঁহাৰ কীৰ্ত্তি, ও তাঁহাৰ গুণ প্ৰকাশ অহরহ আমাৰদিগকে উৎসাহ প্ৰদান কৰি-তেছে। তাঁহাৰ পূৰ্বকাৰ এতদেশীয় গ্ৰন্থকাৰদিগেৰ গ্ৰন্থেৰ

সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে অভিনব উৎসাহ-দিবসের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। আপনারা দেখিতেছেন না, তাঁহার অপ্রতিহত সাহস ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা আমারদিগকে অকুতোভয়ে অম্লান বদনে নিন্দা তিরস্কার সহ্য করিতে প্রচোদিত করিতেছে। তিনি আমারদিগের নিবীৰ্য্য মনের বীৰ্য্য; তিনি আমারদিগের আচার্য্য। প্রতি বর্ষে এই দিবসে তাঁহার নাম উচ্চারণ ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আমরা কত উৎসাহই প্রাপ্ত হই। তাঁহার প্রশস্ত নেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতি মনে হইলে, “আমাদের নিবীৰ্য্য মনেও বীৰ্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত দ্রুতবেগে সঞ্চলন করে, এবং মনের ভাব ও রসনার শক্তি সকল চতুর্গুণ তেজ ধারণ করে।” এখন কেবল তাঁহার অতি শ্রেষ্ঠের পরম পূজনীয় মূর্ত্তি মানস পটে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। রামমোহন রায় এলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াও আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান ও পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

এ ক্ষণে যে তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইবার পূর্বলক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অপেক্ষায় আমারদের আন্দেহের বিষয় আর কি আছে? এ বৎসর দুই তিনটি অভিনব ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অল্প বা বহুকাল বিলম্বে তাঁহার সংস্থাপিত সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যে অবশ্যই প্রচলিত হইবে, ইহা আমারদের কত স্মৃথের ও কত উৎসাহের বিষয়! ব্রাহ্মগণ! আমি বাহা জাজ্জ্বল্যমান দেখিতেছি, তাহাই আপনারদের সমক্ষে ব্যক্ত করিতেছি। যখন, আমারদের প্রকৃতি-সিদ্ধ পরমেশ্বর-প্রদত্ত সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হইতেছে, যে পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, ও তাঁহার শ্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, এবং যখন ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে ভূমণ্ডলের যে ভাগের যে দেশে যে জাতি মধ্যে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই মনুষ্যের

মনঃকল্পিত ও জ্ঞানিমূলক, তখন চয়নে, ব্রাহ্ম-ধৰ্ম ব্যক্তিয়েকে
আর কোন ধৰ্ম পৃথিবীতে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই।
জ্ঞান-স্বরূপ-স্বৰ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় কাল্পনিক ধৰ্ম অন্ত-
হিত হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিবর্তে পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধৰ্ম
রূপ মহাৰত্নের মনোহর শোভা প্রকাশ পাইবে। পরমাত্মন!
কত দিনে আমারদের এই পরম মনোরম আশা পূৰ্ণ হইবে!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

• ১৭৭৩ শক ।

সাৰ্বসংস্কৃতিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

এই ক্ষণে অনেকে ঈশ্বর যে আকার বিশিষ্ট নহেন, তাহা
বুঝিয়াছেন, এবং স্মৃতরাং পৌত্তলিকতাতে অশ্রদ্ধা কল্পিয়াছে,
কিন্তু যে স্থানে শ্রদ্ধা দেওয়া কর্তব্য, তাহা দিতেছেন না। কেবল
মুক্তিকা ও শ্রদ্ধায়ে অশ্রদ্ধা করিয়া কান্ত রহিয়াছেন, কিন্তু যেখানে
শ্রদ্ধা ও শ্রীতি করা কর্তব্য, সেখানে সম্যক্ রূপে তাহা করিতে
বদ্ধ করিতেছেন না। ইহা কি আমারদিগের অত্যন্ত উচিত নহে,
যে ঠাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এই সমুদায় প্রয়োজনীয় ও সুখদ
দ্রব্য লাভ করিতেছি, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার পূৰ্বক
সেই সকল ভোগ করি। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে
প্রদাতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত
সুখ সম্পত্তি ভোগ করা কি মনুষ্যের উচিত? তাঁহার প্রতি
মনের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও শ্রীতি প্রকাশ
করা তাঁহার উপাসনার এক অঙ্গ। তিনি মঙ্গল-সকল, তিনি
আমারদিগের সমুদায় সুখ সৌভাগ্য বিধান করিতেছেন, তিনি
“ ধৰ্ম্মাবহং পাপহৃদং ” তিনি ধৰ্ম্মের আকর পাপের শাস্তা,
তিনি আমারদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্তে বিন্মৃত নহেন, তিনি
শ্রীতি-পূৰ্ণ দৃষ্টিতে সৰ্ব্বদাই আমারদিগকে দেখিতেছেন। আমরা
কি তাঁহাকে বিন্মৃত হইয়া থাকিব? আমরা কি সে প্রেমাম্প-
দের প্রতি শ্রীতি করিবনা? “ পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা

করিবেক। “যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্তকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে প্রিয় সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এ প্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি বাহা বলেন, তাহাই হয়।” প্রীতি বিহীন যে উপাসনা সে উপাসনাই নহে, প্রীতির সহিত তাঁহার উপাসনা করিবেক। মনের এই ভাব বাহাতে অভ্যাগ পায়, বাহাতে তাঁহার এই জগতে তাঁহারই আচ্ছাবহঁ থাকিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি ভোগ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা মনেতে সর্বদা উদয় হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয়, এ জন্ম এক নিয়ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা আমারদিগের অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। আমারদিগের মনে নানা প্রকার বৃত্তি আছে, সকলের মধ্যে সকল হইতে উৎকৃষ্ট পরমেশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তি সকল যেমন অভ্যাসেতে সৰল হয় এবং অনভ্যাসেতে দুর্বল হয়, এ বৃত্তিরও স্বভাব তদ্রূপ। এমত উৎকৃষ্ট বৃত্তিকে নিরোধ করিলে আমারদিগের কি শ্রেয় আছে? প্রতিদিন অতি নিশ্চিত সনয়ে পরিশুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি পূর্বক মনকে সমাধান করা এবং কৃতজ্ঞতা পূর্বক মনের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করা আমারদিগের নিত্যকর্ম। ঈশ্বরেতে কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁহার প্রীতি-রসে মনকে আর্জ করা— তাঁহার উপাসনা করা ক্লেশ দায়ক কর্ম নহে, তাহাতে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়; অতএব তাহা হইতে আমরা কেন বিরত থাকি? সে সুখ হইতে কেন বঞ্চিত হই? সে কি দুর্ভাগ্য, যে তাঁহা হইতে বিমুখ রহিয়াছে, যে মনের অধিপতিকে আপনার মনে স্থান দেয় না, যে সেই পরিশুদ্ধ অপাপ বিদ্ধকে তিরস্কার করিয়া অপবিত্র হইয়াছে। হে মানব! অতি মন পূর্বক তাঁহাকে সাধন কর, তাঁহাকে উপার্জন কর, তাঁহাকে পাইলে সকল লোক প্রাপ্ত হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। তদ্ব্যতীত মনের তৃপ্তি আর কিছুতেই হয় না, কেবল তাঁহাকে পাইলেই মনের সমুদয় কামনার পর্যাপ্তি হয়। সেই পরিশুদ্ধ স্বভাবকে লাভ করিয়া মনকে শুদ্ধ কর, সেই পূর্ণ স্বরূপের সহবাসে আপ-

নাকে পূৰ্ণ কৰ। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের উপযুক্ত হও, অশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া আপনাকে মলিন করিও না। ইনি আমাৰদিগেৰ পৰম গতি, ইনি আমাৰদিগেৰ পৰম সম্পদ, ইনি আমাৰদিগেৰ পৰম লোক, ইনি আমাৰদিগেৰ পৰমানন্দ ; এই পূৰ্ণানন্দেৰ কলামাত্ৰ আনন্দকে উপভোগ কৰিয়া আমৰা সকলে জীৱিত ৰহিয়াছি।

পৰমেশ্বৰেৰ প্ৰিয় কাৰ্য সাধনা কৰা—তাঁহাৰ নিয়ম পালন কৰা, তাঁহাৰ উপাসনাৰ দ্বিতীয় অঙ্গ। তাঁহাৰ নিয়ম পালন কৰ, তাঁহাৰ আজ্ঞাবহী থাক, এবং তাঁহাৰ অভিপ্ৰায় সম্পন্ন কৰিবাৰ জন্তু শৰীৰ ও মনকে তাঁহাৰ প্ৰদৰ্শিত পথে চালনা কৰ। আপনাৰ সমুদায় ইচ্ছা তাঁহাৰ ইচ্ছাৰ অধীন কৰ, আপনাৰ সমুদায় অভিপ্ৰায় সেই তাঁহাৰ অভিপ্ৰায়েৰ অনুযায়ী কৰ। প্ৰিয় বন্ধুৰ প্ৰিয় অভিপ্ৰায় ৰক্ষা না কৰিলে কি প্ৰীতি কৰা হয় ? আমৰা আলস্যেতে কাল যাপন কৰি, এবং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সংসাৰে অল্পপযুক্ত হই, পৰম পুৰুষেৰ একুপ অভিপ্ৰায় নহে। সৎপথে থাকিয়া—ন্যায়পথে থাকিয়া ধনোপাৰ্জন কৰি, স্ত্ৰী পুত্ৰ পৰিবাৰ মধ্যে থাকিয়া কুশল লাভ কৰি, স্বদেশেৰ বাহাতে মঙ্গল হয়, এমত অলুষ্ঠান কৰি, লোকেৰ সুহৃৎ হই, এই আমাৰদিগেৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ প্ৰিয় অভিপ্ৰায়। অতএব সন্তোষ পূৰ্বক তাঁহাৰ নিয়মেৰ অধীনে থাকিয়া এবং তাঁহাৰই পথে শৰীৰ ও মনকে সমৰ্পণ কৰিয়া তাঁহাৰ প্ৰদত্ত সুখ সন্তোষেৰ সহিত তাঁহাৰ কৃতজ্ঞতা ৰূপে নিমগ্ন থাকি এবং তিনি আমাৰদিগেৰ এককালে পিতা মাতা ও বন্ধু এই ভাবে তাঁহাতে প্ৰীতি ও শ্ৰদ্ধা কৰি। এই প্ৰকাৰে যদিও আমৰা প্ৰতি নিশ্বাসে—প্ৰতি নিমেমে তাঁহাৰ প্ৰতি মনেৰ কৃতজ্ঞতা ভাবে উপাসনা না কৰিতে, পাৰি তথাপি এই ৰূপে প্ৰতি দিন কোন নিশ্চিত্ত সময়ে যেন তাঁহাৰ উপাসনা কৰি, তাহাতে যেন আলস্য না হয়।

প্ৰতিদিন এক সময় নিৰূপিত কৰা কৰ্তব্য, যে সময়ে শান্ত হইয়া আপনাৰ মন তাঁহাতে সমাধান কৰা যায়, তাঁহাৰ প্ৰতি অকপট শ্ৰদ্ধা ও প্ৰীতি ও ভক্তি প্ৰকাশ কৰা যায়। প্ৰাতঃকাল

এই উপাসনার অতি প্রশস্ত কাল। এই সময়ে মন স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে এবং একাগ্র হইয়া সেই শান্ত স্বরূপে— মঙ্গল স্বরূপে অতি সহজেই ধাবিত হয় এবং তৃপ্ত হইয়া সেই আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁহাতে মন প্রবিষ্ট হইবার জন্য শব্দ এক অতি সুলভ উপায়। যে সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-ভার মনেতে উদ্ভব হয় এবং হর্ষ জন্মে, এমত সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার উপাসনা আবশ্যিক। আমরাদিগের পূর্ব পূর্ব অতি প্রাচীন মহর্ষিরা যে সকল তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ উদ্বোধক অতি আশ্চর্য্য অল্পপদ শব্দ দ্বারা ঈশ্বর স্বরূপে মনো-নিবেশ করিতেন, সেই সকল শব্দ দ্বারা আমরাদিগের প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ রহিয়াছে। পূর্বকার প্রাচীন ঋষি সকল হিমবৎ গুহাদি হইতে যে সকল শব্দ উচ্চারণ পুরঃসর অদৃশ্য, অলক্ষ্য, নিরাধার পরব্রহ্মের উপাসনা ও ঘোষণা করিতেন, ইদানীন্তন সেই সকল পুরাতন শব্দ দ্বারা পুরাণ অনাদি পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা আমরাদিগের পরম সৌভাগ্য, ইহা আমরাদিগের পরম সৌভাগ্য।

ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষ রূপে জানা আবশ্যিক এবং আপনারদিগের কর্তব্য কর্মের আলোচনা ও স্মরণ করা কর্তব্য। অতএব তাঁহারদিগের উচিত, অবকাশ মতে সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রন্থ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করেন। যঁহারা সংস্কৃত ভাষা না জানেন, তাঁহারদিগের জন্য বঙ্গভাষাতে তাহার অম্ববাদ করা গিয়াছে, অতএব মূল পাঠ করিতে না পারিলেও তাহার অম্ববাদ পাঠ দ্বারা তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। সর্বসাধারণের বিদিত থাকিবার জন্য জ্ঞাপন করিতেছি, যে ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাসের একমূল। উক্ত বীজ এই।

১ ব্রহ্ম বা একং ইদমগ্রজ্ঞাসীৎ । নাত্মং কিঞ্চনাসীৎ ।
তদিদং সর্বমসৃজৎ ।

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবমানন্দং নিরবয়বমেকমে-
বাদ্বিতীয়ং সৰ্ব্বনিষত্ব সৰ্ব্ববিৎ বিচিত্রশক্তিমচেতি।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ আনন্দস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ নিত্য
নিয়ন্তা সৰ্ব্বজ্ঞ নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় বিচিত্র শক্তিমান
হয়েন।

৩ একম্ভ্য তস্মৈ বোপাসনবা পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি।
একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল
হয়।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্ত প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনা করাই
তাঁহার উপাসনা হইয়াছে।

এই বীজের বিস্তার সমুদায় ব্রাহ্ম-ধর্মে প্রকাশিত রহিয়াছে।
ইহার প্রথম খণ্ডে ঈশ্বরের স্বরূপ বাহুল্য রূপে বর্ণিত আছে ;
এই সকল বাক্য পূর্ব পূর্ব প্রাচীন মহর্ষিদিগের প্রণীত। ইহার
দ্বিতীয় খণ্ডে কি প্রকারে আমাদের সাংসারিক ধর্ম নির্বাহ
করা উচিত তাহার উপদেশ। এই উপদেশানুসারে যিনি এই
সংসারে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে
শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সাংসারিক অনেক
ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তিনি অনেক উৎকৃষ্ট সুখ
ভোগ দ্বারা ভূপ্ত হইবেন এবং নিত্য পরম সুখের অধিকারী
হইবেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম বিষয়ে আমার এক পরম বন্ধু তাঁহার যে
অতিপ্রায় অতি নিপুণ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আপনার-
দিগের নিকটে পাঠ করিতেছি, শুনিয়া অবশ্য জ্ঞানন্দিত
হইবেন।

“তস্মিন্ প্রীতি স্তস্ত প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব”।

“তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনা করাই
তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, এই মাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম।

“কিন্তু এই কতিপয় সামান্য শব্দ কি আশ্চর্য্য সুরমা তাব
প্রকাশ করিতেছে; কত অসংখ্য প্রকার মনোহর কার্য প্রতি-
পাদন করিতেছে। আমাদের সমুদায় কর্তব্য কর্মই এই এক

বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রন্থে যাহা কিছু সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা তাহার বীজ স্বরূপ।

“পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি তাঁহার উপাসনার প্রথম অঙ্গ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সম্পাদন দ্বিতীয় অঙ্গ। এ ধর্ম এরূপ যুক্তি সিদ্ধ, যে সকলেই ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং সমস্ত বিশ্বই ইহার সাক্ষী স্বরূপ।

“জগৎ-পিতা জগদীশ্বর অপর সাধারণ সকলের সমক্ষে তাঁহার সত্তা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিশ্ব-রূপ মহা গ্রন্থ নিয়তই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্ননির্মল মুক্তাফল তুল্য শিশির বিম্বু, শ্রফুল্ল কমল পরিপূর্ণ মনোহর সরোবর, অথবা নীরদ সমান নীলবর্ণ বিস্তৃত সমুদ্র, সকল পদার্থই তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। স্বকোমল সজল দুর্কাদল, কিম্বা বিশ্ব যন্ত্রের চক্র স্বরূপ সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ মণ্ডলী, সমস্ত বস্তুই তাঁহার মহীয়সী শক্তি, অপরিমিত জ্ঞান, ও অপার কারুণ্য স্বভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্তব্য, ইহা শিক্ষা করিবার নিমিত্তে অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। একবার মনোরূপ কবাট উদঘাটন পূর্ব্বক নেত্র উন্মীলন করিলেই অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেমায়ূত রসে অভিষিক্ত হয়। তিনি পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদি সমুদায় জীবের প্রতি যেরূপ করুণা বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা বাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার চিন্ত কত ক্ষণ পরমাত্মার প্রীতি রসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলান্ধিত্রায় আলোচনা করিলে প্রীতি প্রবাহ আপনা হইতেই প্রবাহিত হইতে থাকে।

“তাঁহার প্রিয় কার্য করা দ্বিতীয় অঙ্গ। আমারদিগের সমুদায় ধর্ম প্রবৃত্তি এক মত হইয়া উপদেশ করিতেছে, যে প্রীতি ভাজনের প্রিয় কার্য না করিলে তাঁহার প্রতি স্বার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্যই তাহার প্রিয় কার্য। জগদীশ্বর আপনার অভিপ্রায় সর্বত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা পূর্ব্বক পর্যালোচনা

করিয়া দেখিলেই অবগত হওয়া যায় । তাঁহার অভিপ্রায় বিশ্ব-
রূপ বৃহৎ গ্রন্থের সর্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,
শুদ্ধ রূপে পাঠ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায় । মন,
শরীর ও ভৌতিক পদার্থের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা
করিলে কত প্রকার মানসিক শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা
করা যায় । ফলতঃ যিনি যে স্থানে যে কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব
লাভ করিয়াছেন, তাহা এই রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ; জ্ঞানরূপ
রত্নের আর দ্বিতীয় আকর নাই ।

“বিশ্ব পিতার বিশ্ব কার্যের আলোচনা করিয়া যাহা কিছু
জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান ; তন্নিম্ন সমুদায়ই কাল্প-
নিক । যে দেশীয় যে গ্রন্থ হইতে তদনুযায়ী উপদেশ প্রাপ্ত
হওয়া যায়, সেই গ্রন্থ হইতেই তাহা লাভ করা কর্তব্য ; যে
দেশের যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় পরম পিতা পরমেশ্বরের
প্রতি শ্রীতি প্রকাশ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য
বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন এবং তদ্বিষয়ক যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা
দেন, তাঁহারই নিকট হইতে এ সকল দুর্লভ উপদেশ গ্রহণ করা
উচিত । ভারতবর্ষীয় পূর্বতন ঋষি মুনি ও অন্ত অন্ত সূক্ষ্ম দর্শি
পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া
গিয়াছেন, এবং যাহার প্রতি এতদেশীয় লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা
আছে, স্মরণ্য তাঁহাদের যুক্তি ও শ্রদ্ধা উভয়ে ঐক্য হইয়া
যাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেছে, তাহারই সংগ্রহ দ্বারা এই
ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রন্থ গ্রন্থিত হইয়াছে । অতএব ইহার একটি বচনও
তাঁহারদের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না ।

“যে সকল যুক্তিসিদ্ধ অখণ্ডনীয় অভি প্রায় ব্রাহ্ম-ধর্মে
নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সর্ববাদি সম্মত এবং সকলের অশ্রদ্ধেয় ।
ভূমণ্ডলের অন্ত অন্ত ধর্মশাস্ত্রের সহিত ইহার বিশেষ এই, যে
তাঁহাতে যে কতক গুলি যুক্তি বিরুদ্ধ মনঃকল্পিত বিষয় লিখিত
আছে, তাহা ব্রাহ্মদিগের গ্রাহ্য নহে, অতএব তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম
গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই ।

“ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ব্রাহ্মদিগের স্বধর্ম প্রচার

করিবার অভ্যন্তর সুলভ উপায় হইয়াছে। এই ক্ষণে বাহ্যতে-এই গ্রন্থ সর্বত্র প্রচারিত হয় এবং ব্রাহ্ম-ধর্মের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য।”

অবশেষে আপনাদিগের নিকটে আমার এই নিবেদন, যে আপনাদিগের হৃদয়ে এই নিত্য সর্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যিক, যে এ পৃথিবী আমারদিগের চিরকালের বাসস্থান নহে, এখানে হইতে এক সময়ে অবশ্যই প্রস্থান করিতে হইবেক। অতএব আমরা যাহাতে ভবিষ্যৎ কালে উত্তম অবস্থার উপযুক্ত হইতে পারি, এমত যত্ন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তিকে উন্নত করা; পুণ্য কর্ম সাধনে, ধর্ম অভ্যাসে, আপনাদিগের চরিত্র শোধন করাই আমারদিগের স্বার্থ কর্ম—অতি প্রয়োজনীয় কর্ম; তাহাই কেবল স্থায়ী থাকিবে, শরীরের সহিত আমারদিগের আর আর সমুদায় বিনাশ পাইবে। ধন, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, এ সকল বাহিরের বস্তু বাহিরেতেই পড়িয়া রহিবে; মনেতে যে সকল বৃত্তি উপার্জন করিবে, কেবল সেই সকলের সহিতই মন এই শরীর হইতে বহির্গত হইবে। অতএব অতি যত্ন পূর্বক ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি এবং ধর্মবৃত্তি সকল সবল ও উন্নত কর, এই সকল বৃত্তির উৎকৃষ্টতা অল্পসারে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ সহবাসেরই নাম মুক্তি। অতএব বাহ্যতে আমরা তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই, এই প্রকারে তাঁহার প্রীতি বৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সকলের দ্বারা চরিত্র শোধন করিতে যত্নবান থাকি। সেই চরম স্থান যেন আমারদিগের লক্ষ্য থাকে, যেখানে “পূর্ণ পরিশুদ্ধ পাপাবিক্র প্রেম, যেখানে মোহের লেশ মাত্র ও নাই, যেখান হইতে দূরে মোহ তরঙ্গের কোলাহল শ্রুত হইতে থাকে; যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জ্বর নাই, শ্বত্বে নাই, বিলাপ নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেম্যানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, অবিপ্রাপ্ত উৎসারিত হইতেছে”। এমত স্থান লক্ষ্য থাকিলে আমারদিগের কোন ভয়, কোন সংশয় থাকে না।

হে পরমাত্মনু তোমার এই সংসারিক কার্য সম্পাদন করিতে যে চুঃখ পাই, তাহা ভিত্তিকার বিষয় বলিয়া যেন অপরাঞ্জিত চিন্তে তাহার অভ্যাস করি এবং সেই কার্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ সম্ভোগ হয়, তাহা তোমার প্রেরিত ও প্রদত্ত জানিয়া যেন তোমাকে অহরহ প্রীতির সহিত নমস্কার করি এবং ক্রমে সেই পূর্ণ অবস্থা পাইবার উপযুক্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৪ শক।

সাষাৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

ব্রাহ্ম-সমাজের বয়ঃক্রম আর এক বৎসর বৃদ্ধি হইল। অদ্য ত্রয়োবিংশ সাষাৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ। যিনি আমারদের শ্রুতা, পাতা ও সর্বসুখদাতা, যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর স্বরূপ, আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর মন, যাঁহার প্রসাদে বল বুদ্ধি, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম রূপ রমণীয় রত্ন লাভ করিয়াছি, অদ্য তাঁহারই আরাধনার্থে এখানে একত্র হইয়াছি। আমরা তাঁহারই অধীন, তাঁহারই আশ্রিত ও তিনিই আমারদের আশ্রয়।

আমরা সেই রাজাধিরাজ মহারাজের রাজনিয়মের অমু-বর্ত্তি হইয়া নির্ভয়ে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছি, সেই পরাৎপর পরম পিতার স্নেহ লাভ করিয়া অতি বস্ত্রে প্রতি-পালিত হইতেছি, সেই পরম বন্ধুর প্রীতি রত্ন লাভ করিয়া আনন্দ রূপ অমৃত রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তিনি আমারদের পিতা, প্রভু, রাজা ও সূহৃৎ।—তিনি আমারদের চিরকালের পরম করুণাময় আশ্রয়। আমরা তাঁহার অবিচলিত কারুণ্য স্বরূপে স্থির-নিশ্চয় হইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। তাঁহার অখণ্ড অমুশতি অমুসারে, সূর্য্য অহরহ উদয় হইয়া আমারদিগকে প্রতি দিন পুনর্জীবন প্রদান করিতেছে, বায়ু সতত

সঞ্চালিত হইয়া আমারদিগকে প্রতি নিমেষে প্রাণ দান করিতেছে, মাতৃবৎ প্রতি পালিকা পৃথিবী অপৰ্যাপ্ত শস্য, ফল, মূল্যাদি উৎপাদন করিয়া আমারদিগকে প্রতি দিবস পালন করিতেছেন, পরম রমণীয় পুষ্প সমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়া বিচিত্র শোভা প্রকাশ ও মনোহর সৌরভ বিস্তার পূর্বক আমারদিগকে সুখ-সরোবরে অবগাহন করাইতেছে, পর-দুঃখহারী পরপোকারী কারুণ্য-স্বভাব মনুষ্যদিগের হৃদয়-নিকেতনে কারুণ্য-রস প্রকটিত হইয়া আমারদের দুঃখানল নির্বাপন করিতেছে। আমরা যাহা হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। তিনি আমারদের সর্ব সম্পদের আশ্রয়। সমস্ত দিবার সমস্ত জ্যোতি যেমন এক মাত্র জ্যোতিঃ-সিন্ধু স্বরূপ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, সেই রূপ আমারদের সমস্ত সুখ সৌভাগ্য এক মাত্র অগাধ আনন্দ-সাগর স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি আমারদের ইহ কালের গতি ; তিনি পরকালের গতি ; তিনি আমারদের চরম গতি।

যাঁহার সহিত আমারদের এ রূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ নিবন্ধ রহিয়াছে, তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত সহ-বাস করা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে ? তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও প্রীতি করা কর্তব্য, তাহা কি বাক্যে বলিয়া নির্বচন করা যায়, ? যে পরমেশ্বর-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কোন দুর্কাময় প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে বা কোন পরম রমণীয় সুপরিষ্কৃত পুষ্প কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে, অথবা কোন পরমার্থ বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে করিতে, মঙ্গলাকর বিশ্বকর্তার কোন অপূর্ব কৌশল সহসা প্রতীতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-নীরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই সে অনির্বচনীয় প্রীতিরসের কিছু কিছু আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার পরম পরিশুদ্ধ প্রীতি-রস পান অভ্যাস করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্তব্য।

যদি কোন প্রণয়াল্পদ মনুষ্যের সহিত সহবাস করা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের সহিত সহবাস করা কি পর্যন্ত প্রার্থনীয় ! তাঁহার সঙ্গ লাভার্থে কোন দূরবর্তি

দেশে গমন করিতে হয় না। তিনি সর্ব জীবের সঙ্গে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, কেবল স্পর্শ প্রতীতি করিতে পারিলেই তাঁহার সহিত সহবাস করা হয়। আপনাকে নিতান্ত অনাগতি ও পরাৎপর পরম পিতাকে আপনার অদ্বিতীয়, সহায় ও করুণাময় আশ্রয় জ্ঞান করিয়া এবং পবিত্র অন্তঃকরণে তাঁহাকে সর্বদা প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত প্রীতি প্রকাশ করাই তাঁহার সহিত সহবাস। তাঁহার সহিত এই রূপ সহবাস করাই ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য। যে রূপ সাধন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই তাঁহারদের কর্তব্য।

তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের এক মাত্র উপায়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধাও অভ্যাস সাপেক্ষ। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বিদ্যা, শিল্প-কর্ম, * বিষয়-কার্য এ সমুদায় যে অভ্যাস-সাক্ষেপ ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রীতি ও শ্রদ্ধাও যে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, ইহা অনেকে বিবেচনা করেন না। কিন্তু যেমন চালনা না করিলে, শরীরও সবল হয় না, এবং বুদ্ধিও পরিবর্দ্ধিত হয় না, সেই রূপ প্রীতি ও ভক্তিও চালনা না করিলে বৃদ্ধি হয় না। শরীরের যে অঙ্গ চালনা না করা যায়, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া আইসে, সেই রূপ মনেরও যে বৃত্তি পরিচালিত না হয়, তাহাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। ধর্মাচলের এক স্থানে স্থির থাকিবার উপায় নাই; হয়, উর্দ্ধগামী, নয়, অধোগামী হইতে হয়। উর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা না করিলে অবশ্যই অধোগামী হইতে হয়।—ফলতঃ অপার-মহিমার্ণব, সর্ব-গুণালয়, সকল মঙ্গলাস্পদ, পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে অভ্যাস করা এমন কঠিন কর্মই বা কি? তাঁহার অনন্ত গুণ, অসীম মহিমা ও অশেষ কুশলাভিপ্রায় পর্যালোচনা করিলে, কাহার পাষণ্ডময় হৃদয়ে প্রীতি-রসের সঞ্চার না হয়? আমরা যখন যে দিকে নেত্র পাত করি, তখনই তাঁহার অতি প্রগাঢ় অনির্করণীয় জ্ঞান এবং অপার উদার্য্য ও কারুণ্য-স্বরূপের কোটি কোটি নিদর্শন দেখিতে পাই। আমরা কীর্তিকুশল মনুষ্যদিগের

যে সকল মহৎ কার্য পর্যালোচনা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকি, বিশ্ব-কর্মা বিশ্বাধিপতির বিশ্ব-কার্যের তুলনায় সে সমুদায় কিছুই নহে। অতি সূক্ষ্ম শ্যামবর্ণ দুর্কীদল অবধি উজ্জ্বল নীলবর্ণ গগন মণ্ডল পর্যন্ত সমস্ত বস্তুই সেই মহামাহিমা-র্গব মহেশ্বরের অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। অসীম-প্রায় প্রশস্ত মহাসাগর, অতুল্যত বনাকীর্ণ গিরি-প্রস্থ, শত-পদ-বিশিষ্ট সহস্র-শাখ বটবৃক্ষ, দিবাকরের উদয়াস্ত কালের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, সূধাকর প্রাচ্যের পরম রমণীয় অনির্বচনীয় শোভা এ সমুদায় অবলোকন ও স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেম-নীরে নিমগ্ন না হয়? তিনি আমারদিগকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিয়া কত জ্ঞানই প্রদর্শন করিয়াছেন! স্কুমার স্নেহ-বৃত্তি ও বিশুদ্ধ কারুণ্য-স্বভাব সৃষ্টি করিয়া কত স্নেহ ও কত করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন! আমারদিগকে ন্যায্যন্যায় নিরূপণে ঋমর্থ করিয়া কি আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিতা গুণই প্রচার করিয়াছেন! চক্ষুঃ এক এক নিমিষে তাঁহার কত মহিমাই প্রত্যক্ষ করিতেছে! আমারদের প্রতিবারের নিশ্বাস-ক্রিয়া তাঁহার কত স্নেহই প্রকাশ করিতেছে! প্রাণস্বরূপ সমীরণের এক এক হিলোল তাঁহার কত করুণাই প্রদর্শন করিতেছে! হে জগদীশ! যে স্থানে যে পদার্থ অবলোকন করি, তাতাই তোমার করুণারসে অভিষিক্ত দেখি। যে স্থানে গমন করি, সেই স্থানেই তোমাকে প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। যদি পর্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ। যদি গভীর গহ্বরে প্রবেশ করি, সেখানেও তুমি বিরাজ করিতেছ। মহাসাগরকে সম্মুখবর্ত্তি করিয়া তনীয় তটেই দণ্ডায়মান হই, আর নদী তীরস্থ প্রশস্ত-শাখ বৃক্ষ-ছায়াতেই বা শয়ান থাকি, সর্বত্রই তুমি রাজত্ব করিতেছ। তোমার জ্ঞানময় নেত্র অন্ধকারকেও জ্যোতির ন্যায় দর্শন করিতেছে। তোমার পক্ষে তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকার ও মধ্যাহ্ন কালের স্তম্ভিত দিবালোক উভয়ই তুল্য। এই অথও ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু নিয়ত তোমার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই রূপে পরম করুণাকর পরমেশ্বরের অনুপম গুণ সমুদায় অহরহ পর্যালোচনা করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি আপনা হইতেই প্রকটিত হইতে থাকে। তখন তাঁহার গুণ কীর্তন করিয়া যেমন বিশুদ্ধ সুখ সন্তোষ করা যায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তখন তাঁহার প্রীতি, তাঁহার প্রসন্নতা ও তাঁহার সহবাস লাভই সকল কৰ্মের উদ্দেশ্য থাকে। যে বিষয়ের সহিত তাঁহার সংস্রব নাই, তাহাতে আর কোন ক্রমেই পরিতোষ জন্মে না। কিন্তু অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ না করিলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অপরাধী প্রজা যেমন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শঙ্কিত হয়, সেই রূপ পাপাসক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিতে ভীত ও অসমর্থ হয়। অতএব, অন্তঃকরণকে পরমেশ্বরের প্রেম-রাগে রঞ্জিত করিবার পূর্বে তাঁহার পাপ রূপ ধূলিকণা সকল প্রক্ষালন করা কর্তব্য।

প্রিয় জনের প্রিয় কার্য ও তাঁহার প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না; অতএব বিশ্ব-পতির অখিল বিশ্বের প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্বক সর্ব জীবের শুভ চিন্তা করা বিধেয়। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার প্রীতি-ভাজন। সকল জীবই তাঁহার স্নেহাস্পদ। অতএব তিনি যেমন নিরঙ্কপ ভাবে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্ব-রাজ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার নাথকদিগেরও সেই রূপ তাঁহার আচ্ছাবহ হইয়া সর্বসাধারণের শুভানুষ্ঠান করা কর্তব্য। তাঁহার কার্যকে আমাদের কার্যের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এবং আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অন্তর্গত করিয়া তাঁহার অতিপ্রায় সম্পাদনে সর্বদা রত থাকা উচিত। যে ব্যক্তি তাঁহার অতিপ্রায় সম্পাদন করিতে পারিলেই প্রফুল্ল থাকে, এবং অনন্ত-যত্ন হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথেই প্রতিক্রম ভ্রমণ করে, সেই ব্যক্তিই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অধিকারী হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে। “তিনি আমাদের সুখ নদীর প্রস্রবণ।” তিনি আমাদের সৌভাগ্য তরুর এক মাত্র মূল স্বরূপ। নদী কি কখন প্রস্রবণ হইতে পৃথক হইয়া প্রবাহিত

হইতে পারে? না বৃক্ষ কদাপি মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্জিত হইতে পারে? অতএব, তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমারদের ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই আমারদের এ জীবনের এক মাত্র কার্য। সকল জীবে দয়া করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। পরস্পর ন্যায়াভুগত ব্যবহার করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। যত্ন পূর্বক পরিবার প্রতিপালন করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। বিদ্যালুশীলন পূর্বক বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও উন্নত করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনের বৃত্তি সকল ক্ষুণ্ণিত পায় না, মনের ক্ষুণ্ণিত না হইলে জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি হয় না, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি না হইলে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় না, অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ না হইলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি সকল জীবের সুখ সাধনার্থে যাবতীয় আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, সমুদায় পালন করা কর্তব্য; মানব জন্ম সার্থক করিবার আর উপায়ান্তর নাই। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়ম সমুদায় প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবে, ততই নির্মল আনন্দ অল্পভূত হইয়া তাঁহার করুণাময় বিশুদ্ধ স্বরূপে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে, এবং ততই তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইবে।

যাঁহারদের ধর্মে অনুরক্তি ও পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা যে একেবারেই এই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কুসঙ্গ পরিত্যাগ, সাধু সঙ্গ অবলম্বন, পরমেশ্বরের বিষয়ক ও ধর্ম বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও পুস্তক অধ্যয়ন, অহরহ তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রিয় কার্য সম্পাদন ইত্যাদি সাধন সকল যত্ন পূর্বক অভ্যাস করা তাঁহারদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। যে সকল বৃত্তি চালনা করিতে অভ্যাস করিবে, তাহাই প্রবল হইবে। অভ্যাস না করিলে, শরীরও সবল হয় না, বুদ্ধিও প্রখর হয় না, ধর্মও উন্নত না। কুমংসর্গে থাকিয়া ও অশীল বচন শ্রবণ করিয়া যাঁহারদের মনের গ্লানি উপস্থিত না হয়,

তীহারদের অন্তঃকরণ অদ্যাপি অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছে। অদ্যাপি তীহারদের অবশ চিত্ত পাপ-পিশাচের হস্ত হইতে মুক্ত হয় নাই, এবং জ্ঞান ও ধর্ম অদ্যাপি তীহারদের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই,—রিপুগণ অদ্যাপি তীহারদের চিত্ত-ভূমিতে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। যে ব্যক্তি স্ননির্মল বায়ু-সেবিত স্নপরিষ্কৃত পুষ্প-কাননে সর্বদা অবস্থিত করে, তাহার যেমন ন্যাকার জনক, দুর্গন্ধময়, গোপালায়ে অবস্থিতি করিতে ঘৃণা উপস্থিত হয়, কুকর্ম-পরায়ণ কদাচারি ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকিলে, পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যশীল সাধু-ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ সেই রূপ অশ্রম হইয়া থাকে। যিনি পুণ্য-নদীর পবিত্র প্রবাহে শরীর সন্তারিত করিয়াছেন, তিনি অধর্ম রূপ দুর্গন্ধময় মলিন জলের সংস্পর্শ পর্যন্ত ঘৃণা করেন। কুলোকেব সংসর্গ করিয়া যীহার মন তুষ্ট থাকে, তিনি কদাপি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের সহবাসের যোগ্য নহেন। তীহার অপরিপুষ্ট অন্তঃকরণ কদাপি পরম পরিপুষ্ট পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সিংহাসন হইবার উপযুক্ত নহে।

কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলে কেবল উপদেশ শ্রবণে কি হইবে? যে বালকের বিদ্যা লাভে অমুরাগ নাই, সে যেমন কদাপি স্নশিক্ষিত হইতে পারে না, সেই রূপ যীহার অধর্মে বিরক্তি ও ধর্মে অমুরক্তি হয় নাই, সে কদাপি ধর্ম রূপ মহারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যীহার ধর্ম লাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তীহার আর কি অবশিষ্ট আছে? তিনি আপনার অনিবার্য ইচ্ছা বলে তদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ করিতে যত্ন-বান্ হন, এবং তদ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য হইতে থাকেন। কিন্তু যীহার ইচ্ছা নাই, তীহার হৃদয় বালুকাময় মরুভূমি তুলা। তিনি এই পবিত্র সমাজে উপবিষ্ট হইয়াও নির্জন বনবাসী সদৃশ এবং বারম্বার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও বধীর তুলা। কিন্তু একেবারেই যে সকলের একান্ত অমুরাগ উৎপন্ন হয় এমত নহে। যেমন বালকগণ কিছু দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে বিদ্যারসের স্বাদগ্রহে সমর্থ হয়, সেই রূপ অনেকে পুনঃ পুনঃ পরমার্থ বিষয়ক

উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতেও পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রীতি-রস পানে অল্পরক্ত হইতে পারেন। অতএব বারম্বার সাধুসঙ্গ করা এবং যে স্থলে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও গুণ কীর্তন হয়, সে স্থলে সর্বদা গমন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক। এক এক রোগের নানা ঔষধ আছে, কাহার কোন অবস্থায় কোন ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ হইবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? পুনঃ পুনঃ পরমার্থ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে কোন না কোন সাধু-বাক্য হৃদয়মঙ্গ হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারে। তখন তাঁহার গুণাল্লীকীর্ণন শ্রবণে অমুরাগ জন্মে, তাঁহাকেই এক মাত্র আশ্রয় জানিয়া নির্ভয় হৃদয়ে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথ অবলম্বনে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার সহবাস লাভের বাসনা উদয় হইয়া অন্তঃকরণকে তদমুরূপ পবিত্র রাখিতে যত্ন হয়।

ব্রাহ্মদিগের-উপাসনা-স্থান যে এই পরম পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা এ প্রকার বাসনা ও উৎসাহ উদয় হইবার প্রধান স্থান। ব্রাহ্মেরা এখানে একত্র সমাগত হইয়া সর্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হন, এবং তদূর্থে কত কত অন্য ব্যক্তিরও ইহাতে অমুরাগ ও প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই সকল পরম কল্যাণ সাধনার্থেই এই সমাজ এই ১১ মাঘে এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধ ধর্মে এতদেশীয় লোকের অমুরাগ উৎপন্ন হইলেই, সমাজ সংস্থাপক মহামুভাব পুরুষের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। যিনি এমন মহোপকারী মহা সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং এই পরম পরিশুদ্ধ ধর্ম প্রচারার্থে সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন ও তন্নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে স্মরণ হইলে কাহার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্জ না হয়?—অদ্য রামমোহন রায়ের নাম উচ্চারণ না করিয়া এবং অজ্ঞান বদনে মুক্তকণ্ঠে বারম্বার তাঁহার সাধুবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। আমরা তাঁহার নিকট যেরূপ ঋণ-পাশে বদ্ধ রহিয়াছি, তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক তাঁহার অতীর্ষ

কার্য সাধনই সে ক্ষণ পরিশোধের অস্থিতীয় উপায়। এ ক্ষণে, তাঁহার অভিলষিত ব্রাহ্ম-ধর্মের অক্ষুর যে নানা স্থানে রোপিত হইতেছে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র সমাজের অমুরূপ অল্প অল্প সমাজ নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বর্ধমান, অম্বিকা, কৃষ্ণনগর, ভবানীপুর, মেদিনীপুর, ও জগদলে যে এই রূপ পুণ্যধাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং অল্পত্র হইবারও জল্পনা হইতেছে, ইহা ব্রাহ্মদিগের অপার আনন্দের বিষয়। এই সকল শুভলক্ষণ সন্দর্শন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ আশা ও ভরসায় পূর্ণ হইতেছে এবং উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। হে পরমাত্মন! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে, যে তখন আমাদের দেশ এই রূপ পুণ্য-ধামে পরিপূর্ণ হইবেক, আমাদের আত্মীয়, স্বজন বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসি সকলে আমাদের সহিত সন্মিলিত হইয়া তোমার আনাধনায় প্রবৃত্ত ও অমুরক্ত হইবে, এবং এ দেশের সকল ভাগে, সকল নগরে, সকল গ্রামে, বর্ষে-বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিবসে দিবসে তোমার অপার মহিমা বর্ণিত ও তোমার অমুপম গুণাম্বুকীর্তন কীর্তিত হইবে;— হে পরমাত্মন! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে!

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৪ শক ।

সাংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

ধন্য পরমেশ্বর! যে আমি পুনরায় সাংসর পরে এই সাংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজে সমাগত হইয়া তাঁহার অপার গুণাম্বুবাদ শ্রবণ মননে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ধন্য সেই বিবিধ বিদ্যা বিশারদ জনপদ-হিতৈষী দূরদর্শী বিচক্ষণ মহদ্ ব্যক্তি! যিনি এ প্রদেশে জ্ঞানাম্বুকুল ক্রিয়ামুষ্ঠানের অভ্যন্তর অনাদর

দর্শনে মনে ক্লেশ ভাবিয়া তৎ প্রতীকারার্থ অর্থ ও সামর্থ দ্বারা
 দিগ্ দেশান্তর হইতে জ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থ সংকলন পূর্বক
 এতদ্দেশে পরম সত্য ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের সুত্র পাত করিয়াছেন,
 এবং তন্মত-বিরোধি প্রবল শত্রু দলকে আপনার আশ্চর্য্য বুদ্ধি
 বলে পরাভব করিয়া, সর্বসাধারণ কলাগ-প্রদ এই ব্রাহ্ম-সমাজ
 সংস্থাপন পূর্বক আমারদিগের পরম উপকার করিয়াছেন। ধন্য
 সেই তৎকালবর্ত্তী গুণিগণাগ্রগণ্য পরম মান্য সুধীর ! যিনি
 বহু কালাবধি এই সমাজের আচার্য্য পদারূঢ় হইয়া জন সমূহের
 মনঃক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের ভক্তি বীজ বপন
 করিয়া উক্ত মহাজনের মহদভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। ধন্য সেই
 পরম সরল সত্য ব্রত সাধু বন্ধু ! যিনি মধ্যে এই সমাজের অভ্যন্ত
 অবসাম্ভাবস্থায় স্বীয় যত্ন দ্বারা তৎকারণ নিরাকারণ করিয়া
 সমাজের ক্রমশ উন্নতি বুদ্ধি দ্বারা আমারদিগের সর্বোৎকৃষ্ট
 ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। এ ক্ষণে যে এই সমাজের পূর্বা-
 হ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান হইয়াছে, ইতস্তত নেত্র পাত
 মাত্রেই তাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এতদ্দেশে অনেকে
 ব্রাহ্ম ধর্মাচরণে যত্নবান হইয়া পরমোৎসাহ প্রকাশ করিতে-
 ছেন। অধিকা কালনা, জগদল, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর,
 ভবানীপুর, এই সকল স্থানে এতদ্রূপ সমাজ সংস্থাপন করিয়া
 লোক সকল ঈশ্বরোপাসনায় মনকে পরিভূক্ত করিতেছেন।
 আহা ! সত্যের কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! আমারদিগের এই সত্যতন
 ব্রাহ্ম-ধর্ম; এ প্রদেশীয় প্রচলিত প্রথাভ্রুগত নানা কুসংস্কারাবিষ্ট
 শত্রু সমূহের বিদ্বेषাদি বিষম বিষময় বাণ প্রতিক্ষণ সহ্য করিয়াও
 সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রকাশের ম্যায় সর্বোপরি পরিভূক্তরূপে
 প্রকাশ পাইতেছেন। এই পরম ধর্মকে সঙ্কল্পিসম্পন্ন সুবিভক্ত
 পণ্ডিতগণ ধর্মার্থ কাম মোক্ষ রূপ সুচারু চতুর্ভঙ্গ রসাল ফল
 শোভিত সুরমা কল্পতরু স্বরূপ জানিয়া সাংসারিক পথ প্রাপ্তি
 শাস্তির কারণ তদাশ্রয় অবলম্বন পূর্বক চরিতার্থ হইতেছেন।
 অতএব, হে প্রিয়তম সুহৃদগণ ! নিতান্ত মিকৃষ্ট ইঞ্জিয়াসুস্থল
 ব্যাপারে নিমগ্ন-চিত্ত না হইয়া সর্ব-সুখ-সম্পাদক এই সাধু ধর্ম

সাধনে এবং সাধায়াসুসারে ইহার উন্নতি কল্পে সাহায্য কর, বন্দ্যায়। এই পবিত্র সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া জ্ঞান দান দ্বারা সর্ব সাধারণের পরম সুখ বিধানে সমর্থ হইতে পারেন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৫ শক।

সাষৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

অদ্য আমারদের চতুর্বিংশ সাষৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। অদ্য ব্রাহ্মদিগের প্রবল উৎসাহ ও অল্পপম উৎসবের দিবস। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অজ্ঞানের প্রভাব ও অধর্মের পরাক্রম এ প্রকার প্রবল, যে তাহা স্মরণ হইলে, আমারদের এই মহোৎসবও জ্ঞান হইতে থাকে। একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া চতুর্দিক অবলোকন করিলে, জনসমাজ ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাবেই পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। তাহার এ প্রকার বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে, যে এতদেশীয় লোকসমাজকে সমাজ বলিয়া উল্লেখ করা কর্তব্য কি না সন্দেহ। যদি ঐক্য-বন্ধন জনসমাজ সংস্থাপনের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ভারতবর্ষীয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়, লোকদিগকে ঐ আখ্যা প্রদান করিতে পারেন? এ দেশ বিদ্রোহ রূপ বিষম বিষে জর্জরীভূত রহিয়াছে। স্বজাতীয় ধর্ম অবধি দস্যুদিগের দস্যুতা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই কেবল দ্বेष ও হিংসা প্রকাশ করিতেছে। যেখানে প্রণয়ময় উদ্ধাহ-বন্ধন কলহ সঞ্চারের সুলীভূত ও সুধাময় জাত-সম্পর্ক জাত-বিরোধের নিদানভূত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ধর্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতাপুত্র বিচ্ছেদ ঘটয়াছে, সেখানে আর কোন বিষয়ে তর্জহতা থাকিতে পারে? যে দিকে যে বিষয়ে নেত্রপাত করা যায়, তাহাতেই দারুণ দুঃখ-পারাবার উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া উঠে। কি শারীরিক কি মানসিক অবস্থা, কি গৃহ-ধর্ম কি সামাজিক ব্যবস্থা, এ দেশ

সম্পর্কীয় সকল ব্যাপারই করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের স্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। প্রাচীনেরা তাহারদিগকে গৃহের শ্রী স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহারদিগের অজ্ঞানাবৃত চিত্ত-ভুমিতে যখন অশেষ দোষাকর কুসংস্কার রূপ বিষ-বুদ্ধ সকল বদ্ধমূল হইয়া গরলময় ফল উৎপাদন করিতেছে, তখন আর তাহারদের শ্রী কোথায় রহিল? তাহারাই যদি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাধরী না হইল, মনঃকল্লিত কাল্পনিক ধর্ম-রূপে নিমগ্ন থাকিল, বিবিধ প্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিয়া অমানববৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত রহিল, তবে কি রূপেই বা আমারদের সাংসারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে?—কি রূপেই বা আমারদের বাস-গৃহ সুখ ও শান্তির আধার হইবে? তাহারদের স্বভাব-দোষে আমারদের সম্বানগণের সংপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন হইয়াছে। তাহারি না আপনার, না আপন সম্বান সম্বতির, না আত্মীয় স্বজনেরই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে সমর্থ। অজ্ঞান তাহারদের সকল রোগের মূলীভূত রোগ। এতদ্দেশে সম্পত্তির অপ্রণয় ও কলহ ঘটনার যে অশেষ প্রকার কারণ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান বিষয়ে তারতম্য ও ধর্ম বিষয়ে বিভিন্নতা এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অদূর-দর্শিনী বিদ্যাহীন অবলার সহিত দীর্ঘদর্শী, উদার-স্বভাব, বিদ্যাবান পতির পাণিগ্রহণ হওয়া যে রূপ যন্ত্রণার বিষয়, তাহা অনেকে-রই বিদিত আছে। সে দুঃসহ যন্ত্রণা উক্তও অজ্ঞার স্বরূপ হইয়া অনেকের অন্তঃকরণ অহর্নিশ দক্ষ করিতেছে। বিদ্যাবান পতি নিভা সূতন জ্ঞান-গিরি আরোহণ করিয়া যে সমস্ত অপূর্ক ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, তাহার মুখ স্ত্রী তাহার কিছুই তবগত নহে। তিনি তাহার নিকট যৎসামান্য বৈষয়িক ব্যাপার এবং ইতর ইন্দ্রিয়-সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কোন কথাই উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি অবনিমগ্নে জ্ঞান প্রচার, ধর্ম বিস্তার, সাংসারিক রীতি নীতি সংশোধন, রাজ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ইত্যাদি প্রধান প্রধান শুভকর প্রস্তাব পর্যালোচনার অধুরক্ত ও তৎসম্পাদনে যত্নবান থাকেন, তাহার অবিগুহ-

বুদ্ধি বিমোহীনা ভার্য্যা সে সকল বিষয়ে অমুকুলতা করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমাদের গৃহ ছায়াতপে বিচ্ছিন্ন; এক ভাগে উজ্জ্বল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ, অন্য ভাগে অজ্ঞান রূপ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।— হে পরমাত্মন! এক্ষণ বিষম বৈষম্য কি রূপে কত দিনে দুরীকৃত হইবে, তুমিই জান।

দম্পতি সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, উদ্ধাহের বিষয় সর্বত্রই স্বভাবতঃ উদ্বোধিত হইয়া উঠে। এ বিষয়ের তথ্যাসম-
জ্ঞানার্থ এক বার চতুর্দিকে নেত্রপাত করিলে, কত যুক্তি-বিরুদ্ধ, ধর্ম-বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক ব্যাপারই দৃষ্ট হইতে থাকে। কোন স্থানে দেখিবেন, পিতা আপনার সদসদ্-বিবেচনা-বর্জিতা, সপ্তম বর্ষীয়া, বালিকা কন্যাকে কোন অপরিজ্ঞাত, ছুর্কিনীত, অকৃতী পাত্রের হস্তে জন্মের মত সমর্পণ করিতেছেন। কোথাও বা কোন অবোধ বালকের জনক তাহাকে উদ্ধাহ রূপ অভেদা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহার আশুভঙ্গুর স্নকুমার স্কন্ধে দুর্কহ লৌল-ভার স্থাপন করিতেছেন। কোথাও বা কোন বিবাহ-প্রিয়, অদূরদর্শী, নিরোধ দরিদ্র পূর্বপুরুষ-প্রদত্ত ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয় পূর্বক উদ্ধাহ বিঘ্ন ক্রয় করিয়া অবিলম্বে মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। কোথাও দেখিবেন, কোন নিঘৃণ, নির্লজ্জ পুরুষ উদ্ধাহ রূপ উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া পরম পবিত্র পাণিগ্রহণ ধর্মে কলঙ্ক রোপণ করিতেছে, এবং সহসা কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিয়া একেবারে কত স্ত্রীকে বিষম বৈধব্য দশায় অবতীর্ণ করিতেছে। যে দেশে অধর্ম ধর্ম-বেশ ধারণ করিয়াছে এবং ধর্ম পাপের উপক্রম-ভয়ে স্তান ও প্রাক্কমবৎ হইয়াছেন, সে দেশ যে একেবারে উচ্ছিন্ন যায় নাই, এই অশ্চর্য্য। আমরা যে এই সমুদায় কুরীতি-পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছি না, ইহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া জীবন হরণ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতা পুত্র বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। জনক জননীর অতি প্রজ্জ্বল পরম পুত্র-

নীয় পদার্থও সুপণ্ডিত পুস্তকের অবজ্ঞা ও অনাদররে আত্মসম্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। পিতা যে যুগ্মীয় প্রতিমূর্ত্তি সমীপে গল-লগ্নী কৃত বস্ত্রে কৃতাজলী পুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভদ্রাত চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, পুত্র ধরাডলস্থ স্তুতিকার সহিত তাঁহার অবি-শেষ জানিয়া অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতেছে। পিতা হীন-বর্ণোদ্ভব পরমাত্মীয় মিত্রেরও স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন না, পুত্র স্নেহেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া তাঁহার মনঃপীড়া উৎপাদন করিতেছেন। এ ক্ষণকার বিদ্যাবান্ যুবকেরা আপনার উপা-র্জিত জ্ঞান-প্রভাবে যে সমস্ত বিষয় অপ্রমাণিক অলীক বলিয়া জানিতেছেন, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, প্রামা-ণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু অনেকের বিদ্যা-বুদ্ধি যে সমানরূপ শুভ ফল উৎপন্ন হয় নাই ইহাই অভ্যস্ত আক্ষেপের বিষয়। কেহ কেহ এই রূপ অবধারণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ কোন প্রকার ধর্ম্মব-ন্ধনে বদ্ধ থাকা বিধেয় ও আবশ্যিক নহে; সুতরাং তাঁহারদের মতে, সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ পরম সত্য ধর্ম্মও অবলম্বন ও প্রচার করা কর্তব্য নহে। যিনি আমা-রদের সকলের অষ্টা, পাতা ও সর্ব-সুখ-প্রদাতা—যিনি আমার-দের সকলের পিতা, মাতা, প্রভু ও সুস্থং,—যিনি আমাদের বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্ম সকল সঙ্গলের মূলীভূত অদ্বিতীয় কারণ, সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা ও ভক্তিরসান্তিষিক্ত চিত্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁহারদের মতে কর্তব্য নহে। তাঁহারা ধর্ম্ম শাসন ব্যতিরেকেই উত্তমাধন মধ্যম সকল লোককে সুশীল ও সুনীতি-পরায়ণ করিবেন—সেতু বন্ধন ব্যতিরেকেই নদীর প্রবাহ রোধ করিবেন, এই রূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। আহা! কত সুশিক্ষিত সদ্ধিদ্ধান ব্যক্তি আমাদের অষ্টা, ও পাতার সত্তা পক্ষান্ত প্রতীতি করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহারদের অন্তঃ-করণের প্রত্যেক বৃত্তি, শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিষ্মু এবং বাহ্য বস্তুর প্রত্যেক পরমাণু বাঁহাকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতেছে, তাঁহাকে তাঁহারা দেখিতে পান না! হে জগদীশ! তাঁহারদের এবিধ বিবম বিভ্রম না কেন ঘটিল!—আবার কত শত সদ্ধিদ্যা-

শালী শিক্ষিত ব্যক্তি সভ্যতাভিমাত্রীতির জাতির পানদোষ রূপ বিষম পাপের অমুকরণ করিয়া স্বোপার্জিত সমুদায় বিদ্যা ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছেন। তদ্বারা যে সমস্ত নিভান্ত ঘৃহ-স্বভাব শান্ত-প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটয়াছে, তাহা স্বরণ হইলে বোধ হয়, সুরা রূপ সাংঘাতিক বিষ তুবারশিলাকে তপ্তাঙ্গার ও অমৃত-ভাণ্ডকে বিষ-ভাণ্ড করিতে পারে।

অন্য বিষয়ের আর কি প্রশঙ্গ করিব ? অন্য মহলামঙ্গলের কথা দূরে থাকুক, অপর সাধারণ সকলে যে বিষয়কে নিভান্ত স্বার্থকর বলিয়া জানে, এতদেশীয় লোকে তাহারও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। অর্থ সকলেরই স্পৃহণীয়, কিন্তু কিরূপ উপজীবিকা অবলম্বন করিলে, যথেষ্ট অর্থ লাভ হইয়া আপনার মান, সম্মান ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা পাইয়া গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা তাহার মর্মান্ববোধে সমর্থ নহেন। তাঁহারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-সাধক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রধান ব্যবসায় সমুদায় অতি হেয় অপকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করেন।—তাঁহারা কেবল পরের দাগত্ব স্বীকারই সূচাররূপে শিক্ষা করিয়াছেন। লিপিকর-ব্যবসায় তাঁহাদের পক্ষে পরম পূজনীয় কর্ম্ম-সেবনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হায় ! কি লজ্জার বিষয় ! ঊনবিংশতি শতাব্দী পূর্বে এক মহাকবি এতদেশীয় চূর্তাগা লোকদিগকে “আপাদ-প্রদ্বপ্রণতাঃ” অর্থাৎ পদাবনত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কালিদাসের স্বভাব-বর্ণন-শক্তি কি আশ্চর্য্য ! আমাদের প্রকৃতি জন্মাপি অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে।—হে ভাগ্য ! আমাদের এ কলঙ্ক কি কোন কালে অপনীত হইবার নহে ? স্বাধীনতা ! তুমি কি আমাদের অর্জনা আর কখনই গ্রহণ করিবে না ?

আমরা কি করিতেছি ! এ দেশের চুঃখের বিষয় এক রজা নীতে গণনা ও বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে ? কি গৃহ-ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি ধর্ম্ম-প্রণালী, কি বৈষয়িক অবস্থা কি রাজ-ব্যবস্থা, কোন বিষয়েই নেত্র পাত করিয়া তুষ্ট হওয়া যায় না। আমরা স্বকীয় কর্ম্ম-ফলে চুঃখানলে অহরহঃ মগ্ন হইতেছি ; আমরা রাজ্যাধিপতির। তাহাতে করুণা রূপ বারি

সেচন না করিয়া অনবরতই আছতি প্রদান করিতেছেন। তাঁহার। স্বার্থ-সলিলে প্রজার কল্যাণ বিসর্জন দিয়াছেন,—লোভের খর্পরে দয়াকে বলিদান করিয়াছেন ।

হা ধর্ম! তুমি কোথায় আছ! তুমি হিন্দু জাতির জীবন বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলে। তুমি প্রচ্ছন্ন হওয়াতে, ভারত-ভূমি মুহূর্ত্ত অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছেন। জননী জন্ম ভূমির সাতিশয় শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। পাপের প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। মনের কি আশ্চর্য স্বভাব! যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তিনি পশ্চাত্তামিনী পাপ-পিশাচীর উপদ্রবে কল্পমানা ও দীনতাবাপন্ন হইয়া অতি মলিন বেশে, স্নান বদনে, ধর্ম সন্নিধানে “জাহি জাহি” বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। কি উপায়ে কি রূপে তাঁহার এই অশেষ রোগের শাস্তি হইবে, কে বলিতে পারে?—এক উপায় আছে; যখন গ্রীষ্ম অতিমাত্র প্রবল হইয়া অসহ্য-প্রায় হয়, তখন অবশ্যই বারি বর্ষণ হইয়া তাহার শাস্তি করে। পূর্ব কালে যখন ফরাসিসদেহ-বাসী গাল নামক প্রসিদ্ধ লোকেরা স্বদেশ হইতে রোমকদিগকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজ্য সংস্থাপন করিলেক, তখন স্বজাতির শুভোন্নতি আশয়ে আপনাদের মুদ্রার উপর একটি অতি মনোহর ভাবার্থ-স্ফুটিত শব্দ মুদ্রিত করিয়াছিল,—সে শব্দের অর্থ ‘আশা’। জগদীশ্বরের জগৎ কখনও উচ্ছিন্ন হাইবার নহে,—চরমে পরম মঙ্গল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; এই আশা-বলি অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি। এই আশা-বৃক্ষ ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। আমারদের ব্রাহ্ম-ধর্ম সকল রোগের মহৌষধ। ব্রাহ্ম-ধর্মের রমণীয় জ্যোতি সমাক্রু রূপে আবির্ভূত হইলে, পাপাকার অবশ্যই নিরাকৃত হইবে। পরমেশ্বরের পরিশুদ্ধ প্রীতি প্রতিষ্ঠাই ব্রাহ্ম-ধর্ম এবং নির্দল আনন্দ লাভ ইহার অবশ্যস্বভাবী স্বভাব-সিদ্ধ ফল। পরম পবিত্র প্রীতি পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চনা করা ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম-দিগের আর অস্ত্র ধর্ম নাই, তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন ব্যতির-

কেও তাঁহারদের আর অন্য কার্য্য নাই। তন্নিম্ন আর সকল ধর্ম্মই কাল্পনিক, আর সকল কার্য্যই অকার্য্য। সর্ব্ব-মঙ্গলা-কর পরমেশ্বর যে মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, তাহাই সাধন করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তিনি আমারদের মনোরূপ রত্ন খণিতে যে সকল জ্ঞান-রত্ন ও সুখ-রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা খনন করিয়া বহির্গত করা, এবং বিচিত্র বাহ্য বস্তুরে যে সকল কল্যাণ-বীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাহা আহরণ করিয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রয়োজন। বিশ্বপতির সৃষ্টিতীতি শারীরিক, মানসিক, ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পরিপালিত হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য এবং ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দ সম্পাদন করে, ইহাই এই পরম ধর্ম্ম প্রচারের অভিপ্রেত। আমারদের এই রমণীয় আশা দীর্ঘ আশা বটে, কিন্তু আমারদের আশা-বৃক্ষ আশা-প্রদাতা সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরমেশ্বরের কারুণ্য রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। অতএব, তাহা এক কালে অবশ্যই ফলবান হইবে, এবং ফলবান হইয়া অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শোভা প্রকাশ করিবে। তখন আমারদের ভারত-ভূমি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মনোহর জ্যোতিতে দীপ্তি পাইয়া সর্ব্বত্র সুরম্য সুখ-ব্যাপার প্রদর্শন করিবে। তখন গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও পরম মঙ্গলালয়ের গুণকীর্্তন রূপ মঙ্গল-ধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়া মানবগণের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল-প্রবাহ একত্র মিলিত করিবে;—তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের মঙ্গলময় নিয়ম-প্রণালী প্রচার পূর্ব্বক অস্তঃপুর পর্য্যন্ত সুনির্ম্মল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকিবে;—স্বদেশের গ্রাম ও নগর সমুদায় পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যানুকূল হইয়া প্রতি গৃহে সুস্থতা-সুখ সঞ্চার করিবে;—স্বদেশীয় লোক বল বীর্ঘ্য, বিদ্যা ধর্ম্ম, ও সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া মনুষ্য-সমাজে গণ্য ও মান্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও কাল্পনিক ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বর-প্রদর্শিত পবিত্র পথে

বিচরণ করিবে ও উদ্ধাহাদি গৃহধর্ম-প্রণালী পরিশোধন করিয়া স্বজাতীয় স্বভাবের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবে ।

এই সমুদায়ই ব্রাহ্মদিগের আশার বিষয় । আমরা করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া এই আশা অবলম্বন পূর্বক কার্য্য করিতেছি । যদিও এতাদৃশ দীর্ঘ আশা চরিতার্থ হওয়া এক্ষণে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নিয়মেরই এইরূপ উদ্দেশ্য । অথগু ভূমণ্ডলকে উল্লিখিত রূপ স্বর্গোপম সুখধাম করাই তাঁহার সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন । কোন অনির্দেশ্য কালে পূর্বোক্ত সমস্ত শুভকর ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, কে বলিতে পারে ? কিন্তু তৎ সমুদায় সাধন করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া আমারদের সকল কার্য্য নির্বাহ করা কর্তব্য ।

কোন অল্পপম আনন্দোৎসবে মগ্ন হইলে, সেই মহোৎসব-প্রযোজক মহাশয় ব্যক্তিকে স্মরণ না করিয়া আর কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকা যায় ? আমারদের যে সুদীর্ঘ আশা-বৃক্ষ এই প্রকার পরম শোভাকর সুগন্ধ পুষ্প-পুষ্পে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহার মূলীভূত মহাত্ম্য তাব মহাত্মাকে সক্রতজ ভক্তি-রসাতিসিক্ত চিত্তে স্মরণ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না । এক মাস অতীত হইল, তাঁহার সমকালবর্তী কোন মহাশয় ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, রামমোহন রায়ের কতক গুলি চিত্রময় প্রতিক্রম মুদ্রিত করা কর্তব্য । এই সদর্থ-ঘটিত প্রীতি-রস-পূর্ণ বাক্য স্মরণ হইয়া ভাবিলাম, তাঁহার প্রতিক্রম আমারদের মানস-পটে বাদৃশ মুদ্রিত ও চিত্রিত রহিয়াছে, তাহাতে আর অন্য প্রতিক্রমে প্রয়োজন কি ? এখন তিনি আমারদের মানস-মন্দিরে জীবিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন । মনের কি মহীয়সী শক্তি ! তাঁহার অধিষ্ঠানে এই সমাজ-মন্দির যেন গৌরব ও গান্ধির্ঘো পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার প্রচারিত অমৃতময় উপদেশ-বাক্য সকল স্মৃতি-পথে সমারুঢ় হইয়া, প্রীতি ও ভক্তি-প্রবাহ চতুর্গুণ প্রবল করিয়া, প্রীতি-পূর্ণ পরমেশ্বরের প্রতি প্রবাহিত করিতে লাগিল ।”

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৫ শক ।

সাধ্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

হে পরমাত্মন! হে তেজোময় অমৃতময়! আমি কি দেখি-
তেছি। আমি যে তোমাকেই চতুর্দিকে দেদীপ্যমান দেখিতেছি,
এই সমাজ মধ্যে তোমাকে জাজ্বল্যমান দেখিতেছি। এই দীপ-
মালা সকলের আলোকে এই মন্দির যে আলোকময় হইয়াছে,
তাহার অন্তরে তোমার নির্মলানন্দ-জ্যোতিঃ ব্যাপ্ত দেখিতেছি।
সে আনন্দ-জ্যোতি আমার মনকে এই ক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অধি-
কার করিতেছে। সর্বত্র তোমার ভূমানন্দ-জ্যোতিঃ প্রকাশ
দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র মনে যে এক নির্মলানন্দ-প্রবাহ উৎসা-
রিত হইতেছে, তাহা এই দুর্বল শরীর আর ধারণ করিতে
পারে না, তাহার প্রবল বেগে আমার এই ক্ষীণ শরীর অবসন্ন-
প্রায় হইতেছে। চিরকাল তোমার আশ্রয়ে নিবাস, তোমার
সহায়ত্ব-নির্ভর, তোমার কৃপার অধীন; তুমি আমারদিগের ধন
জন বোধান, বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সকলেরই মূলোদার। তুমি আমার-
দিগকে মাতার ন্যায় স্নেহ কর, পিতার ন্যায় রক্ষা কর, গুরুর,
ন্যায় জ্ঞান দেও, বন্ধুর ন্যায় প্রীতি কর। তুমি মাতা হইতে
অধিক, পিতা হইতে অধিক, গুরু হইতে অধিক, স্নেহ হইতে
অধিক; কারণ তুমি আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে স্নেহের
নিমিত্তে পিতা মাতা গুরু স্নেহকে নিয়োগ করিয়াছ। তুমি
পিতা মাতার ন্যায় আমারদিগের অন্ন পান সম্পাদন করিতেছ
এবং আমরা এখানে স্নেহে সঞ্চার করিতেছি দেখিয়া পরি-
তুষ্ট হইতেছ। আমি কি করিতেছি? উপমা রহিতের উপমা
দিতেছি। তোমার স্নেহ তোমার প্রেম কি মনুষ্য মনের স্নেহ
প্রেমের সহিত উপমা হয়? তুমি স্নেহের আবহ, তুমি প্রেমের
আবহ, তোমা হইতে স্নেহ প্রেম প্রবাহিত হইয়া সমুদায় জগৎ-
কে সিক্ত রাখিয়াছে। তুমি স্নেহ ও প্রেমের আকর স্বরূপ,
তুমি মঙ্গল স্বরূপ; তুমি সকল মঙ্গলের নিদানভূত। তোমার

সেই আনন্দ রূপ মঙ্গল স্বরূপ যত্নশীল নিষ্পাপ পুরুষেরা অহু-
ভব করিয়া তোমাকে রস স্বরূপ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সে
রস যে আন্বাদন করে নাই সে কিছুই আন্বাদন করে নাই। কিন্তু
আমারদিগের কি ক্ষমতা যে তোমার সেই আনন্দ-রস সম্যক্
আন্বাদন করিতে পারি? আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব, আমারদিগের
কি সাধ্য কি শক্তি, কি বিদ্যা কি বুদ্ধি, যে তোমার মহিমা
বর্ণন করিতে পারি—তোমার প্রেম অহুভব করিতে পারি। তুমি
নিরতিশয় মহান, তুমি সকলের বশী, তুমি সকলের শ্রদ্ধা, তুমি
রাজাধিরাজ হইয়া এই সমুদায় জগৎ শাসন করিতেছ, তোমার
সিংহাসন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি পরম পূজনীয়
দেবতা স্বরূপে এখানে অধিষ্ঠান করিতেছ, আমরা সকলে ঐক্য
হইয়া তোমার পূজা করিতেছি; স্নাননির্মল শ্রীতি পুষ্প দ্বারা
তোমার সর্জনা করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৬ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বক্তৃতা ।

“অন্য পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ । ব্রাহ্মসমাজ
প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এক শতাব্দের চতুর্থ ভাগ অতীত হইল।
এই কালের মধ্যে আমাদের আশাভ্রুপ কল উৎপন্ন হয় নাই
ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।—হায়! আমরা শতা-
ব্দের চতুর্থ ভাগে যে সমস্ত সুচারু কর্মলাভের প্রত্যাশা করি
অন্ধ-শতাব্দের তাহা প্রাপ্ত হইলেও, সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া
অস্বীকার করিতে হয়।—কিন্তু এই পঞ্চবিংশতি বৎসর কদাচ
নিরর্থক ক্ষত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কাল্পনিক ধর্মের বেশ
মলিন ব্যতিরেকে কদাচ উজ্জ্বল হয় নাই, তত্ত্ব-জ্ঞানের কিরণ
বিকীর্ণ ব্যতিরেকে কদাচ সঙ্কীর্ণ হয় নাই, এতদেশীয় লোকের
কুসংস্কার পরিহারের পথ পরিষ্কৃত ব্যতিরেকে কদাচ অবরুদ্ধ

হয় নাই। বর্ষাক্তুর সমাগম ব্যতিরেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না। একথা যথার্থ বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালেও ঐ বৃষ্টিপাত রূপশুভ কার্যের কারণ পরম্পরায় সংঘটন। হইয়া থাকে। সেই রূপ ভবিষ্যতে ভূমণ্ডলে যে পরম রমণীয় ধর্ম-মঞ্চ প্রস্তুত হইবে ইতি মধ্যেই তাহার সোপান পরম্পরা নির্মিত হইয়াছে। সমাজ-সংস্থাপক, ধর্ম প্রচারক, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে ধর্ম বিষয়ে এতদেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত ইদানীন্তন অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলেই, উল্লিখিত বিষয় অক্লেপে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার সময়ে তিনি চতুর্দিকে অজ্ঞানজ্ঞ-কারে পরিবেষ্টিত হইয়া উজ্জ্বলদীপ-শিখা সদৃশ দীপ্তবান ছিলেন, অধুনা সেই অজ্ঞকারের মধ্যে স্থানে স্থানে কত শত ক্ষুদ্র দীপ প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এতদেশীয় অবোধ মনুষ্যেরা তাঁহার প্রচারিত পরিপুঙ্ক ধর্মের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সংস্পর্শ পর্যন্ত বিষবৎ পরিত্যাপ করিত, অধুনা শত শত সুমার্জিত-বুদ্ধি, সুশিক্ষিত ব্যক্তি সেই ধর্ম পরম-পুরুষার্থ-সাধক সর্বোত্তম ধর্ম স্থির করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে অবলম্বন করিবার নিমিত্ত, ব্যগ্র হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সময়ে সর্ব সাধারণেই তাঁহাকে অতিক্রম অততায়ী শত্রু বিবেচনা করিয়া, বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ পূর্বক, দুঃসহ ক্লেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অধুনাতন সদ্ভিদাশালী সুবোধ মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রদর্শিত পরম পরিপুঙ্ক সত্য ধর্ম পালন ও প্রচারণ করিবার নিমিত্ত, দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার সময়ে যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের সংজ্ঞা মাত্র শ্রবণ করিলেও কর্ণকুহরে করণ করিতেন, অধুনা তাঁহাদেরই সুশিক্ষিত সন্তান সকল ব্রাহ্ম-সমাজে নির্ভয়ে উপবেশন করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার সময়ে যাঁহারা অসুয়া-পরবশ হইয়া, তদীয় গুণ-সমুহে দোষারোপ করিয়া, স্বীয় রমনাকে দূষিত করিতেন, ও কখন কখন তাঁহাকে প্রহার করিয়া নিজ কর-দ্বয় কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইতেন, অধুনা তাঁহাদেরই সন্তান সকলে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে

তাঁহার গুণ-বর্ণনা ও কীর্ত্তন-ঘোষণা করিয়া স্বকীয় লেখনী ও ভারতী সার্থক করিতেছেন। তাঁহার সময়ের যে ধর্ম-বিষয়িনী অথচ ধর্ম-বিদ্বৈষিণী সভা তাঁহার উপর, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজের উপর, বিদ্বৈষালন ও দুর্কর্চন-বিষয় অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিত, অধুনা নির্কীর্ণ-গত আগ্নেয় গিরি অথবা গরল-শূন্য বিষ-ধর তুল্য নিতান্ত নিস্তেজ ও একান্ত অকিঞ্চিৎ কর হইয়াছে ; — কেবল নাম মাত্র আছে। তাঁহার সময়ে তিনি প্রাণপণে যত্ন করিয়াও দুই এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বীয় মতে সম্পূর্ণ রূপ মতস্থ করিতে সমর্থ হন নাই, অধুনা অনেক ব্যক্তি অন্য-দীয় উপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদের মার্জিত বুদ্ধি প্রভাবে তাঁহার মত উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সে সময়ে তাঁহার মতের অল্পবর্তী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সকলেই প্রায় বেদান্তানুগত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, রামমোহন রায়ের ন্যায় শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি-পথাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন না। তিনি কোন শাস্ত্রকে পরমেশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন না ; সর্ব শাস্ত্রের অল্পশীলন করিয়া, যুক্তি বিরুদ্ধ যাবতীয় বিষয় পরিভ্যাগ পূর্বক, যুক্তি-মূলক যথার্থ পরমার্থ—তত্ত্ব সমুদায়ই গ্রহণ করিতেন। যদিও তিনি এতদ্দেশে স্বীয় মত সংস্থাপনার্থ সমগ্র শাস্ত্র হইতে, এবং বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র হইতে, প্রমাণ পুঞ্জ সঞ্চলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক বৈদান্তিক ছিলেন না, ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই। রামমোহন রায়ই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপক, রামমোহন রায়ই ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তক, রামমোহন রায়ই ভারতবর্ষীয়দিগের জাতি নিবারণের মূল সূত্র সঞ্চারক। আমরা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই নিমিত্ত, প্রতিবৎসর তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ রূপ কল্প প্রদান করিয়া অন্তঃকরণের আক্ষেপ নিবারণ করি। রামমোহন রায় এতাদৃশ অসামান্য স্বভাব মহীয়ান মনুষ্য ছিলেন, যে আমরা তাঁহার অল্পগত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে, আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করি। কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম

যে রূপ পরিশুদ্ধ ধর্ম, রামমোহন রায়ের মত তদনুরূপ পরিশুদ্ধ ছিল না, এ বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন তিনি ব্রাহ্মদিগের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করেন নাই, এবং পরম্পরাগত বৈদান্তিক মতেও অশ্রদ্ধা করেন নাই; তিনি এতদেশীয় সকল শাস্ত্রই অত্রান্ত আশু-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং তন্নিমিত্তই, সমুদায় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া বিচার করিতেন, এবং সর্ব শাস্ত্রের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই অভিপ্রায় যে কোন মতেই প্রামাণিক নহে, এ বিষয়ে একাদি ক্রমে সমূহ যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ।—রামমোহন রায়ের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করিলে, তিনি যে কতক গুলি, অগজ্জতি-পরিপূর্ণ, পুরাতন পুস্তক পরমেশ্বর-প্রণীত অত্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন, ইহা সহসা স্বীকার করা স্মকচিন কর্ম্ম। বরং সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রণীত পুস্তক পরম্পরা পাঠ ও পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষই সঙ্গত বোধ হয়। তাঁহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয় হয়, তিনি বহু দেশের বহু গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া আপনার অসামান্য বুদ্ধি বলে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার পরমেশ্বরই মানব জাতির উপাস্য পদার্থ, তিনিই তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের অদ্বিতীয় কারণ, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বমাত্রই তাঁহার প্রণীত একমাত্র ধর্মশাস্ত্র স্বরূপ, এবং এই অতি প্রগাঢ় অত্রান্ত শাস্ত্র রূপ মহাসিন্দু মছন করিয়া যে কিছু জ্ঞান-রত্ন উদ্ধার করা যায়, তাহাই আমাদের কলাপ কোষাগারের অপ্রতুল পরিহারের একমাত্র উপায়। তিনি আপনি ঐ পরম ধর্ম রূপ অমূল্য নিধি উপার্জন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন, এবং মানব জাতির ঘোরতর অজ্ঞান-ভিমির দর্শনে দয়াজ্ঞ হইয়া তাহাদিগের পরিত্রাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আবহমান কাল তাহাদের অসত্যকে সত্য, অচেতনকে সচেতন ও অত্রান্তকে অত্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহারা যে সহসা

তাঁহার কথায় আস্থা রাখিয়া, অথবা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তি
 অবলম্বন করিয়া, তাঁহার প্রদর্শিত, পবিত্র পথের পথিক হইবে,
 ইহা কদাচ সম্ভব নহে। বাহারি পরম্পরাগত ধর্ম-শাস্ত্রের ও
 হৃদয়-নিহিত কুসংস্কার মাত্রের, নিতান্ত অল্পগত হইয়া চলে, এবং
 পূর্বতন শাস্ত্র-প্রচারক ও ধর্ম-প্রয়োজকদিগকে দেববৎ পরিভ্রাণ
 কর্তা ও তাহাদের বাক্য অজ্ঞানত আশ্রয় বাক্য বলিয়া প্রত্যয় যায়,
 অশাস্ত্র-সম্মত যুক্তির বল স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভাবিত
 নহে। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাদিগের স্বকীয়
 শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া, স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যেমন হিন্দুদিগের সহিত বিচারের সময়ে
 বেদ বেদান্তাদির বচন গ্রহণ করিতেন, সেইরূপ, মোসলমানদি-
 গের সহিত বিচারের সময়ে কোরাণের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন,
 এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত বিচারের সময়ে বাইবেল শাস্ত্রকে
 মান্য বলিয়া মান্য করিতেন। যদি তাঁহাকে বৈদান্তিক অথবা
 সমগ্র-হিন্দু-শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে,
 কোরাণ ও বাইবেল মতাবলম্বী বলিয়াও অবশ্য স্বীকার করিতে
 হয়। শুনা গিয়াছে, তিনি জীবদ্দশায় বন্ধু বিশেষকে কহিয়াছি-
 লেন, আমার মৃত্যুর পরে হিন্দু, মোসলমান ও খ্রীষ্টীয় তিন
 সম্প্রদায়েই আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে,
 কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। তাঁহার এই সুস্পষ্ট
 ভবিষ্যদ্বাক্য অবিকল সফল হইয়াছে। তাঁহার লোকান্তর গমনান্তে
 হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বেদান্তগামী ব্রহ্মজ্ঞানী,
 মোসলমানেরা কোরাণ-বিশ্বাসী মোসলমান, এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্র-
 দায়ীরা বাইবেল-মতাবলম্বী খ্রিষ্টান বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ
 করিল। যদিও তিনি ঐ সমস্ত ধর্মশাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের
 অনির্করণীয় স্বরূপ, অল্পম গুণাবলি ও মঙ্গলকর নিয়ম-প্রণালী
 বিষয়ক বহুতর বচন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তিনি না হিন্দু, না
 মোসলমান, না খ্রিষ্টান, কোন শাস্ত্র পরমেশ্বর-প্রণীত অজ্ঞাত
 আশ্রয়-বাক্য জ্ঞান করিতেন না, সুতরাং কোন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য
 সমগ্র মত বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নিত্য, নিরাকার, নির্কি-

কার, সর্বজ্ঞ, সর্বপ্রয়, নিখিল-বিশ্বেশ্বর পরমেশ্বরকেই একমাত্র উপাস্ত পদার্থ বলিয়া, এবং বিশ্ব রূপ বিশাল পুস্তক মাত্রই তাঁহার প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র বলিয়া, প্রত্যয় করিতেন। যে দেশের যে জাতির যে শাস্ত্রে এই পরম পরিশুদ্ধ মতের প্রতিপোষক বচন দর্শন করিতেন, তাহাই সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। তিনি যেমন বেদ বেদান্তাদি মছন করিয়া ব্রহ্ম-বোধ-প্রতিপাদক পবিত্র বাণী-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার, খ্রিস্টীয় শাস্ত্রেরও সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্ম-সমাজে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ-বাক্যের শ্রবণ ও মনন করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই রূপ আবার, একেশ্বরবাদী খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দিরেও উপবেশন পূর্বক, বায়বল শাস্ত্রের অন্তর্গত পরমেশ্বর-প্রতিপাদক বচন-সমূহ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ।—তিনি যে সর্ব শাস্ত্রের সারগ্রাহী, নিরবচ্ছিন্ন-যুক্তি-পথাবলম্বী, একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের ট্রুফিডিন নামক লেখ্য-পত্র তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। তিনি যে উৎকৃষ্টতর অভিপ্রায়ে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন, তাহা শাস্ত্র বিশেষের অমুগামী, একতর-পক্ষপাতী, মলিন-চিত্ত ব্যক্তিদিগের সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি ঐ লেখ্য-পত্রে এই রূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সকল দেশীয়, সকল জাতীয়, সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্ব-শ্রম্ভা, বিশ্বপাতা, নিত্য, নিরীকার, অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন; কোন ব্যক্তি এখানে বাস্তবিক বা অবাস্তবিক কোন জীব ও কোন পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং যেরূপ বাখ্যানাদি দ্বারা বিশ্বের শ্রম্ভা ও পাত্যার ধ্যান ধারণা বুদ্ধি হয়, এবং দান দয়াদি ধর্ম্মাশুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তন্মত অশু কোন প্রকার প্রস্তাবাদি এই সমাজে পঠিত ও উল্লিখিত হইবে না। এতাবদ্ব্যক্ত ঐ লেখ্য-পত্রে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অশু কোন প্রকার ধর্ম্মাশুষ্ঠান করিবার বিধি নাই।

তাহাতে বৈদান্তিক মতামুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান সাধন করিবারও বিধান নাই, খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মতামুসারে মানব বিশেষকে পরমেশ্বর বলিয়া অর্চনা করিবারও নিয়ম নাই, এবং মোসলমানদিগের শাস্ত্রামুসারে একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ সহকারে মহম্মদের নাম উল্লেখ করিবারও নির্দেশ নাই। যে সমস্ত ধর্ম-বিষয়ক বিশুদ্ধ তত্ত্ব উল্লিখিত সমুদায় উপাসক-সম্প্রদায়েরই গ্রাহ্য ও স্বীকার্য, তাহাই রামমোহন রায়ের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার সময়ে যেমন ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেইরূপ আবার, হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়েরাও কখন কখন ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় ভাষায় স্তুতি পাঠ করিয়া, জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন। কোন প্রচলিত শাস্ত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত মনজান্ত বলিয়া যাহার যথার্থ বিশ্বাস আছে, উল্লিখিত অভিপ্রায় ও উল্লিখিত অনুষ্ঠান তাঁহার প্রকৃতরূপে অভিসমত হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। অতএব, রামমোহন রায় না হিন্দু না খ্রিস্টান না মোসলমান কোন শাস্ত্রই সংশয়-শূন্য জ্ঞানহীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

তৃতীয়তঃ।—রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখেন নাই। প্রত্যুত, এতাদৃশ সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহারও সংশয় হইবার বিষয় নহে। এতদেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিম্বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা কর্তব্য এই বিষয় লইয়া, যে সময়ে রাজ পুরুষেরা অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের তৎকাল-বর্ত্তী শাসন কর্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষায় অশেষবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করা নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া, বেদান্তাদি কল্পিত শাস্ত্রের কাঙ্ক্ষনিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, স্মায়, মীমাংসা ও বেদান্ত নামী প্রকার মনঃকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ, অতএব তৎ সম্প্রদায়ের

অধ্যয়নে ভাদৃশ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আরও বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, পরমাত্ম-স্বরূপের সহিত জীবাঙ্ক-স্বরূপের সম্বন্ধ কি, জীবাঙ্ক কি রূপে পরমাত্মাতে লয় পায়, বেদ মন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তিই বা কি প্রকার, বেদান্ত শাস্ত্রের আনুষ্ঠান করিলে যে ছাগ-বধ-জমিত পাপের ধ্বংস হয়, ইহার কারণ কি, এই সমস্ত বেদান্ত ও মীমাংসা ঘটিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে, প্রকৃতরূপে জ্ঞান ও উপকার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বাস্তবিক সম্ভাবনা নাই, যে সমস্ত শব্দ সংপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সমুদায়ই অসং পদার্থ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি পরিজন বর্গও ঐরূপ অসদ্ বস্তু, অতএব তাহার স্নেহ ও মমতার পাত্র নহে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যপ্রমের বহির্ভূত হইতে পারিলেই মঙ্গল, এই সমুদায় বৈদান্তিক মত শিক্ষা করিলে, ছাত্রেরা গৃহ-ধর্ম ও সামাজিক কর্ম সম্পাদন করিতে কদাচ সুপারগ হইবে না। এই সমস্ত সঙ্গতিপ্রায় রামমোহন রায়ের নিজ লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরম পুরুষার্থ-সাধক জ্ঞান-বর্জিত বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে, এই সমস্ত অযুক্তি সম্পন্ন সত্বাক্য তাঁহার রসনা হইতে কদাচ নিঃসৃত হইত না।

চতুর্থতঃ।—তিনি বেদান্তাদি কতিপয় হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উল্লিখিত পত্রে যেরূপ সুল্পস্ট সঙ্গতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোরাণ ও বায়বেল প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে তদনুরূপ অনাস্থা-সূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত, সকলেরই কৌতুহল হইতে পারে। তাঁহাদের সে কৌতুহলও চরিতার্থ করিবার উপায় আছে। তাঁহার ধর্ম বিষয়ক মতামত লইয়া সৌকসমাজে বাদামুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পূর্বেই অল্পভব করিয়াছিলেন, এবং অল্পভব করিয়া উদ্ভিষয়ে পারলীক ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের নাম “তোহকতুল্ মোহ্দীন”। উহার অর্থ, একেশ্বরবাদীগকে প্রদত্ত উপহার বাস্তবিক,

উহা অমূল্য উপহারই বটে। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, তাঁহার মতামত বিষয়ে কাহারও আর সংশয় থাকি সম্ভব নহে। তিনি, ঐ পুস্তকে একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্বপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে, এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন, যে তদীয় যাতনা হইতে তাহা-দিগের পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্ত-স্বভাব ধর্ম-প্রয়োজকেরা দেশ-বিশেষে কাল-বিশেষে শাস্ত্র-বিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, আপনাদের স্বার্থ সাধন ও আপন ধর্মের গৌরব বর্দ্ধন জন্ত দেব-দেব্যাদি ঘটিত উপাখ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য হয় না, তাহা ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কার্য-কারণ-প্রণালীর স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদন না করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কার-পাশে লোক-সাধারণকে বদ্ধ করিয়া-ছেন। তিনি ঐ অমূল্য গ্রন্থে ধর্ম-প্রয়োজকদিগের অলোকসামান্য অভ্রান্ত জ্ঞানোৎপত্তির ও পরমেশ্বরের নিকট হইতে সান্নিধ্য প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলৌকিক প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পূর্ব-পরম্পরার অমুগত হইয়া পূর্ব পুরুষদিগের যুক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহার অবলম্বন করা যে অজ্ঞানের ফল ও অনর্থের মূল, তাহাও সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতামুসারে, ভূমণ্ডলে যে সকল শাস্ত্র পরমেশ্বর-প্রণীত বা আশু-কথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদায়ই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত ধর্ম-প্রচারক আপনাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বা তাঁহার অসাধারণ অনুগ্রহ-পাত্র বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত, প্রমাদী বা প্রবঞ্চক। তাঁহার মতামুসারে; যিনি আপনাকে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন পূজার্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনি প্রভারক তাহার সংশয় নাই, এবং যিনি পরমেশ্বরকে মানববৎ রাগ-দ্বेषাদি-বিশিষ্ট ও কোন সৃষ্টি-পদার্থকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি ভ্রমাজ্জকারে আবৃত তাহারও ভ্রম নাই। তাঁহার মতামুসারে, বিশ্ব রূপ বিশাল

শাস্ত্রই পরমেশ্বর প্রণীত অবিমলধর্ম শাস্ত্র ; তন্নিয় অমৃত সমস্ত শাস্ত্রই মানব-জাতির মনঃকল্পিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপূরিত, এবং অবশ্য-নশ্বর ও পরিবর্ত-সহ। অগ্নিময় দিবাকর আমাদের শাস্ত্র, সুধাময় নিশাকর আমাদের শাস্ত্র, হীরকবৎ তারক-মালাও আমাদের শাস্ত্র। এক একটি উপবন এক এক খানি পরম সুন্দর জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ স্বরূপ। এক একটি উজ্জ্বল, হরিত-বর্ণ, নবীন পত্র সেই গ্রন্থের এক একটি পরম শোভাকর পত্র স্বরূপ। বন-বিহারী মৃগগণের ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ দলের সুকোশল-সম্পন্ন মনোহর শরীরট এক এক ধর্ম-শাস্ত্র। আমাদের আপন প্রকৃতিই আমাদের এক এক পরম শাস্ত্র স্বরূপ। যেনক্ষত্রের মনোবৎ ক্রম গামী কিরণ-পুঞ্জ পৃথিবী-মণ্ডলে উপনীত হইতে দশ লক্ষ বৎসর অতীত হয় তাহাও আমাদের শাস্ত্র ; আবার যে অতিসূক্ষ্ম শোণিত-বিষ্মু আমাদের গের হৃদয়াভ্যন্তরেই সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। সমগ্র সংসারই আমাদের ধর্ম শাস্ত্র, বিগুঞ্জ জ্ঞানই আমাদের আপন আচার্য্য। মহাশয় রামমোহন রায় এই অতি প্রগাঢ় শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অমুশীলন করিয়া যে ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম, ও তাহাই আমাদের প্রতি-পালা, ও তাহাই আমাদের প্রচার করা কর্তব্য। সে ধর্ম এই ; জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্তা, একমাত্র, অনন্ত-স্বরূপ, সর্বজ্ঞ, সর্ব-নিয়ন্তা, সকল-মঙ্গলালয়, সর্বাণ্য-বিবর্জিত, বিচিত্র-শক্তি-মান এবং অপরিজ্ঞেয় ও অনির্বাচনীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই মানব-জাতির পরম ভক্তি-ভাজন আরাধ্য বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের সুস্থ। তিনিই একাকী আমাদের ঐহিক ও পারিত্রিক সকল মঙ্গলের বিধান-কর্তা। আমরা সকলেই সেই পরাৎপর পরম পুরুষের সম্মান, এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব-রস পানে অধিকারী। যে দেশের যে জাতির যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করে, ও পরম প্রীত মনে তাঁহার মঙ্গলময় অমৃত সমুদায় পরিপালন করিতে

যজ্ঞবান্ থাকে, তিনি তাহারই অর্চনা গ্রহণ করেন । রাম যাহন রায় এই পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া আমাদের গণকে কৃতজ্ঞতা-বন্ধনে চিরজীবন বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । আমরা যে এমন বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছি ইহা আমাদের পরম স্মাধার বিষয় । পরমেশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্ম-ধর্ম ভূমণ্ডলে যত প্রচারিত হইবে, সেই বন্ধনও সেই পরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইবে, এবং সকল কল্যাণের একমাত্র মূলাধার করুণাকর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য-স্বরূপ সেই পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উদ্ভেক করিতে থাকিবে ।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৬ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

এক্ষণকার বিদ্যাবান্ ব্যক্তির বিচার ও পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয় অঙ্গীকার করেন না, ইহা অবশ্য শুভসূচক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু যে সমস্ত সংক্রিয়া স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া গণ্য রহিয়াছে, তাহাও যে অনেকে তর্ক-স্থলে উপস্থিত করিয়া বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাঁহাদের তর্ক-পরতার নিদর্শন ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে । কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যদি জগদীশ্বর অপরিবর্তনীয় অখণ্ডনীয় সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করেন, এবং কেবল সেই সকল নিয়ম-ভঙ্গারাই আমাদের সদস্য কর্মের শুভাশুভ ফল অবাধে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাঁহার আর আরাধনা করিবার প্রয়োজন কি ? আমরা কুতর্ক করিলে, তিনি ভগ্নিবন্ধন অশুভ কলোৎপত্তি নিবারণ করিবেন না, এবং আমরা সচ্চরিত্র না হইলে, পুণ্য-অনিত বিশুদ্ধ সুখ-লাভেও অধিকারী করিবেন না, তবে তাঁহার উপাসনা করিয়া ফল কি ? যাহারা ব্রাহ্মদিগকে এইরূপ প্রশ্ন

করেন, ব্রাহ্মদিগের মতামতসারে উপাসনা কি পদার্থ তাঁহা তাঁহাদিগের সর্বোপায়ে অবগত হওয়া আবশ্যিক। পরমেশ্বরকে প্রীতি ও ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য অর্থাৎ নিয়মামুগত কার্য করাই তাঁহার উপাসনা। তাঁহার প্রিয় কার্য সমুদায় ভক্তি সহকারে সম্পাদন করা কর্তব্য, এ বিষয় নব্য-সম্প্রদায়ী পণ্ডিত বর্গের মধ্যে সকলেই অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন। এ নিমিত্ত, তদ্বিষয়ের অমুশীলনে কাল-ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রীতি ও ভক্তি করা উচিত কি না, এস্থলে এই বিষয়েরই বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যাঁহারা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে খামনা করি, তাঁহারা পরম ভক্তি-ভাজন জনক জননীকে কি নিমিত্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, কি কারণেই বা প্রণয়াম্পদ-মিত্রগণের প্রতি প্রীতি-ভাব প্রকাশ করেন, কি জন্যেই বা মকুতজ্ঞ হৃদয়ে উপকারী ব্যক্তির প্রত্নোপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যদি সেই সকল ব্যক্তির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও প্রীতি প্রকাশ করা ও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কর্ম হয়, তবে পিতা মাতার স্নেহ-রস, মিত্রগণের মৈত্র-ভাব ও দয়াময় মহাশয় ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ কারুণ্য গুণ যে করুণাময় পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ কি? ব্রাহ্মেরা ঐহিক ও পারত্রিক ফল প্রত্যাশায় উপাসনা করেন না একথা স্বার্থ-রটে; কিন্তু ফল প্রত্যাশায় উপাসনা করা কদাচ অকৃত্রিম উপাসনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। যিনি কল-লাভের কামনায় পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা না থাকিলে তিনি তাঁহার পরম পিতার আরাধনায় রত হইতেন না। যে ব্যক্তি ধন, মান, বশঃ প্রভুত্বাদি লাভের উদ্দেশে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, কোন বৈষয়িক ব্যাপার দ্বারা তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইলে, ঈশ্বরাধনায় তাঁহার আর প্রয়োজন থাকে না। যদি

এ রূপ উপাসনাকে উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে, রাজ্য লাভার্থ যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াও ঈশ্বরের উপাসনা বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। ব্রাহ্মেরা ইহকালের অথবা পরকালের সুখ-ভোগ বাসনায় উপাসনা করেন না। পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের বাসনা এবং সেই সাক্ষাৎকার-জনিত অতি পরিশুদ্ধ অনির্করণীয় আনন্দলাভই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা নিষ্কাম উপাসক। 'ঐ উভয় কালে আমাদিগের যত দূর সুখ-সন্তোষ সম্ভব হইতে পারে, তিনি আদৌ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিশ্বের ব্যবস্থা-প্রণালীতে এমন কোন বিষয়ের অপ্রতুল রাখেন নাই, যে আমাদের উপাসনার বশীভূত হইয়া সেই অপ্রতুল পরিহার করিবেন। তিনি আমাদের কল্যাণার্থ সর্বপ্রকার কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাদের অক্ষাণ্ড ও পাতা, অতএব তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। তিনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী স্নেহ, অতএব তাঁহাকে প্রীতি করা উচিত। তিনি আমাদের পরম হিতৈষী আশ্রয়-ভূমি, অতএব তাঁহার সমীপে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। তিনি অতীত কালে আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, বর্তমানে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল আমাদিগকে সুখদান করিবেন, অতএব আপনাকে তাঁহারই নিতান্ত অমুগত ভাবিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত।

পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্তি হওয়া মানবজাতির স্বভাব-সিদ্ধ। তাঁহার পরম মনোহর গুণ-গ্রামের অমুশীলন করিলে, ভক্তি ও প্রীতি-প্রবাহ পর্বত-স্রিত পবিত্র প্রস্রবণের মত আপনাই হইতেই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। কেবল অতীত উপকার স্মরণ করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় না। যে কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হয়, অথবা কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয়, কিবা হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়, তাহাই

তাহার অসামান্য কারুণ্য পক্ষে নিরন্তর সাক্ষ্য দান করে। সমগ্র ভূমণ্ডল তাহার কল্যাণকর কৌশল প্রকাশ করিতেছে, এবং সমুদয় নভোমণ্ডল তাহার অপরিমিত মহিমা প্রচার করিতেছে। যে স্থানে তাহার মহিমা প্রকাশিত নাই, এমন স্থানই অপ্রসিদ্ধ। যে সময় তাহার কারুণ্য-গুণের নিদর্শন নেত্রস্থ না হয়, এমন সময়ই অপ্রসিদ্ধ। অতএব, শ্রদ্ধাবান সাধকের হৃদয়-ভূমি সকল স্থানে ও সকল সময়ে স্বভাবতই তাহার প্রীতি-রসে আর্দ্র হইতে পারে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের উপাসনায় আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই, সর্ব-দেশীয় সর্ব-জাতীয় লোকে কৃত্রিম বা অকৃত্রিম কোন না কোন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার উপাসনায় অম্লরক্ত রহিয়াছে। জগৎসুর গুণ-সিন্ধু স্মরণ হইলেই, শ্রদ্ধাবান সাধকের প্রেম-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোন ফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় না। নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। সক্রাম উপাসনা উপাসনাই নহে।

কিন্তু যখন অন্যান্য সামান্য সংক্রিয়ার অন্তর্গত করিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার পাওয়া যায়, তখন পরমেশ্বরের উপাসনা রূপ অতিপ্রধান পুণ্য-ক্রিয়া যে নিভাস্ত নিষ্ফল হইবে ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, তাহাকে উপাসনা করিবার সময়ে যে অত্যন্তুত অনির্বচনীয় আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়, তাহা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্য পর্যালোচনার সময়ে কোন অতি মনোহর অস্তুত কৌশল প্রতীতি করিলে, তাহার প্রতি অকপট প্রীতি উপস্থিত হইয়া অন্তঃকরণ যে রূপে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সে রূপ আর কিছুতেই হয় না। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর বিশ্ব-সংসার যে প্রকার পরমার্শ্ব সৌন্দর্য্য-সুধায় আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছেন, শিশির-সিক্ত দুর্বাদলে, সরোবরস্থ অম্বুজগণে, পৌর্ণমাসি পূর্ণ-চন্দ্রে, বা ফলবান বৃক্ষের দোহুল্যমান ফলপুষ্পে, তাহার কণামাত্র অবলোকন করিলে, শোভার আকর, গুণের সাগর, পরম বন্ধুর গুণ স্মরণ হইয়া, হৃদয়-পদ্ম যে রূপে বিকসিত হইয়া উঠে, সে

রূপ আর কিছুতেই হয় না। যে শ্রদ্ধাশ্রিত সাধক তদগাত চিত্তে তাঁহার উপাসনায় নিরন্তর অম্বরক্ত, তাঁহার প্রফুল্ল মুখারবিন্দু প্রেমানন্দ-রসে যেমন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, এমন আর কিছুতেই হয় না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে স্নেহবিমল শ্রদ্ধা-সমীর্ণ সঞ্চারিত হইতেছে, পরম মনোহর শ্রীতি-পুষ্পের নৌরভ বিস্তৃত হইতেছে, এবং অতি পবিত্র আনন্দ-প্রস্রবণ নিয়ত নিঃসৃত হইতেছে।

এই রূপ অনির্করণীয় আনন্দ-ভোগ পরমেশ্বরের উপাসনার মুখ্যফল, তন্নিম্ন উপাসকের অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হইয়া সেই উপাসনায় তাহাকে সমর্থ ও ত্রুটিষ্ঠ করিতে থাকে। আমরা সতত বিষয়-বাণীপারে ব্যাপৃত, লোভজনক সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত, এবং অপ্রতুলরূপ উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত। প্রবল রিপু সমুদায় ভোগ-তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত হইয়া রহিয়াছে, অশেষ প্রকার অসার পদার্থ নিরন্তর অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি নানাপ্রকার লঘুবিষয়ে মুহুমুহু গর্ভগোচর হইতেছে। ইহাতে যদি আমরা নির্দিষ্ট নিয়মালসারে সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে, আমাদের ধর্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি ও অসৎ-পথে গতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমাদের মন ধর্ম-পথ হইতে অপসৃত হইয়া বিপথগামী হইতে পারে। হয়তো, পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ধর্ম মাসান্তেও একবার আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত না হইলে না হইতে পারে। বাহাদের ধর্ম প্রবৃত্তি বিশেষরূপ তেজস্বিনী ব্রহ্মে, ধর্মের আলোচনা ও পরমেশ্বরের উপাসনা করা সতত অভ্যাস না থাকিলে, তাহারা পরম পবিত্র পুণ্য-পদবী পরিত্যাগ পূর্বক পাপ-পক্ষে মগ্ন হইতে পারে। কিন্তু যিনি অল্প বিষয়ে রিপু-বিশেষের নিতান্ত বশীভূত না হন, তবে একবার কোন বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিপথগামী হইলেও, পুনর্বার পুণ্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন। যে সময়ে আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরকে অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র বিদ্যমান জানিয়া তদগাতান্তঃকরণে

তঁাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, সে সময়ে কোন প্রকার অসার বিষয় আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না, ও পাপপিশাচীও পরম দেবতা পরমেশ্বরের পরিশুদ্ধ সিংহাসন সুরূপ মনোমঞ্চার্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যদি পূর্বে কোন অকার্য্য করণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা সেই সময়ে স্মরণ-পথে সমারূঢ় হইয়া অসহ্য অমুতাপ উপস্থিত করিয়া, সেরূপ অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত করিতে পারে। জগদীশ্বরের আরাধনায় অমুরাগ না থাকিলে, ঐশমস্ত শুভজনক ফল উৎপন্ন হইবার এক প্রধান পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরীয় অমুপম গুণামুশীলন পূর্ব্বক তঁাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা সচরাচর অভ্যাস থাকিলে, তঁাহার অভিপ্রায়ামুযায়ী কার্য্য করিবার আবশ্যকতা সর্ব্বদা স্মরণ হইয়া তৎসাধনে প্রবল প্রবৃত্তি ও দৃঢ়তর যত্ন উৎপন্ন হয়। সকল জীব ও সকল বস্তু তঁাহার প্রীতির আশ্রয় জ্ঞানিয়া সংসারের কল্যাণ বর্দ্ধনে আগ্রহাতিশয় উপস্থিত হয়, এবং পরম-সেব্য পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম সমুদয় পরিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ইহা বারম্বার হৃদয়ঙ্গম হইয়া, সমুদয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একত্র সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়।

যে শ্রদ্ধাবান পুণ্যশীল উপাসক পরম শ্রদ্ধাশ্রয় বিশ্বপি-তাকে সর্ব্বত্র সাক্ষী স্বরূপ প্রতীতি করিয়া আপনাকে সর্ব্বদা তঁাহার সমক্ষ-স্থিত বোধ করেন, তিনি আর সেই মঙ্গল-নিধান বিশ্ব-বিধান-কর্তার আজ্ঞা পরিপালনে অবহেলা করিতে পারেন না। তঁাহার অন্তঃকরণ যদি জ্ঞানালোক লাভ করিয়া উজ্জ্বল হয়, এবং ইচ্ছামুগ্ধরূপ কর্তব্য সাধন করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে ষাণ্ডীয় বিহিত কর্ম্ম তঁাহা কর্তব্য যেমন সূচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তব্য সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

অতএব, নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা, ঐ উপাসনাই অতুল আনন্দের হেতু; ঐ উপাসনাই অশেষরূপ হিতকারী স্মরণীয় পরমেশ্বরের ঐরূপ উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৬ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

তৃতীয় বক্তৃতা ।

কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ ও পরম রমণীয় ভূষণ স্বরূপ। যাঁহার অন্তঃকরণ প্রকৃতিস্থ আছে, উপকারী ব্যক্তির নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিবার নিমিত্ত অধিক বাচ্য বায় আবশ্যিক করে না। ভূমণ্ডলে অনেকেই অনেকের কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির সর্ব-প্রধান বিষয়। যাহার চক্ষু ও কর্ণ আছে, তাহাকে এ বিষয় উপদেশ দিবার অপেক্ষা নাই। জগদীশ্বর এক এক ইন্দ্রিয়কে এক এক সুখ-প্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ করিয়াছেন, এক এক বুদ্ধি-বৃত্তিকে এক এক প্রকার কল্যাণ-রত্নের আকর স্বরূপ করিয়াছেন, এবং এক এক ধর্ম প্রবৃত্তিকে এক এক শুভকর বিষয়ের উন্নতি সাধনের সোপান স্বরূপ করিয়াছেন। যখন যে দিকে নেত্র পাত করা যায়, তখন সেই দিকেই তাঁহার অপার কারুণ্য-গুণের এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। আমরা সেই পরম তত্ত্বিতাজন পরমেশ্বরের উপাসনার্থে অদ্য এই ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র উপবেশন পূর্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং পবিত্র প্রীতি-ভাবে তাঁহার অর্চনা করিয়া যেরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ অমৃতব করিতেছি, তাহাও তাঁহারই প্রদত্ত ইহা স্মরণ হওয়াতে, অন্তঃকরণ এইক্ষণেই তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ হইতেছে! তিনি যে আমাদের হৃদয়-ভূমি কৃতজ্ঞতারূপ পুষ্প-কলিকায় স্তম্ভোভিত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাহা প্রস্তুতি হইয়া তাঁহাকেই গজ দান করিতেছে! আমরাদিগের যে কিছু পদার্থ আছে, এবং যাহার নিকট যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হই, সে সমুদায়ই তাঁহার প্রদত্ত ও তাঁহারই কৃত, অতএব সকল বিষ-য়ই সর্বক্ষেণে আমাদের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তিকে হৃদয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছে। তিনি আমরাদিগকে

ইহকালে যে সমস্ত সুখ প্রদান করিয়াছেন, কেবল তন্নিমিত্তই আমাদের অন্তঃকরণ কত কৃতজ্ঞ হইতেছে! ইহাতে, তিনি আমাদের অনন্ত কালের সুখের আশা প্রদান করিয়া ও তদনুযায়িনী অশেষবিধ সুখ-সজ্জা প্রস্তুত করিয়া যেরূপ মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে, যেরূপ প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার উদ্বেক হয়, তাহা মনোমধ্যে ধারণ করা অসাধ্য। হে পরমাত্মন! যখন অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার সহিত সহবাস জনিত নিঃশূল ভূমানন্দের উপর মনশ্চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, তখন মন বিন্ময়ার্গবে মগ্ন হইয়া এই মাত্র বলিতে থাকে, যে তোমার সমান আর কে আছে?

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৭ শক।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

যাহাতে জ্ঞান মার্জিত হইয়া বিশুদ্ধ-স্বরূপকে জানা যায়, যাহাতে ধর্ম পরিপালিত হইয়া মানসক্ষেত্র পবিত্র হয়, যাহাতে প্রীতি উজ্জ্বল হইয়া অন্তরতম প্রিয়তমে অর্পিত হয়, যাহাতে ইচ্ছা বলবতী হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুগামিনী হয়, এই উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ ধর্মময় মঙ্গলময় তঁরু ষড়বিংশতি বৎসর অতীত হইল যোপিত হইয়াছে, ইহার উন্নতির কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে? ইহা কি অদ্যাপি স্মৃতন পল্লবে পল্লবিত হইয়াছে? ইহা আর কত দিনে পুষ্প ফলে সুশোভিত হইবে? দেশের মঙ্গলের প্রতি অতি ব্যগ্র হইয়া যাহারা এই রূপ প্রশ্ন করেন, তাঁহারা কি অবগত নহেন যে দীর্ঘকাল স্থায়ী সারবান বৃক্ষ কদাপি শীঘ্র উন্নতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্রাহ্ম-সমাজের আয়ু পৃথিবীর সহিত সমকাল, তাহার নিকটে ষড়বিংশতি বৎসরের

গণনা কি? তথাপি এই কতিপয় বৎসরে সত্য নিরূপণে কি অনেকের যত্ন হয় নাই? ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ কি অনেকের মনে প্রতিভাত হয় নাই? তাঁহার অভিপ্রেত ধর্মানুষ্ঠানে কি অনেকের শ্রদ্ধা জন্মে নাই? ঈশ্বরেতে শ্রীতি বৃত্তি কি কাহারো মনে স্ফূর্তি পায় নাই? ইহার উত্তরে না বলা অসম্ভব ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। ষোড়শ বৎসর পূর্বে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এই ব্রাহ্ম-সমাজে পরব্রহ্মের উপাসনা কালে দশ জন ব্যক্তি সমাগত হইতেন কি না, অদ্য কি সূখের দিবস! অদ্য কি সূখের বিষয়! অদ্য এই সুদীর্ঘ সমাজ মন্দির তাঁহার উপাসক দ্বারা—তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্র সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে; এই সমাজে স্থানাভাব হইয়াছে। ইহা কি ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতির প্রত্যক্ষ চিহ্ন নহে?

অজ্ঞানের কার্য্য যে আত্মার অন্তরাত্মাকে অন্তরে না দেখিয়া তাঁহাকে দূরে অন্বেষণ করে, আকাশের অতীত পদার্থকে আকাশের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবে শরীর ও মনের ধর্ম আরোপ করে, উপমা রহিতের প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করে। দেখ, ঈশ্বর প্রসাদাৎ এই অজ্ঞান-অন্ধকার এ দেশ হইতে কেমন শীঘ্র শীঘ্র তিরোহিত হইতেছে; এই অল্প দিনের মধ্যে পরব্রহ্মের উপাসনার কত বিঘ্ন ও কত বাধা নিরাকৃত হইয়াছে। পূর্বে পরম পূজ্য রামমোহন রায় দশ জনের মন হইতে যে অজ্ঞান-জনিত কুসংস্কার সম্যক রূপে বিনাশ করিতে পারেন নাই, এই ক্ষণে সহস্র সহস্র অল্প বয়স্ক যুবকেরাও তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে। এক্ষণকার যুবকদিগের হৃদয়ে কখন এ বিশ্বাস স্থান পায় না যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় শরীরী অথবা তিনি কোন প্রকার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী লোকে অবতীর্ণ করেন। “নেতি নেভ্যাত্মা অগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে।” প্রাচীন ঋষিদিগের এই মহাবাক্য তাঁহারা সম্যক রূপে বুঝিয়াছেন।

কিন্তু হে যুবকগণ! তোমরা যে এই অখিল জগৎ সংসারের সৃষ্টি কর্তাকে সৃষ্টির অতীত পদার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছ, সেই অন্তরতম প্রিয়তমকে আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতে জ্ঞান-

চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ সন্দর্শন পাইয়াছ কি না? করতল দ্বারা যেমন আমলক ফল স্পর্শ করা যায়, তদ্রূপ আপনার নিষ্পাপ পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই সর্বব্যাপী অন্তরাত্মাকে সংস্পর্শ করিতে পারিয়াছ কি না? সেই সকলের অন্তরস্থ ভূমা অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া অশেষ কামনার ফল লাভ করিয়াছ কি না? সেই অমৃত আনন্দ রস পান করিয়া সংসারের দুঃখ শোককে পরাজয় করিয়াছ কি না? যতক্ষণ না এই সংসারকে ছাড়ার স্মার আর সংসারের স্রষ্টা সত্যের সত্যকে আভ্যন্তর ন্যায় সর্বত্র দেদীপ্যমান প্রীতি হইবেক, তাবৎ তাঁহাকে অব্বেষণ করিবে; তাঁহাকে লাভ হইলে আর লাভকে লাভ বলিয়াই জ্ঞান হয় না, গুরু বিপদকে বিপদ বলিয়াই বোধ হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তাঁহাকে অব্বেষণ করে? তাঁহাকে অব্বেষণ করিবার সেই স্পৃহা কই? সেই অল্পরাগ কই? শরীর রোগগ্রস্ত হইলে যেমন ক্ষুধা মান্দা হয়, তদ্রূপ মন পাপ ভারে প্রপীড়িত হইলে তাহাতে ঈশ্বর-স্পৃহা ক্ষুণ্ণিত পায় না। প্রচুর ধনশালী হইয়া রোগী হইলে যে দুর্দশা, জ্ঞানবান্ হইয়া পাপী হইলে সেই দুর্দশা। ধনী ব্যক্তিদিগের স্নানোত্তম অন্ন বাঞ্ছন আহরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও রোগ প্রযুক্ত তাহাতে মনের প্রবৃত্তি হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ ধ্যান করিবার সামর্থ্য থাকিলেও পাপ প্রযুক্ত তাহাতে মনের স্পৃহা হয় না। অতএব পাপ কর্ম হইতে বিরত হইয়া ঈশ্বর স্পৃহাকে উদ্দীপন না করিলে ঈশ্বর লাভের সম্ভাবনা নাই। যদি অল্পরাগ ব্যতীত কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না, তবে ঈশ্বরেরেতে বাহারদিগের অল্পরাগ নাই, তাহারা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিবে? “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তসৌম্যাত্মা বৃণুতে তস্মৎ স্বাং।” “অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যে সাধক সম্পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সম্মিথানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।” যাহার তাঁহাতে স্পৃহা আছে, তিনি যতক্ষণ না তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন,

ততক্ষণ তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। তাঁহার নিকটে সূর্য্যরশ্মি অন্ধকার প্রায় হয়, তাঁহার নিকটে শশী নক্ষত্র শোভা শূন্য হয়, তাঁহাকে স্নুশীতল বায়ু শীতল করিতে পারে না। তিনি ভূষিত যুগের স্মায় তাঁহাকে অব্বেষণ করেন এবং ভূষিত যুগ যেমন জল প্রাপ্ত হইলে পরিতৃপ্ত হয় তিনিও তক্রূপ সেই অমৃত লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়েন। তিনি কি পুণ্যবান ব্যক্তি! যিনি বহু অব্বেষণ পরে সকল কামনার পরিসমাপ্তি, অনন্ত স্নুখের আকর, অজর, অমর, অভয় পুরুষকে লাভ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কি ভাগ্যবান! যিনি সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতেছেন। তিনি যখন চক্ষু উন্মীলন করেন, তখন এই অনন্ত আকাশে সেই অরূপী পরমেশ্বরের বিচিত্র রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার গুণ গ্রাম গান করেন এবং যখন তিনি চক্ষু নিমীলন করেন, তখন স্তব্ধ হইয়া চেতনের চেতনকে মনের অভ্যন্তরে অনুভব করেন। তিনি প্রত্যকরে তাঁহার প্রভা, চন্দ্র-মণ্ডলে তাঁহার শোভা, নক্ষত্র-গহনে তাঁহার জ্যোতি, প্রতি পুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাতৃ-হৃদয়ে তাঁহার স্নেহ, দয়ালুর মনে তাঁহার দয়া, বিশ্ব-সংসারে তাঁহারই ভাবের আবির্ভাব দেখেন; অথচ জানেন তিনি ইহার কিছুই নহেন। তিনি প্রভা নহেন, তিনি জ্যোতি নহেন; তিনি স্নেহ নহেন, তিনি দয়া নহেন; তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার নাম নাই। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গল স্বরূপ। যে মঙ্গলময় নিগূঢ় ভাবের এই বিশ্বরূপ আবির্ভাব, তাঁহাকে না মনেতে পাওয়া যায় না বাক্যেতে কহা যায়। ইন্দ্রিয় ও মন তাঁহার সেই নিগূঢ়-ভাব অনুধাবন করিতে গিয়া স্তব্ধ হয়। চক্ষু দ্বারা সেই অবর্ণকে বর্ণরূপে দেখা যায়, কর্ণ দ্বারা সেই অশব্দকে শব্দরূপে শুনা যায়, মন দ্বারা সেই অমনাকে মনো-রূপে প্রতীতি হয়, কিন্তু সেই অচিন্ত্য নিগূঢ়-ভাবকে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। “ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রভারকং নেমাবিছ্যতোভাস্তি কুতোযমগ্নিঃ। ভমেব ভাস্তমহুভাতি সর্ব্বং ভস্য ভাস্য সর্ব্বমিদং বিভাতি।” “সূর্য্য ভাহাকে প্রকাশ করিতে

পারে না এবং চন্দ্র তারাত্তরীহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিহ্বাৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপামান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অন্তপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।” তাঁহার প্রকাশেতে এই সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে, তিনি যে কি ভাষা কেবল তিনিই জানেন। “সবেস্তি বেদ্যাং ন চ তস্যাশ্চি বেস্তা।” “তিনি যাহা কিছু বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কৈহ জ্ঞাত নাই।”

যখন আমরা নিজাতে অভিজুত থাকি তখনও যিনি জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের কাম্য বস্তু সকল নির্মাণ করিতে থাকেন, তিনি অসে স্থলে শূন্যে সর্বত্র সমভাবে রহিয়াছেন। তিনি উবািকালের অরুণ কিরণে, নিশানাথের শুভ্র রশ্মিতে, পর্বতের উচ্চতম শিখরে, সমুদ্রের তীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তিনি এই জগৎ রূপ স্তম্ভস্থান মনোহর প্রাসাদকে আপনার অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিতেছেন। তিনি আমারদিগের শরীর রূপ মন্দির মধ্যে মন আসনে আসীন হইয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি এই সমাজেতেই বর্তমান রহিয়াছেন। এই সমাজে এই সকল দীপমালা হইতে যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সেই জ্যোতির জ্যোতি, শুদ্ধ, অপাপ, বিদ্ধ জাঙ্ঘল্যমান প্রকাশ পাইতেছেন এবং এখানেই বর্তমান থাকিয়া আমারদিগের প্রত্যেকের মনের ভাব পরীক্ষা অবলোকন করিতেছেন, তাঁহার মহিবার ঘোষণা শ্রবণ করিতেছেন ও আমারদিগের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে কৃতান্তনি পূর্বক আমার এই প্রার্থনা যে তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্মণ্য পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করুন।”

ও একমেবাস্বভাৱং।

১৭৭৭ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বস্তুতা ।

ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, যে এ ক্ষণে এদেশীয় অনেক সদ্ধিদ্যাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও ধর্ম প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হওয়াতে তাঁহারা সম্পূর্ণ যুক্তি মূলক সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে অমুরাগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম বাহাতে সম্পূর্ণ রূপে ভ্রম প্রমাদ বর্জিত পরিপুষ্ট হয়, তাহার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা কোন মনুষ্য কল্পিত কাল্পনিক শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা চালিত হইয়া বৃথা ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন না এবং কোন অযৌক্তিক ও অমূলক বচন প্রমাণও তাঁহাদিগের প্রত্যয়ের মূলে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার অমূলক প্রত্যয়ের অধীন হইয়া কুৎসিত জিয়ার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দেশীয় জনগণ যে সমস্ত কুসংস্কারের অনুরোধে অদ্যাপি নানা প্রকার অলীক কার্যের আচরণ করিয়া আনিতেছে তাঁহারা সেই সমস্ত বহুমূল কুসংস্কার তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে সমূলে উন্মূলন করিবার জন্য সাতিশয় বাত্র হইয়াছেন এবং নানা দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের যে সকল দুষ্কৃত্য শাসন জালে জড়িত হইয়া বহু সংখ্যক মনুষ্য অদ্যাপি অসত্যের পথে ভ্রমণ করিতে বাধ্য রহিয়াছে, তাঁহারা নানা প্রকার যুক্তি ও তর্করূপ অঙ্গি দ্বারা সে সমস্ত শাস্ত্রের ভ্রম গ্রহি সকল ছেদন করিয়া মনুষ্য কুলকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। যে সকল কাল্পনিক ধর্ম গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিলে কত কত বিজ্ঞান বিৎ বুৎপন্ন কেশরী ব্যক্তির স্তম্ভ বুদ্ধিও জড়ীভূত হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হইলেও বাহার একটি বাক্যে অপ্রত্যয় করিতে অনেকের ভয়সা হয় না, তাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ মছন পূর্বক তাহার সমুদায় সারাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অসার

তাঁগ অনায়াসে ভ্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম নিয়ন্তা জগদীশ্বর সমুদায় মনুষ্যবর্গের মন ভূমিতে অবি-
নশ্বর অক্ষরে যে ধর্ম শাসন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এবং এই
বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থের মধ্যে জগদীশ্বর-প্রণীত যে সমস্ত ধর্ম
নিয়ম প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাই অজান্তে যথার্থ ধর্ম এবং
তাহাই মনুষ্য জাতির অবলম্ব্য ও উপসেব্য। বাহাতে উক্ত
ধর্মের অবলম্বন অনুসারে মনুষ্য জাতির সমুদায় ধর্মাত্মতান
সম্পূর্ণ রূপে দোষ শূন্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তাঁহারা প্রাণ পণে
তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাক্রম হইয়াছেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঁহাদিগের হৃদয়ে উক্ত প্রকার মহৎ
ভাবের উদয় হইয়াছে, বাঁহারা ধর্মরূপ অমূল্য বস্তুকে ভ্রমপঙ্ক
হইতে উদ্ধার করিয়া উজ্জ্বল করিতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদি-
গের ইহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক, যে ধর্ম
যেমন মনুষ্য জাতির ভূষণ স্বরূপ, ঈশ্বরোপাসনা তেমন ধর্মের
অলঙ্কার স্বরূপ, মনুষ্য সহস্র সহস্র বিদ্যায় বুৎপন্ন হইয়া ধর্ম
বিহীন হইলে যেমন তাহার কিছু মাত্র গৌরব থাকেনা এবং
সে কস্মিন্ কালেও সম্পূর্ণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে
না ধর্মও সেই রূপ সহস্র প্রকার সংক্রিয়া ও কর্তব্যাত্মতান
দ্বারা পরিপূরিত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব বর্জিত হইলেও তাহার কিছু
মাত্র মহত্ত্ব থাকে না এবং তাহাকে কোন রূপে প্রকৃত ধর্ম
বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতি ধর্মের প্রাণ
স্বরূপ, যে ধর্মে জগদীশ্বরের প্রীতিরসের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ নাই
তাঁহার তুল্য মাধুর্য হীন কঠোর বস্তু আর কি আছে? প্রাণহীন
মৃত দেহের যেমন কোন সৌন্দর্য—কোন মাধুর্য প্রকাশ পায় না,
ঈশ্বর-প্রীতি শূন্য নীরস ধর্মেরও সেই রূপ কিছুকাত্রে সৌন্দর্য
ও কোন মাধুর্য থাকে না। ঈশ্বরোপাসনা সকল ধর্মের মূলা-
ধার, অতএব ধর্মের উন্নতি সাধন ও সৌন্দর্য বর্দ্ধন করিতে যত্ন-
শীল হইলে সর্বদা ইহা মনে রাখা আবশ্যিক যে, বাহাতে
ধর্মমূল জগদীশ্বরের প্রতি আমাদেরিগের আস্থা ভক্তি ও প্রীতির
আধিকা হয়, এবং যদ্বারা আমরা অহরহ তাঁহার প্রতি প্রগাঢ়

প্রীতি প্রকাশ পূর্বক তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, কোন ক্রমে যেন তাহার পক্ষে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে। ক্রমে ঈশ্বরকে বিন্মত হওয়া ও তাঁহা হইতে আপনাকে দূরস্থ করা কখন ধর্মোপাস্তির চিহ্ন নহে, ঈশ্বরের স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন বর্জিত ধর্মই যদি শ্রেষ্ঠ ধর্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে নাস্তিকের ধর্মকেই সর্বপ্রাণী গ্রহণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইত।

নিয়ম পূর্বক কতিপয় সাংসারিক কর্তব্য সাধন করাকেই যাঁহার সম্পূর্ণ ধর্ম সাধন মনে করিয়া রাখিয়াছেন—যাঁহার মনে করেন যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া কতকগুলি লৌকিক ও বৈষয়িক বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্বক কার্য্য করিতে পারি সেই প্রকৃত রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হওয়া বাইতে পারে এবং সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম সাধনও করা হয়, পিতা মাতা প্রভৃতি তত্ত্বিত ভাজন গুরুজনদিগকে তত্ত্বিত করা, পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহ পাত্র বর্গকে যথোচিত স্নেহ করা এবং ভ্রাতৃ বন্ধু অমাত্য প্রভৃতি প্রণয়সম্পদ ব্যক্তিদিগের প্রতি উপযুক্ত প্রীতি প্রকাশ করা ইত্যাদি কতিপয় কর্তব্য সাধনকেই যাঁহার ধর্ম সাধনের সীমা মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং আজন্ম ঐ প্রকার কর্তব্য সাধন ও তজ্জনিত সুখ ভোগ বিষয়ে অনুরাগী হইয়াই কাল বাপন করেন, তাঁহাদিগের জাতির আর শেষ নাই। ইহা সত্য বটে যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া সকল বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্বক কার্য্য করিতে পারিলেই ধর্ম সাধন করা হয়, কিন্তু কেবল পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু প্রভৃতি পরিবার বর্গ ও কতিপয় বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই যে সম্পূর্ণ রূপে ধর্মপালন করা হয়, এমত নহে। যে করুণাময় আদিপুরুষ আমাদের মনে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের জন্ত তত্ত্বিত ভাব প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার নিকট হইতে আমরা পুত্রাদির বাৎসল্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যাঁহা হইতে প্রিয়তম বর্গের প্রণয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা আমরা বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি, তাঁহার সহিত

যে আশাদিগের কি পরম সম্বন্ধ, যত দিন আমরা সুন্দররূপে তাহা জ্ঞাত হইতে না পারি এবং সেই সম্বন্ধানুসারে কার্য্য করিয়া অল্পপম সুখে সুখী না হই, ততদিন আশাদিগের কোন প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে ধর্ম সাধন করা হয় না। ততদিন আমরা কেবল ধর্মরূপ অমৃত কলের ত্বকেরই আশ্বাদ গ্রহণ করিতে থাকি, তাহার সুধাময় শস্যের কিছু মাত্র রস ভোগ করিতে পারি না।

আশাদিগের অক্ষু, পাতা ও সুধাদাতা জগদীশ্বরের সহিত যে আশাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা তিনি মনুষ্যের নিকট কোন প্রকারে হৃদয়ের করিয়া রাখেন নাই, তিনি সে বিষয় সকল মনুষ্যেরই প্রকৃতির মূলে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। অচিন্ত্য কৌশল সম্পন্ন এই বিশাল বিশ্বকার্য্য সন্দর্শন করিলে ইহার একটি অনন্ত জ্ঞানময় কারণের সত্তা প্রতীতি হওয়া মনুষ্য জাতির যেমন স্বভাবনিক, সেই রূপ এই জগৎকর্তা পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি, অপার করুণা ও অল্পপম সৌন্দর্য্যের বিষয় আলোচনা করিলে ও তাহার প্রতি আপনা হইতে দৃঢ় ভক্তি প্রগাঢ় প্রীতি, ও ঐকান্তিক প্রকার উদয় হওয়া মনুষ্য জাতিরই প্রকৃতি মূলক। ইহার বুদ্ধি বৃত্তি কোন প্রকার বিষয় দ্বারা বিজ্ঞান্ত না হয় এবং ইহার ধর্ম প্রবৃত্তি প্রকৃতাবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহার আর কখন পূর্বোক্ত সত্যের প্রতি সংশয় জন্মিতে পারে না। অতএব জগদীশ্বরের সহিত আশাদিগের যে কি সম্বন্ধ এবং কি প্রকারে তাহার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহার উপাসনা করিতে হয়, তাহা আমরা স্বীয় স্বীয় মনকে জিজ্ঞাসা করিলেই সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারি, সে বিষয়ে আর অস্ত কোন উপদেশের আবশ্যক হয় না। আমরা যখন তাহার দয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি, তখন কি আর আমরা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারি, যখন আমরা একান্ত চিন্তে তাহার অসীম শক্তি চিন্তা করত সেই কুলবগাহ্য অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে আপনার মনকে লম্বিত করিতে থাকি, তখন আশাদিগের সুদৃঢ় মন তাহার কোন

সীমা না পাইয়া কি উচ্চঃস্বরে ও অকপট ভাবে এই বাণী উচ্চারণ করে না যে, হা! জগদীশ, তোমার জ্ঞানের সীমা কোথায়! এবং তৎকালে কি স্বভাবভই আমারদিগের মন হইতে এক আশ্চর্য্য ভক্তি প্রবাহ উৎপিত হইয়া সেই পরম পুরুষের মহিমা সাগরে মিশ্রিত হইতে গমন করে না? এই রূপে মনুষ্যের মনে যে সময়ে জগদীশ্বরের অল্পপম প্রীতির সুধাময় ভাব উদয় হয়, তখন কি আর সে কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে? মনুষ্য যখন বিবেচনা করিয়া দেখে, যে পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর পদার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহার মনে অসাধারণ আনন্দের সঞ্চার হয় এবং যে সমস্ত প্রীতিকর প্রিয় পদার্থ অবলোকন করিয়া সে অল্পপম সুখ লাভ করে, বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরই সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহার মন আপনা হইতেই প্রেমের সাগর ও সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরেতে প্রীতি করিতে উদ্যত হয়। অতএব জগদীশ্বরকে প্রীতি করা ও ভক্তি করা যে মনুষ্য জাতির স্বভাব-সিদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা শূন্য হইলে যে কোন রূপে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না তাহাতেও কোন সংশয় নাই। যিনি বিশেষ রূপে ঈশ্বর প্রণীত প্রকৃতি মূলক মত্যা ধর্ম্মের তাৎপর্য্যামুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এবং অকপট রূপে তদ্ব্যবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইবেন, যে ঈশ্বরোপাসনা ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, বিনা জগদীশ্বরের উপাসনা কখনই মঙ্গল সাধন পূর্ণ হইতে পারে না এবং তিনি আপনা হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি সহকারে অনবরত জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে নিযুক্ত থাকিবেন।

ঈশ্বরোপাসনা যেমন ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, সেই রূপ উহা মনুষ্য জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা ও মহত্ত্বের মূল কারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা জগদীশ্বরের স্মরণ, মনন ও নিদিখ্যাসন দ্বারা তাঁহার সহঃ ভাব সকল আপনার মনে জাগ্রত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, মর্ত্ত্য লোকে তাহার তুল্য মহত্ত্ববান আর কে আছে? এবং

যে ভাগ্যবান সাধু পুরুষ সর্বদা ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন থাকিতে পারগ হয়, তাহার তুল্য স্মৃতি ব্যক্তিই বা আর কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায় ? যে সাধক সর্বত্র সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে সর্বদা সর্বত্র সাক্ষী স্বরূপে বিরাজমান দেখে, সে কাৰ্য্যত কোন কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার মন মধ্যেও একটি কদৰ্ঘ্য চিন্তার উদয় হয় না । সে ব্যক্তি জনাকীর্ণ নগর মধ্যে যে প্রকার যত্নের সহিত ধর্ম পদবীতে পদচালন করে, জনশূন্য অরণ্য মধ্যেও তদ্রূপ সাবধান হইয়া ধর্মাত্মন করিতে রত থাকে, সে অতি দূরস্থ নক্ষত্র গুণ্ডলে জগদীশ্বরের যাদৃশ প্রকৃতি প্রভা সন্দর্শন করে, আপনার হৃদয় ধামেও তাঁহার সেই রূপ সুষ্পষ্ট আবির্ভাব অবলোকন করিয়া স্মৃতি হয়, সে ব্যক্তি সর্বত্র আপনার পরম পিতা পরমেশ্বরকে বিরাজমান দেখিয়া সকল স্থানে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে উৎসাহান্বিত হয় । তাহার সম্বন্ধে সকল স্থানেই পুণ্য কর্ম সাধনের সমান স্থান হয় এবং সকল অবস্থাই ধর্ম সাধনের কাল হইয়া উঠে । জগদীশ্বরের উপাসনা করিবার জন্ত তাহাকে কোন স্থান বিশেষেও গমন করিতে হয় না এবং কাল বিশেষের জন্তও তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না ; যে স্থলে যখন তাহার চিন্তের একাগ্রতা হয় তখনই সেই স্থানে সে ব্যক্তি আপন উপাস্ত দেবের উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে । তাহার নিকট বিস্তীর্ণ সাগর গর্ভেও যেমন তীর্থ, অত্যাচ্ছ পরিত শিখরও সেই রূপ পুণ্য স্থান । অতএব তাহার তুল্য গৌরবান্বিত মহৎ মহুঘা এ ভূমণ্ডলে আর কে হইতে পারে । যে ভাগ্যবান পুরুষ সর্বদা সেই স্মৃতি দাতা পরমেশ্বরকে আপন হৃদয় ধামে ধারণ করিতে সক্ষম হয় এবং সর্বদা আপনাকে তাঁহার প্রেম সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, তাহার যে আর স্মৃতির সীমা থাকে না, এ কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য । ব্যস্ততার দ্বারা আনন্দদিগের ধর্মেতে দৃঢ়তা জন্মে এবং স্বভাবের সমতা হয়, বাহাদুরা আনন্দদিগের শান্তির উন্নতি ও মনের মহত্ব উৎপত্তি হয় তাহার তুল্য স্মৃতির বিষয় আর সংসার মধ্যে কি আছে ? স্মৃতি দাতা জগদীশ্বর আনন্দদিগের জন্ত এ পৃথিবীতে

যত প্রকার সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে তাহার একটি সুখও পরিভাগ করিতে হয় না, প্রত্যুত তন্দ্বারা সেই সমস্ত সুখ আরও আশাদিগের নিকট দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠে। প্রিয় বন্ধুর হস্ত হইতে কোন সুখদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সে দ্রব্য উপভোগ করিয়া যাদৃশ সুখী হওয়া যায়, সামান্যত কোন সুখকর বস্তুর উপভোগ দ্বারা কি কখন সে প্রকার সুখ উৎপন্ন হইতে পারে? পিতা প্রমত্ত বদনে স্নেহ পূর্বক সন্তানকে কোন প্রসাদ চিহ্ন প্রদান করিলে, তন্দ্বারা সন্তানের মনে যে প্রকার আনন্দ জন্মে, সহজে কোন বস্তু দ্বারা কি কখন তাহার মনে তাদৃশ আনন্দ জন্মিতে পারে? অতএব যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি আনন্দময় পরমেশ্বরকে সর্বদা প্রণয়াম্পদ পরম বন্ধু রূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভক্তি ভাজন পিতৃরূপে অহরহ সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ পৃথিবীতে কোন বিষয়ে সুখ ভোগ করিয়া যে প্রকার আনন্দ লাভ করেন, যাহার ঈশ্বরেতে তাদৃশ ভক্তি ও প্রীতি না থাকে সে ব্যক্তি কখনই সে রূপ সুখ ভোগ করিতে পারে না। ঈশ্বরপরায়ণ প্রেমিক ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে যে কোন প্রকার সুখ লাভ করেন, তিনি তখন তাহার মধ্যে তাঁহার প্রণয়াম্পদ পরমেশ্বরের অসদৃশ প্রেমময় ভাব সন্দর্শন করিয়া এক আশ্চর্য্য ও অনির্বচনীয় সুখে সুখী হইয়েন, অতএব তাহার সুখের সহিত কখন সামান্য সুখের তুলনা হইতে পারে না। অপিচ যে পুরুষ সর্বদা জগদীশ্বরের প্রেমে আপন মনকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, সে যে আর একটি প্রকার আশ্চর্য্য সুখ ভোগ করে, তাহার সহিত সংসারের কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না এবং যে ব্যক্তি কখন সে সুখ উপভোগ না করিয়াছে সেও কখন কেবল অমুশার দ্বারা সে সুখের অমুভব করিতে সমর্থ হয় না। অরণেশ্বর যেমন সুপ্রাথম সঙ্গীত আলাপের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য শ্রান্ত রহিয়াছে, রসনা যেমন উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের রস নাধুরী আনন্দ করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে এবং অরণেশ্বর যেমন সৌগন্ধ কুসুম সৌরভ দ্বারা ভূগু হইবার জন্য সতত ইচ্ছা করিতেছে,

সেই রূপ জগদীশ্বরের প্রেমামৃত পান দ্বারা তৃপ্ত হইবার জন্য অনবরত জীবাঙ্গার একটি স্পৃহা উদ্ভব হইতেছে। এ পৃথিবীর কোন পদার্থ দ্বারা তাহার সে স্পৃহা পূর্ণ হইতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না জীবাঙ্গার উক্ত স্পৃহা পূর্ণ হয়, সে পর্য্যন্ত কোন মতেই আঙ্গার শান্তি হয় না। মান, যশ, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি কোন প্রকার পৃথিবীর বস্তুতে আঙ্গার সে নির্মল শান্তি সাধন করিতে পারে না এবং কিছুতেই আঙ্গার তৃপ্তি হয় না। মধু-পানোদ্যত মধুকর যে প্রকার মধুহীন পুষ্পে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে, মনুষ্যের আঙ্গাও এ পৃথিবীর বিষয়ে সেই রূপ অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, ব্যাপক কাল কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহার আঙ্গা তৃপ্ত হইবার জন্য এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে জগদীশ্বরের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই প্রকৃত রূপে তৃপ্তি লাভ করে। অতএব সেই প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বরেতে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেই যে মনুষ্য প্রকৃত স্মৃতি স্মৃতি হয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাহার আঙ্গা একবার সেই অল্পমাত্র স্মৃতির আশ্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আর সংসারের কোন স্মৃতি রত হয় না, তাহার মন তৃপ্তি চাতকের ন্যায় এক দৃষ্টে উর্দ্ধ মুখে সেই জগদীশ্বরের প্রেমামৃত বিগলিত স্মৃতি দ্বারা প্রাপ্ত হইবার জন্য নিরন্তর একাগ্র হইয়া কালযাপন করে এবং সেই প্রীতি রূপ স্মৃতিপানে সবল হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হে ব্রাহ্মগণ! ইহা একবার আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং কোন পথে গমন করিতেছি, আমাদিগের অবলম্বিত ব্রাহ্ম-ধর্ম কোন মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং কোনদিক লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করা সর্বদাই উচিত, লক্ষ্য স্থির না করিতে পারিলে সকল বিষয়েতেই বিভ্রান্ত হইতে হয়। বাণিজ্য ব্যবসায় যেমন লাভালাভ স্থির করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে কৃতকার্য্য হইতে পারে যায় না, ধর্ম বিষয়ে ও সেই রূপ আপনাদের লক্ষ্য স্থির না থাকিলে তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া

সাধা হয় না। আমরা যদি মন মধ্যে সর্বদা এই লক্ষ্য স্থির রাখি, যে আমরা চির কাল এ পৃথিবীতে বাস করিতে আসি নাই এবং পৃথিবীর যাবতীয় সম্বন্ধ কখন চির কাল আমাদের সহিত লিপ্ত থাকিবে না, কিন্তু আমরা যাহার রাজ্যে বাস করিতেছি, তিনি নিত্য কালের অধিপতি এবং অনন্ত রাজ্যের স্বামী, তাঁহার সহিত আমাদের যেরূপ তাহাই চির কাল স্থায়ী থাকিবে এবং তাঁহারই আশ্রয়ে চির দিন আমাদের বাস করিতে হইবেক। আমাদের মনে যদি ইহা নিশ্চয় স্থির হয় যে আমরা যে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতৃ বন্ধু গণের প্রণয় পাশে মুগ্ধ হওয়াতে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কালযাপন করিতেছি এবং যে ধন মান যশ সম্পত্তির অনুরোধে এক এক সময় ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার গণকে অবশ্যই ত্যাগ করিয়া এক দিন এখান হইতে আমাদের গমন করিতে হইবেক এবং আমাদের এ পৃথিবীর ধন মান, যশ, সম্পত্তি সকল এ পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবেক কিন্তু যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কাল যাপন করিতেছি, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন না এবং যে ধর্মকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সেই ধর্মই কেবল আমাদের সঙ্গের সঙ্গী হইবেক, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমাদের মনের গতি ও কার্যের প্রকার আর এক রূপ হইয়া যায়। আমরা উৎসাহ পূর্বক ধর্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং প্রাণপণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছুক হই, ধর্মের নিমিত্ত যদি আমাদের অনেক প্রকার বৈষয়িক চুঃখ স্বীকার করিতে হয় তাহাতেও আমাদের বিশেষ ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। যে সুখ আমরা নিত্য কাল ভোগ করিতে পারিব, অবশ্যই আমরা সেই সুখ সঞ্চয় করিতে উদ্যোগী হই এবং তাহাতেই আমাদের বিশেষ আস্থা ও বিশেষ যত্ন উপস্থিত হয়। হে ব্রাহ্মগণ! অবশেষে আমার এই নিবেদন যে আমরা যে বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম পথের পথিক হইয়াছি, তাহা যুগভৃষ্ণিকায় জল বোধের ন্যায় ভ্রম বিশ্বাস নহে,

তাহার তুল্য সমূলক সত্য বিশ্বাস আর কিছুই নাই, আমরা যথার্থ সুখা সিন্ধুকেই লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছি, অতএব আমরাদিগের আশা কখন বিফলা হইবেক না ।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৮ শক ।

সাংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

• প্রথম বক্তৃতা ।

মাঘ মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়, অদ্য সেই মাঘ মাসের একাদশ দিবস । অদ্য আমরাদিগের পরমানন্দের দিবস, আমরা ইহার তুল্য আনন্দময় উৎসব দিবস সম্বৎসরের মধ্যে আর প্রাপ্ত হই নাই । মনের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, কোন প্রিয়তম প্রীতিকর ঘটনার আনন্দময় কোন বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইলে আপনা হইতেই আনন্দের উদয় হয় । যে স্থানে কোন অসাধারণ মাজলিক কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যে লোকের প্রিয়তম কোন পরম কলাগকর প্রিয়তম কার্য্য অসুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান ও সেই লোককে প্রত্যক্ষ করিলে অথবা তাঁহার নাম স্মরণ করিলে যেমন মনোমধ্যে আপনা হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়, সেই রূপ বৎসরের মধ্যে যে সময় ও যে দিবসে কোন কলাগদায়ক ঘটনা সম্ভূত হয়, সেই সময় ও সেই দিবস উপস্থিত হইলেও মনেতে আপনা হইতে একটি অপূর্ব আনন্দ জন্মে । যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় সুধাপান করিয়া আপনাদিগের চিত্ত ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা ইহার প্রদত্ত দুর্লভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মের কণ্টকাক্রান্ত পথ হইতে পরাংমুখ হইয়া ব্রাহ্মধাম গত সত্য ধর্ম্ম রূপ সরল পথের পথিক হইতে পারিয়াছেন এবং যাঁহারা এই সমাজে উপবেশন পূর্বক এই ধর্ম্মের অপূর্ব তত্ত্ব শ্রবণ করত আপন মনকে জগদীশ্বরে সমাধান করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিয়াছেন, এই দিবস তাঁহাদিগের পক্ষে অতুল আনন্দের দিবস । অদ্য তাঁহাদিগের

মন অবশ্যই আঙ্লান্দ সাগরে ভাসমান হইতেছে, অদ্যকার প্রভাতকে তাঁহারা স্মৃপ্রভাত মনে করিয়াছেন, অদ্যকার সূর্য্য তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়াছে এবং অদ্যকার এই যামিনীকে তাঁহারা মধু যামিনী বোধ করিতেছেন। যাঁহার উপাসনার জন্য ১১ মাঘে এই সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারই প্রসাদাৎ ইহা এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ক্রমাগত উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারই আরাধনার জন্য অদ্য আমরা সকলে এস্থলে সমাগত হইয়াছি অতএব এ ক্ষণে সকলে একবার তাঁহার মহিমা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করা উচিত। সেই সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বনিয়ন্তু পরম পুরুষ যে কোন সূত্রে ও কোন কৌশলে আমাদের শুভ সাধন করেন, তাহা কাহার সাধ্য যে বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে সক্ষম হয়? যে বঙ্গদেশে ক্রমাগত কাল্পনিক ধর্ম্ম বিরাজ করিয়া আপনার দুঃশেছদ্য কুটিল জাল বিস্তার করত বহু সংখ্যক অবোধ লোককে দূত্বের রূপে বন্ধ করিয়াছে, যেখানে ধর্ম্মের মূর্ত্তি নানামতে বিকৃত হইতে আর ক্রটি হয় নাই, যেদেশীয় লোকে ধর্ম্ম সাধক জ্ঞান করিয়া কোন প্রকার কুক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আর অপেক্ষা রাখে নাই, যে দেশীয় লোকের মনঃকল্লিত আবাস্তব ধর্ম্মানুগত অনুষ্ঠান সমূহের নাম শ্রবণ করিলে যথার্থ ধর্ম্ম-পরায়ণ লোককে স্তব্ধ হইতে হয় এবং ক্রমাগত অলীক ধর্ম্ম রূপ অন্ধ কূপ মধ্যে বাস করাতে যে দেশীয় লোকের জ্ঞান চক্ষু এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে সত্য ধর্ম্ম রূপ নির্ম্মল রত্নের কণামাত্রও তাহাদিগের চক্ষে সহ্য হইত না। কে মনে করিয়াছিল যে সেই বঙ্গদেশে এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া তত্রস্থ লোকের মানসস্থিত ভ্রমাজ্জকারকে দূর করিবে এবং তাহাকে পরম সত্যের অধিষ্ঠান ভূমি করিয়া তাহার মহত্ত্বের কীর্ত্তি পতাকাতে সর্ব্বত্র উড্ডীন করিবে? কাহার মনে ছিল যে সেই জ্ঞানহীন বঙ্গ ভূমি হইতে জ্ঞান চর্চিত দ্বীপ দ্বীপান্তরের মনুষ্য সকল নির্ম্মল ধর্ম্ম তত্ত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবে এবং সেই বঙ্গ ভূমি হইতে পবিত্রতর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কিরণ জাল দিগ্দিগন্তরে ধাবিত হইবে? কিন্তু

সেই অনির্করণীয় অশেষ শক্তি সম্পন্ন করুণাকর আদি পুরুষের এমনি অপার মহিমা যে তিনি কৃপা করিয়া এই তমসাক্ষর দেশে এক মহাপুরুষকে অবতীর্ণ করিয়া এখানে এই পরমোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবার কারণ সৃজন করিলেন এবং সেই মহাপুরুষ হইতেই প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হইল । যে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের প্রযত্নে প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হয়, এ ক্ষণে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শরীর পুলকে পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ভাবেতে কণা অপরূহ হইতেছে, বোধ হয় সেই বিশ্ব বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের নাম এ দেশীয় আবার বুদ্ধ সকল লোকেরই শ্রুতি গোচর হইয়া থাকিবে এবং সেই অসামান্য কীর্ত্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বহু দূর স্থিত দ্বীপান্তরীয় লোকের নিকটও অপরিচিত নহেন । তিনি যে সূত্রে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন এবং তাঁহা হইতে যে প্রকারে এই চিরস্থায়ী মহাদ্ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য । ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত হুডামণি সর আই-জেক নিউটন যেমন বৃক্ষ হইতে একটি ফল পতন হইতে সন্দর্শন করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা করত অপরূপ জ্যোতির্বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন বিশ্বমান্য উইলিএম হার্কি সাহেব যে রূপ শরীরস্থ শিরা মধ্যে কবাটবৎ সমূহ অবরোধ স্থান সন্দর্শন করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শোণিত সঞ্চরণের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেই প্রকার এ দেশের কাল্পনিক ধর্মের বিকৃত ভাব সন্দর্শন পূর্বক তাহা নিবারণ করিবার উপায় অন্বেষণ করত এবং সত্য ধর্মের স্বরূপ চিন্তা করত অতি সামান্য সূত্রে ব্রাহ্ম-ধর্মের এই পরম তত্ত্ব প্রকাশ করেন । তৃষ্ণাতুর যুগ যেমন সূশীতল জল প্রাপ্ত হইলে তৃপ্ত হয়, ধর্ম তৃষ্ণাতুর রাজা রামমোহন রায়ও সেই রূপ এই পরম ধন ব্রাহ্ম-ধর্মের মর্ম লাভ করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং তিনি যে অপরূপ অমৃত পান করিয়া আপনায় ধর্ম তৃষ্ণার শান্তি করিলেন, সেই সুখা পান করাইয়া সকলকে সুখী করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিলেন । রামমোহন রায়ের মন স্বার্থপর

সামান্য পুরুষের ন্যায় ছিল না, তিনি যে কোন অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহা কেবল আপনি লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন এবং কেবল আপনার সুখেই সম্পূর্ণ সুখ জ্ঞান করিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি এই ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমাগত মুক্তচিত্তে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই ধর্মের উন্নতি সাধন করণার্থে নিরন্তর ব্রতী হইলেন। বাহাতে সর্বদেশীয় ও সকল জাতীয় লোকে ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ অমৃত রসের আশ্বাদ গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে, তিনি ক্রমাগত তদুপযোগী নানা পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে যথার্থ ধর্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিতে ষাটশ বৎসর ও যে পর্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা এই রূপে বৎসরান্তে এক দিন কিয়ৎকাল বর্ণন করিয়া কি প্রকাশ করিব, তাহা প্রতি দিন কীর্তন করিলেও শত বৎসরে শেষ হইবার নহে। রাজা রামমোহন রায় যে দিন কোন এক ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্মের উপদেশ প্রদান করিতে না পারিতেন সে দিবসকে তিনি বিফল বোধ করিতেন এবং যে দিন তিনি কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির মনে জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বের আবির্ভাব করিতে সক্ষম হইতেন সে দিবসকে তিনি পরম শুভ দিন বলিয়া গণ্য করিতেন, তিনি এ দেশের নিত্যা কল্যাণের কারণ হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই জননী জন্ম ভূমির যথার্থ হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বজাতির প্রকৃত মঙ্গলের বীজ বপন করিয়াছেন, তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া এ দেশ পৃথিবী মধ্যে ধন্য হইয়াছে এবং তাঁহার উৎপত্তি জন্য হিন্দু জাতি সংসার মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তিনি আমাদিগকে যে ঋণ পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কোন কালেই মুক্ত হইতে পারিব না এবং তাঁহার অসদৃশ অমৃত গুণাবলী আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না, তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিতে পদের বিচার করেন নাই, মানের বিচার করেন নাই এবং আপনার ভোজন পান শয়নাদি কোন প্রকার শারীরিক কার্যেরও নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। নীচ হটক আর তদ্রূপ

হউক ধনীই হউক আর নির্দীন হউক পণ্ডিতই হউক আর মুর্থই হউক প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি গমন করিত তিনি তাহাকেই ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়া সাদরে সকল বিষয় জ্ঞাত করিতেন, আহার কালেও তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমাল্লরাগী হইয়া গমন করিলে তিনি আহার পরিত্যাগ পূর্বক হৃষ্ট মনে তাহাকে ঈশ্বর প্রসঙ্গ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন এবং তাঁহার শয়নের সময় কেহ পরমার্থ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেও তিনি তাহাতে উন্মত্ত হইয়া নিদ্রাকে বিন্মৃত হইতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় লোককে জগদীশ্বরের প্রেম-রসের রসিক করিয়া সুখী করিবার জন্য সর্বদা যত্ন করিতেন, সেই রূপ স্বদেশ মধ্যে জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য প্রচলিত ও অপ্রিয় কার্য্য রহিত করিয়া তাহার শ্রীমস্বর্ধনে সভত অল্পরাগী ছিলেন, তাঁহারই প্রযত্নে সহ গমন নিবারণ হইয়া ভারত ভূমি স্ত্রী হত্যা রূপ গুরুতর পাপ ভার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং তাঁহার যত্ন হেতু এ দেশীয় লোকের কুসংস্কার জনিত অনেক কুকর্ম্ম নিবারিত হইয়াছে। যে শুভকর বিধবা বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে এ ক্ষণে আমরা আফ্লাদিত হইতেছি; রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জীবদ্দশায় সেই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার জন্য অনেক আয়াগ ও অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; এক প্রকার তিনিই এ শুভ কর্ম্মের সূত্র পাত করিয়া যান, তিনি জীবিত থাকিয়া তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধি সন্দর্শন করিলে তিনি যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেন তাহা আমরা মনে-তেও ধারণ করিতে পারি না! যাহা হউক তাঁহার সেই শুভ কামনা যে জগদীশ্বর এত দিনে পূর্ণ করিলেন ইহাতে আমরা সকৃতজ্ঞ চিন্তে ঈশ্বর পদে বার বার প্রণিপাত করি। রামমোহন রায়ের মনে যে এই রূপ কত প্রকার মঙ্গল সঙ্কল্প ছিল, তাহা আমরা কি বলিব, তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হইলে মর্ত্য লোক এক্ষণেই স্বর্গ লোক হইয়া উঠে। নিত্য কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর উন্নতির সহিত তাঁহার মঙ্গলময় সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইতে থাকিবে। ফলতঃ তিনিই প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য এবং যথার্থ গৌরবান্বিত।

যে পথে গমন করিলে মনুষ্য যথার্থ রূপে গৌরবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে তিনি সেই পথের পথিক হইয়াই যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী মধ্যে কৰ্মক্ষম কীর্ত্তি কুশল পুরুষের অভাব নাই, জল স্থল সকল স্থানেই মনুষ্য জাতি বিরাজ করিতেছে এবং প্রায় সর্বত্রই মনুষ্যের কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যখন কোন নদী তীরে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করি তখনও শত শত ব্যক্তিকে শত শত প্রকার কার্য্যে আবৃত দেখিতে পাই এবং যখন কোন গ্রাম নগর বা বিপণি মধ্যে প্রবেশ করি তৎকালেও নানা মনুষ্যকে নানা ব্যবসাতে ব্যাপৃত সন্দর্শন করি, কিন্তু যে মনুষ্য দ্বারা পৃথিবীর নিত্য কল্যাণ উদ্ভাবিত হইতে পারে, যাহার প্রযত্নে মনুষ্যের নিত্য মঙ্গল সঞ্চারিত হয়, যে ব্যক্তি কেবল আত্ম সুখে সুখী না হইয়া স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত থাকে এবং অন্যের সুখ সাধন করিয়া সুখী হয়, সে প্রকার উদার স্বভাব মহৎ মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, সেই স্বার্থপরতা শূন্য সাধু ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য পদ বাচ্য এবং সেই ব্যক্তিই যথার্থ রূপে মহত্বের আঙ্গুষ্ঠ। তাহারই প্রতি মন হইতে শ্রদ্ধার ধারা উৎসারিত হইয়া পতিত হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তিই আপনা হইতে সকলের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করে; সুতরাং রামমোহন রায়ের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধার উদয় হওয়া কোন রূপেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি এ দেশের মঙ্গলের জন্য সংখ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া যান নাই এবং প্রশস্ত দীর্ঘিকা ও সুরম্য সরোবর, অত্যাচ্ছ অট্টালিকা বা সুদীর্ঘ রাজ পথ প্রভৃতি কোমল প্রকার অসাধারণ বাহ্যিক কীর্ত্তিও প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু আমাদিগের হিতের নিমিত্ত তিনি যে অমূল্য জ্ঞান ধন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, কোটি স্বর্ণ মুদ্রাও তাহার এক কণার সহিত সমতুল্য হইতে পারে না এবং তিনি এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ যে অপূর্ব্ব মঞ্চ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, কোটি শতাব্দেও তাহার এক বিন্দু মাত্র ক্ষয় হইবার নহে, তিনি এমন অক্ষয় কীর্ত্তি করিয়া যান নাই যে তাহা কস্মিন্ কালে কোন রূপে অপনীত হইবে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির সহিত তাহার মহিমা

মঞ্চ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং তছুপরি তাঁহার কীর্ত্তি পতাকা নিয়ত উড্ডীয়মান হইবে ।

মনুষ্যের ধর্ম সংস্কার পরিশুদ্ধ না হইলে, যে তাহাকে কি পর্য্যন্ত অধমাবস্থায় অবস্থান করিতে হয় এবং তাহা দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত বিগর্হিত কর্ম্ম অমুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান লোকে অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন এবং তাহা আমাদিগের এদেশে ও অন্যান্য দেশে সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে । এদেশের জ্ঞান হীন ভ্রান্ত লোকে আপনাদিগের মনঃকল্পিত কাঙ্গানিক ধর্মের অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল কুক্ত্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার নাম করিতে লজ্জা বোধ হয় এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মনুষ্য সমাজে সে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকিলে তাহাদিগকে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে হয় এবং অচিরেই তাহার বিনাশ হয় । রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্মের অপূর্ব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত কুক্ত্রিত ক্রিয়ার একেবারে মূল উৎসেদ হইবার পথ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে কোন মতেই কলঙ্কিত হইতে হয় না এবং কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিবার আবশ্যক করে না, প্রত্যুত ইহা দ্বারা মনুষ্য সর্ব প্রকার সংকর্মের আধার হইয়া আপনার জন্মকে সার্থক করিতে পারে এবং সকল প্রকার উৎকৃষ্টতর সুখের আনন্দ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে সমর্থ হয় । এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্মে প্রভারণার নাম নাই, প্রবঞ্চনার লেশ নাই এবং কপটতার ও ভ্রান্তির প্রসঙ্গও নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য মূলক বিশুদ্ধ ধর্ম । ঈশ্বর প্রীতিই এধর্মের প্রাণ স্বরূপ এবং তাঁহারি প্রিয় কার্য সাধনই ইহার অনুষ্ঠান । রামমোহন রায় এই পরমোৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম প্রকাশ করিয়া যেমন আমাদিগকে অসংখ্য প্রকার ভ্রম জাল হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ আমাদিগকে নির্দল ঈশ্বর প্রীতি আনন্দন করিবার অধিকারী করিয়াছেন । তাঁহার মহত্ত্ব গুণ আমরা চির দিন গান করিয়াও শেষ করিতে পারিব না । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের এত উপ-

কার সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উপকার আমরা অদ্যাপি ভোগ করিতেছি এবং চিরকালই আমরাদিগের এদেশীয় লোকে ভোগ করিতে থাকিবে, অনেকে তাঁহার ছুরবগাহ্য মহান্‌ ভাব ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ অলীক কথার আরোপ করিয়া আপনার কর্তব্য সাধনের দ্রুটি করিতেছেন। তাঁহার যে প্রকার তেজস্বিনী বুদ্ধি ছিল এবং তাঁহার ধর্ম্‌ যাদৃশ পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল ছিল, তাহা তাঁহার রাশি রাশি কার্যা দ্বারা প্রকাশিত রহিয়াছে, এবং আমরাও তাহা পুনঃ পুনঃ সকলকে জ্ঞাত করিয়াছি, কিন্তু তথাপি অনেকে তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া অদ্যাপি অনেক প্রকার অলীক অপবাদ রটনা করেন। যে রামমোহন রায় এই তনুসাম্বন্ধ ভারতবর্ষের মধ্যে স্বীয় জ্ঞান বলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, যিনি স্বীয় শক্তি ক্রমে হিন্দুদিগের ভীক্ষু কণ্টকাকৃত শাস্ত্রের নিবিড় বন ভেদ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মের প্রশস্ত প্রান্তরে উপনীত হইলেন, এবং যাঁহার তর্করূপ অসি দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রীয় জন্ম গ্রন্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহাকে কেহ কেহ মতবিশেষাভুবর্তী খ্রীষ্টান বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, যে তিনি একেশ্বর বাদী খ্রীষ্টান ছিলেন অর্থাৎ তিনি ক্রাইস্টকে এক মাত্র পরিত্রাণ কর্তা মনে করিতেন এবং তাহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্ভুত জীব বলিয়া প্রত্যয় করিতেন ও বাইবেল শাস্ত্রকে এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বিবেচনা করিতেন। রামমোহন রায়ের নিষ্কলঙ্ক নামে একলঙ্ক আমরাদিগের কোন রূপেই সহ্য হয় না।

তিনি যে এক মাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পরি-
ত্রাণ কর্তা মুক্তি দাতা মনে করিতেন না এবং কোন মনুষ্যকেই ঈশ্বরের নিয়ম বর্ত্তিত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্ভুত জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না এবং এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন মনুষ্য কল্পিত অন্য কোন গ্রন্থকে এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, তাহা পদে পদেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ উক্ত এই কএকটি বাক্যের প্রতি মনোযোগ করিলেই সকলে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

রানমোহন রায় এক মাত্র অনাদি কারণকেই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর মনে করিতেন, তাঁহাকেই আপনার ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শুভাশুভের কর্তা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তন্মিন্ন আর কোন মনুষ্যকে অদ্বিতীয় ঐশী শক্তি সম্পন্ন বিশ্বাস করিতেন না এবং যেসু গ্রীষ্মকে মনুষ্য জাতির মধ্যে এক জন উৎকৃষ্ট সাধু ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া তাঁহার বাক্য ও কার্যকে সাধু ও মহাজনের চরিতের ন্যায় মান্য করিতেন, রামমোহন রায়ের মনে কিছু মাত্র দ্বेष ছিল না, তিনি কোন গ্রন্থ বিশেষ ও লোক বিশেষকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর গ্রন্থ ও অপর লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেন না, তিনি যে কোন ভাষায় যে কোন গ্রন্থ হইতে মর্থার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই যত্ন পূর্বক গ্রাহ্য করিতেন এবং কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বর পরায়ণ ধার্মিক লোক সন্দর্শন করিলে তাহাকেই শ্রদ্ধা করিয়া তাহার যুক্তি সমেত সাধু কৰ্ম্মের অনুগামী হইতে চেষ্টা করিতেন, এজন্য তিনি বাইবেল গ্রন্থ হইতে যেসু গ্রীষ্ম প্রোক্ত কএকটি সছপদেশ উদ্ধৃত পূর্বক পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে স্থলে ঐ সকল উপদেশের পোষকতা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে ঐ উপদেশ দাতা গ্রীষ্মের প্রতি আপনার মনোগত শ্রদ্ধাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্বারা তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুগত মতের কিছু মাত্র অন্তথা প্রকাশ পায় নাই।

তিনি যৎকালে এদেশীয় পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচার করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে ধাতু কাষ্ঠ ও জল যুক্তিকাদি পরিমিত পদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য এক মাত্র জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, তৎকালে কাহাকেও গ্রীষ্মের শরণাপন্ন হইয়া বাইবেল গ্রন্থের মতানুগত অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি যদি গ্রীষ্মকেই এক মাত্র মুক্তির কারণ জানিতেন, এবং বাইবেল গ্রন্থকেই কেবল ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই সকলকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি

হিন্দু দিগের সহিত বিচার স্থলে কোন কোন একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান দিগের ন্যায় কখনই খ্রীষ্টেরও বাইবেল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কেবল এই মাত্র উপদেশ ছিল, যে তোমরা কাষ্ঠ লোষ্ঠাদির আরাধনা করিয়া কদাপি ঈশ্বর সেবার সুখাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির কারণ আকার রহিত এক মাত্র জগদীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, অনায়াসে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিবে।

দ্বিতীয়ত রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম লইয়া তৎকালীন ফ্লেণ্ড অবইণ্ডিয়া নামক পত্র সম্পাদকের সহিত অনেক বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের প্রতিকূলে বহু প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক কালে তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি স্বীয় ধর্ম প্রত্যয় প্রচার করিবার জন্ত তৌকতুল মোহদীন নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন, “যে জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্য কেহই সম্পন্ন করিতে পারে না। যাহারা তাঁহার নিয়মের বিপরীত কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার অভিমান করে, তাহারা প্রতারক। ধূর্ত ও প্রতারক লোকে নানা প্রকার কুহক ক্রিয়া দ্বারা বর্ষের লোক দিগকে প্রতারণা করে এবং মূর্খ লোকে তাহাদিগের ধূর্ততা ধৃত করিতে না পারিয়া অনায়াসে প্রতারিত হয়। “ভ্রান্ত মনুষ্য দিগের এমনই স্বভাব যে যে কার্য্যের উৎপত্তির কারণ তাহাদিগের বোধ গম্য না হয় তাহাকে তাহারা অলৌকিক বলিয়া প্রত্যয় করে।” তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যাহারা জগদীশ্বর প্রণীত নিয়ম সমস্ত বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখে এবং সমুদায় প্রাকৃতির ঘটনার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হয়, তাহারা কখনই এক জন মনুষ্য দ্বারা সৃত ব্যক্তির জীবন সঞ্চার হওয়া এবং ইহ শরীরে কোন মনুষ্যের স্বর্গ সদ্দশ লোক বিশেষে উপনীত হওয়া প্রত্যয় করিতে পারে না। জগদীশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ কোন প্রকার অসম্ভব ব্যাপার

যে কোন রূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা রামমোহন রায় স্বপ্রণীত নানা গ্রন্থে নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়ত রামমোহন রায় যে কেবল বাইবেল গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র বোধ করিতেন না, কাইফটকে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তির কারণ একমাত্র বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন না, তাহাও তাঁহার রচিত উক্ত ভৌকতুল মোহেদীন নামক গ্রন্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে নানা ধর্মাবলম্বীরা নানা প্রকার মতের প্রচার করিয়াছে, সকলেই স্বীয় স্বীয় মতের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিতে যত্ন করে, কিন্তু তাহাদিগের পরস্পর মত বিরোধের দ্বারাই পরস্পরের মতের খণ্ডন হইতেছে, তাহা অন্য কোন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না প্রত্যেক ধর্মই মনুষ্যের মনঃকল্পিত এই জন্য কেবল ঐ সকল কল্পিত ধর্ম বিষয়ে এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির সহিত মিলিত হয় না নতুবা জগদীশ্বর দত্ত অঙ্গ সকল বিষয়ে তাহাদিগকে এক ধর্মাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মনুষ্যই অগ্নিকে উষ্ণ বোধ করে এবং জলকে শীতল জ্ঞান করে। সকল দেশীয় মনুষ্যই বসন্তের পুষ্প শোভা ও বর্ষার বৃষ্টি ধারা সন্দর্শন করিয়া সুখী হয়, পৌর্ণমাসির অখণ্ড গুণ্ডলাকার পূর্ণ শশধর সন্দর্শন করিলে সকলেরই মনে পুলক জন্মে জ্যোতি সকলেরই প্রিয় এবং অন্ধকার সকলেরই অপ্রিয়, ক্ষুধাতে সকলেই কাতর হয় এবং আহার করিলে সকলেরি তৃপ্তি জন্মে, সৌভাগ্য সকলেরি প্রার্থনীয় এবং দরিদ্রতা সকলেরি অপ্রিয়। ইত্যাদি বহুতর স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ে মনুষ্য জাতিকে এক ধর্মাক্রান্ত দেখা যায়, অতএব বাহা ঈশ্বর প্রণীত তাহাতে কাহারও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাহা কখনই কেহন প্রকার যুক্তির বিরোধী হয় না। মনুষ্য কেবল স্বার্থপর ও অভিমানপর হইয়া এক এক বিশেষ মতের প্রচার করিয়া গিয়াছে এবং অনেক অবোধ লোকে বুদ্ধির অভাবে ও অনেক বুদ্ধিমান লোকে স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে অদম্যপি সেই সেই মতের অনুবর্তী হইয়া রহিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে সকল মনুষ্যের পরমার্থ জ্ঞানের জন্ম ও মুক্তির

নিমিত্ত যে জগদীশ্বর এক জন মনুষ্যকে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন করিয়া প্রেরণ করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া উক্ত করে, যথা মোসলমানেরা মহম্মদকে ও পূর্বতন ইহুদিরা মুসা ও দাউদকে ধর্ম বক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যায় এবং ব্রাহ্মণাদি হিন্দু বর্গে কোন কোন ঋষি প্রোক্ত বচন বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু ইহা দিগের মধ্যে কাহারও মতের সহিত কাহারও ত্রুটি হয় না, যে বিষয়কে এক মতাবলম্বিরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অপর ধর্মাবলম্বিরা তাহাতে আবার নানা বিধ দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, এক মতে যাহাকে ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে অন্য মতে তাহাকেই পাপ কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে সুতরাং তাহাদিগের সকলকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম বক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া সকলের মত স্বীকার করিতে হইলে বিষম বিপর্যায় উপস্থিত হইয়া উঠে, সুতরাং ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ণয় ককিতে হইলে অবশ্য যুক্তিকে অবলম্বন করা আবশ্যিক হয় এবং যুক্তি অবলম্বন করিলে আর কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিতে পারা যায় না এবং বলিবার ও কোন আবশ্যিক থাকে না। দূর দর্শী বুদ্ধিমান লোকে কখনই এপ্রকার যুক্তি বিরুদ্ধ ও পরীক্ষার বিপরীত বিষয় অঙ্গীকার করিতে পারেন না। যে কালে যে যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহার সকলে বাস্তবিক ঈশ্বর প্রেরিত হইলে সকলেরই এক প্রকার মত হইত কাহারও সহিত কাহারও মতের বিরোধ থাকিত না। জগদীশ্বরের নিয়ম অপরিবর্তনীয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, তিনি পৃথিবীর সকল মঙ্গলই একদা জ্ঞাত হইয়া তদুপযোগী নিয়ম সকল এক কালেই স্থাপিত করিয়াছেন, কাল ভেদে কখন তাঁহার নিয়মের প্রভেদ হয় না। এস্থলে আমরা দিগের একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে রামমোহন রায়ের যদি বাইবলকে এক মাত্র ধর্ম গ্রন্থ ও গ্রীষ্মকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তি দাতা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে তিনি পূর্বোক্ত প্রকার বিচার স্থলে

স্বীয় গ্রন্থ মধ্য বাইবেলের উৎকর্ষতা বর্ণন করিয়া যাইতেন কি না এবং খ্রীষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন কি না। যখন রামমোহন রায় এদেশীয় লোককে মুক্তির কারণ প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা প্রদান করিবার সময় একান্ত মনে এক জগদীশ্বরের আরাধনা করণ ভিন্ন কোন স্থলে খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইবার কথা উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি হিন্দু মোসলমান ও খ্রীষ্টানাদি ভিন্ন ভিন্ন দলের মনঃকল্পিত ধর্ম গ্রন্থের অলীকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব প্রতিপন্ন করণ স্থলে বাইবেল গ্রন্থকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিষয়ক বিচার কালে খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করণকে নানা প্রকার যুক্তি ও তর্কের দ্বারা অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যখন তিনি ধর্ম বিষয়ক মত ভেদের প্রতি একবারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং সকল মনুষ্যকেই ঈশ্বর আরাধনার তুল্যাধিকারি রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার প্রতি বিপক্ষ দলের বিশুদ্ধিত কোন প্রকার অলৌকিক মতের আশঙ্কা করা সম্ভব হইতে পারে না এবং তাঁহাকে এক মাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী ব্যতীত আর কোন প্রকার কাল্পনিক মতানুগত মনে করিতে পারা যায় না। তিনি যে এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত এক মাত্র ধর্ম শাস্ত্র মনে করিতেন না এবং জীবের মুক্তির জন্য শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ পবিত্র পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য বিশেষকে গুরু বা পথ প্রদর্শক ও ত্রাণকর্তা মনে করিয়া তাহার সেবা করিবার অথবা ঈশ্বর উপাসনা কালে তাহার নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যিকতা বিবেচনা করিতেন না, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে জগদীশ্বরের নিয়মাতীত অসম্ভব ব্যাপার সম্পাদন করিবার শক্তি সম্পন্ন প্রত্যয় করিতেন না, তিনি যে নিরপেক্ষ হইয়া নিরবলম্ব যুক্তি সহকারে সকল দেশীয় ও সকল ভাষার গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিতেন এবং তাহাই সকলকে উপদেশ দিতেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর বাহ্য প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যিক করে না, বাহা

কিঞ্চিৎ উক্ত হইল বুদ্ধিমান লোকে তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

তিনি যে পরম পবিত্রতর ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল কল্যাণের বীজ স্বরূপ যে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তদ্বারাই তাঁহার গুণ জাজ্বল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদিও আমরা অনেকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই, তথাপি তাঁহার অগামান্য সাধু চরিত সকল স্মরণ করিতে মনো-মধ্যে এ ক্ষণে তাঁহার এক আশ্চর্য আকার আসিয়া উদয় হই-তেছে এবং বোধ হইতেছে যেন এ ক্ষণেই তিনি আমাদের সহিত একত্রিত হইয়া এই পবিত্রতর ধর্ম অবলম্বন পূর্বক পর-ব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন। হা জগদীশ! তুমি যেমন শীতের শান্তি জন্ম মনোহর বসন্ত কালের সৃষ্টি করিয়া রাখি-য়াছ এবং নিদাঘের আতিশয্য নিবারণের নিমিত্ত বারিপূর্ণ বর্ষা ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি যেমন ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণের জন্ম বিবিধ প্রকার অন্ন পানের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং শারীরিক রোগ নিবারণের নিমিত্ত বিচিত্র প্রকার ঔষধের উৎপত্তি করিয়াছ, সেই রূপ আমরাইগের এই তমসাজ্জন দেশের অজ্ঞান রূপ ঘোর রোগ বিনাশের কারণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে প্রেরণ করিয়াছ, অতএব আমরা সেই পরম বন্ধুও পরমোপকারী ব্যক্তির উপকার রাশি স্মরণ করিয়া তোমাকেই মনের সহিত নমস্কার করি।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৮ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

“সাম্বৎসর কাল যাহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি ও যাহার কুপায় বুদ্ধি, ধর্ম, জ্ঞান, বর্জিত করিয়াছি অদ্য একবার সকলে তাঁহাকে মনের সহিত ভক্তি সহকারে পূজা না করা কি

অকৃতজ্ঞের কর্ম। অদ্য আমারদিগের সপ্তবিংশ সাষৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ, জগদীশ! অদ্যকার এই শুভ দিনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মা তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া রজনীতে তোমার গুণ কীর্তন করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে এই আশাতে উৎসাহান্বিত ছিল, এ ক্ষণে সেই পুণ্য নিশা উপস্থিত, অতএব একবার সকলে ঐক্য হইয়া তোমার অঙ্গীম গুণ কীর্তন করত মানব জন্ম সফল করি। যিনি আমারদিগের অষ্টা পাতা, তাঁহারি উপাসনার্থে—তাঁহারি গুণ কীর্তন করিবার নিমিত্তে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞান ও ধর্মের বীজ মনুষ্য মনে রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা করিতে—তাঁহার গুণ কীর্তন করিতে মনুষ্যের মন স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। মনুষ্য শারীরিক ও সামাজিক সুখ লাভ করিলে বা বহুবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা স্থায়ী জ্ঞান বৃদ্ধি করিলে সেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন না ঈশ্বরে প্রীতি করিলে যে রূপ তিনি তৃপ্তি ও শান্তি অন্বেষণ করেন। ঈশ্বরের অভাব মনুষ্যের সকল অভাব হইতে গুরুতর, এ অভাব মোচন হইলে তিনি আর কোন অভাবে অভাব জ্ঞান করেন না। ধর্ম-জীবী মনুষ্যের কি মহোচ্চ ভাব! তিনি নানাবিধ সুখ সাধনোপযোগী সুরমা অট্টালিকা, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যন্ত্র ও যন্ত্রালয়, নির্মাণ করিয়া আপনার মহত্ব ও গৌরব মনে করেন না। তিনি অমৃত পুরুষের পুত্র, ধর্ম তাঁহার জীবন স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ ও তাঁহার অবিদ্যমান আত্মা অনন্ত কাল পর্যন্ত সেই প্রিয়তমের সহবাসের উপযুক্ত, ইহাতেই তিনি আপনাকে মহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়া জানেন। আর তিনি এই রূপ মনে করেন যে যে জ্যোতির্ময় দিবাকরের উদয়ে এই জগন্মণ্ডল তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই সর্ব প্রকাশক সূর্যের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ কর্তা এক অদ্বিতীয় অচিন্তনীয় পুরুষের সত্ত্বগুণাবলম্বিনী ইচ্ছা মাত্র এক সময়ে এই স্বাবর জঙ্গম বিশিষ্ট বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্যপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার অধীনে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি জানেতে অজান্ত, শক্তিতে অনন্ত,

করুণা বিতরণে অবিপ্রান্ত ও স্বভাবে পূর্ণ হইলেন । যিনি জন্মদাতা পিতা, অন্নদাতা বিধাতা, পাপ পুণ্যের বিচারক একাধিপতি রাজা । যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা অশেষ বিধ অঘাচিত সুখে সুখী হইয়াছি, কত বিপদ হইতে উদ্ধীর্ণ হইয়াছি, অসংখ্য দুর্জয় বিষয়ও জ্ঞাত হইয়াছি এবং কত বার যাঁহার শরণ প্রভাবে অনিবার্য্য দুঃস্থ মোহকে পরাভূত করিয়া শুদ্ধ হইতে ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছি তাঁহার প্রতি মনের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক নমস্কার করা কি আমাদিগের অভ্যস্ত উচিত নহে ? বিশেষত যখন আমাদিগের আদ্যন্ত সকল বিষয় যাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছার অধীন, যিনি মনে করিলে বর্তমান অবস্থাপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর ছুরবস্থায় আমাদিগকে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বরং আমাদিগকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপণের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং যিনি ইহ কালে অজস্র আনন্দের উৎস স্বরূপ ও পরকালের অপার শান্তির আলায়, সেই সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করা এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান, অদ্ভুত শক্তি ও উদার করুণার উপর ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করা তাঁহার সন্তানদিগের যে কি পর্য্যন্ত কর্তব্য তাহা কি বলিব । যখন সামান্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা ও যত্ন আবশ্যক করে, তখন সকল অপেক্ষা দুর্জিত পরমাত্মা আন্তরিক ইচ্ছা ও একান্ত যত্ন ব্যতিরেকে কি লব্ধ হইতে পারেন ? যে সাধু পুরুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কি ? তিনি শূরত্ব, মহত্ত্ব, বিবেক, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যে সতত পূর্ণ রহিয়াছেন । এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ সে ধন অতিমাত্র ব্যয় করিতে আলাস্ত্র ও কৃপণতা করেন না, তিনি জানেন যে তাঁহার সমুদায় কর্তব্যের মধ্যে স্বভাতুবর্গের সহিত সেই পরম ধন সমানাংশে উপভোগ করা সর্বোত্তম প্রধান কর্তব্য কর্ম । পরমেশ্বর এক মাত্র নিত্য পদার্থ, তিনি সমুদয় সত্যের পরম নিধান, তাঁহার কোন রূপ নাই, সত্যই তাঁহার অল্পপন্ন রূপ, জ্ঞান তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভা, করুণা তাঁহার মনোহর শোভা এবং এই বিশ্ব তাঁহার বিশাল ছায়া মাত্র । হে বিশ্বপতির পুত্র সকল !

তোমরা একবার স্বাধীন হইয়া বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বক্ষেত্র নিরীক্ষণ কর। এখানে স্বাধীন শব্দের অর্থ ধনী নহে, মানী নহে, চতুর নহে, ধূর্ত নহে, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন তিনিও নহেন, এ স্থলে স্বাধীন শব্দের বাচ্য তিনিই হইতে পারেন, যিনি পাপ ও বিষয় সুখলোলুপ ইন্দ্রিয়গণের কুটিস শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইয়া স্বভাবের কার্য—নিয়ন্ত্রার কার্য অবগত হইয়া সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করেন। সত্য স্বরূপ ঈশ্বরে তাঁহার প্রীতি আছে, সুতরাং তিনি আপনার স্রষ্টা ঈশ্বরের জগৎকে প্রিয় রূপে দৃষ্টি করেন। এবং মহোচ্চ পর্বত, নিবিড়ারণা, গভীর সমুদ্র, প্রসারিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, ধরণীর সমস্ত সুখ সম্পত্তি সমুদায়ই আপনার জ্ঞান করেন, উহাতে তাঁহার অধিকার আছে, কারণ উহা তাঁহার পরমপিতার। আর এই সমস্ত কার্যের অন্তরে উহার নিঃস্রাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দনীর অবিরত নিঃসারিত হইতে থাকে। অন্তঃকরণ সেই প্রিয়তমের ধন্যবাদ করিয়া ভক্তিবসে স্লাবিত হইয়া যায় এবং এই রূপ বাক্ত করে যে হে ধনাভিমামী মনুষ্য! তোমরা সুখ মনে করিয়া বহুবিধ নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে বৃথা কাল হরণ করিয়া থাক, কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক যে অগাধ সুখ সমুদ্রে মগ্ন থাকেন, তাহা তোমরা ইহাতে কখনই পাইবে না। ঈশ্বর প্রেমাম্বুরক্ত পুরুষ অতিশয় বিপন্ন হইলেও তাঁহার আন্তরিক সুখ কে নিবারণ করিতে পারে? তিনি পীড়িত কি কাহারও দ্বারা আক্রান্ত বা বদ্ধ থাকিলে তাঁহার মানস বিহঙ্গ সেই জগৎপতির সঙ্গ লাভের নিমিত্ত সতত পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে। তাঁহার শরীরই বদ্ধ থাকুক, মানই ধ্বংস হউক, ধনই নষ্ট হউক ইহাতে তাঁহার কি হইবে? তাঁহার আত্মা সকল হইতে প্রিয় সেই পরম পিতার প্রেমে মগ্ন হইয়া নিরন্তর সুখ সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে। যিনি ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন আছেন, যাঁহার অন্তরে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে বদ্ধ থাকা অসম্ভব। হে জীব! যদি সেই সর্বৈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ভোগ করিয়া সুখী হইবার অভিলাষ রাখ তবে তাঁহাকে অগ্রে জ্ঞাত হও। তিনি নিরাকার

নির্ধিকার পরিশুদ্ধ পরাংপর। তিনি সকল মঙ্গলের নিদান-
 ভূত, সমস্ত গুণের আধার, সকল সৌভাগ্যের মূল, এবং সমস্ত
 জীবের প্রভু। পরমাজ্ঞন! তোমার স্বরূপ মানব বুদ্ধির অতীত,
 এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর সমস্ত বিশ্ব তোমার মহিমার
 কণামাত্র, এই অনন্ত আকাশস্থিত অসংখ্য অসংখ্য লোক মণ্ডল
 সকলই তোমার মহিমা। অন্ধকারময় গভীর গর্ভে প্রবেশ করিলে
 যেমন এক একবার সৌদামিনী সন্দর্শনে মন পুলকিত হয়, তদ্রূপ
 এই মোহাবৃত্ত সংসারে প্রবেশ করিয়া তোমার বিশ্ব কার্যের
 পর্যালোচন দ্বারা তোমার প্রভাবের আভা মাত্র পাইয়া দেহে
 জীব সঞ্চার করে। জগদীশ! তোমার বিশ্বের প্রত্যেক কার্য
 হইতে তোমার উদার মঙ্গল ভাব এত অধিক উৎখিত হইতেছে
 যে তাহা আমরা মনেতে ধারণ করিতে না পারিয়া সমুদায়
 বিশ্ব মঙ্গলময় করিয়া দেখিতেছি। হে মানব! তোমরা যে স্থানে
 অবস্থিত কর সর্বত্র হইতে তাঁহার মহিমা কীর্তন কর। তিনি
 সূর্য্য চন্দ্রে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার স্থান সকল সাগর, সকল
 ভূমণ্ডল, সমস্ত নক্ষত্র, সর্বত্রই তিনি বিরাজমান আছেন। সত্য
 স্বরূপ ঈশ্বর যঁাহাকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, তিনি স্বভাবে
 কার্য এই রূপে পাঠ করেন যে হে ঈশ্বর! তোমার জ্ঞান সাহার
 দৃষ্টি গোচর হয়, তিনি কদাচ বিপথে গমন করেন না এবং অবি-
 চিকিৎস হইয়া জ্ঞানের পথে ধাবমান হন। হে বিশ্বেশ্বর!
 তুমি বিশ্বকে এ রূপে রচনা করিয়াছ যে তাহাতে তোমার জ্ঞান,
 শক্তি ও মঙ্গল ভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সকল মনের
 পূজনীয় তুমি ঈশ্বর, তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।
 উপরিস্থিত জ্যোতির্শ্মণ্ডলেরা আর্পনাদিগের অক্ষর মহিমা
 বর্ণনা করিয়া স্বীয় উচ্চ মহিমা বিস্তার করিতেছে। দেশ বিশেষে
 কাল বিশেষে অবস্থা বিশেষে জল, বায়ু, যুক্তিকা প্রভৃতি পরি-
 বর্তিত হইয়া আমরাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রিয়তম পরব্রহ্মের গুণ
 সমূহ স্মৃতি করিয়া সংস্থিত করিতেছে। বারি ও উত্তাপ প্রভৃতি
 ভৌতিক পদার্থ সমূহ ফল শস্তাদি উৎপন্ন করিয়া তাঁহারি
 রূপে প্রচার করিতেছে। সমীরণ সমূহ তাঁহার প্রসংশার হিল্লোল

বহন করিতেছে। প্রস্রবণ প্রবাহ বর বর শব্দে তাঁহারি গুণ কীর্তন করিতেছে। কি জলচর কি স্থলচর কি আকাশচর কি সজীব ও নির্জীব সমস্ত পদার্থই একতান হইয়া সেই মহামহীয়া-
নের মহিমা বিস্তার করিতেছে। হে হৃদয়েশ্বর! তুমিই সকল বস্তুর প্রাণ স্বরূপ, তুমিই সমস্ত অরণ্যের সৌন্দর্য্য রূপে প্রকাশ পাইতেছ। জীব কৃত সমস্ত কৃত্রিম শোভা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সকল পুষ্পই তোমার স্নেহ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তুমি সকলের মূলাধার। তুমি দয়ার নাগর, তুমি আমাদিগের পিতা পাতা স্নহিত, তোমা হইতে এই বিশ্বনংসার জীবিত রহিয়াছে। ফলের স্বাদু, পুষ্পের সুগন্ধ, সকলই তোমার পরিচয় প্রদান করে। তোমার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব পথে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। তুমিই শীত গ্রীষ্মাদির বারম্বার পরিবর্তন করিয়া এই জগতের শোভা সম্পাদন করিতেছ। যখন তুমিই সমস্ত সুখের মূল হইলে তখন আমরা তোমা ব্যতিরেকে আর কাহার উপাসনা করিব, কাহাকেই বা হৃদয় ধামে স্থান দান করিব, অতএব হে নাথ! অদ্য এই সমাজে বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তোমারি পদে প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

সাংস্কৃতিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

মানব জাতির উন্নতি সিদ্ধি ও সুখ বুদ্ধির জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য যে প্রকার উন্নতাবস্থায় উপনীত হইতে পারে এবং ধর্ম্ম দ্বারা সে ষাট্শ উৎকৃষ্ট সুখাস্বাদন করিতে সমর্থ হয়, আর কোন পদার্থ দ্বারাই সেরূপ সুখী হইতে পারে না। ধর্ম্ম

যে মানব জাতির মহত্বের প্রধান কারণ এবং ধর্মই যে মনুষ্যের সার ধন, বোধ করি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমরা যাহাকে সকলের সার বলিয়া স্বীকার করিতেছি, এবং সমস্ত বিষয়্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে যথাবিধি যত্ন করিতে রত হইতেছি না, ধর্মোন্নতি সংসাধনের জন্য যে প্রকার গুরুতর যত্ন করা আবশ্যিক, তাহা দূরে থাকুক আমরা সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য যাদৃশ চেষ্টা করিয়া থাকি ধর্মোন্নতি পক্ষে তদ্রূপও করি না। আমরা যদি প্রত্যেকে আপন আপন প্রাত্যহিক কার্য্য পর্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে স্তম্ভিত দেখিতে পাই, যে আমরা দিবানিশি কেবল বিষয়-চেষ্টা, বিষয়-ভোগ ও বিষয়-রস চিন্তা করিয়াই কালক্ষেপ করি। কদাচিৎ একবার ধর্মতত্ত্ব মনেতে উদয় হইলেও তাহাতে গাঢ় রূপে চিন্তাভিনবেশ করিতে পারি না এবং কি রূপে যে আমরাদিগের ধর্মেতে অধিকার জন্মিবে তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য, যে বিনা মত্রে কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। বিশ্বপিতা পরমেশ্বর তাঁহার এই অক্ষয় ভাণ্ডার বসুন্ধরাকে অন্নজলাদি সমুদায় প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমরা এককালে নিশ্চেষ্ট হইলে যেমন এই পূর্ণ ভাণ্ডার পৃথিবী মধ্যে বাস করিয়াও অন্নজলাভাবে ক্ষুৎ পিপাসায় প্রাণত্যাগ করি, সেই রূপ ধর্ম বিষয়েও চেষ্টাশূন্য হইলে চিরদিন আমরাদিগকে ধর্ম রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়। গতিক্রিয়া সমাধা না করিয়া কেবল অভিলাষ দ্বারা কোন স্থানান্তর প্রাপ্ত হওয়া যেমন অসম্ভব, ভূমিতে বীজ বপন করিয়া তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত না করিয়া তৎকাল লাভের আশা করা যেমন অসম্ভব, বিহিত বিধানে সাধন না করিয়া ধর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা করাও তদ্রূপ অসম্ভব। অতএব যিনি অপূর্বধর্মতত্ত্ব রস পান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন এবং সম্যক রূপে মানব জন্মের সুখাস্বাদনের অভিলাষ রাখেন, কায়মনোবাক্যে ধর্ম সাধন করিতে তাঁহার যত্নবান হওয়া উচিত।

যে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমাদের জন্মস্থিতি ও সুখ সৌভাগ্য প্রভৃতি সমুদায় সম্পদের কারণ, তাঁহা হইতে আমরা জনক জননী ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় সুহৃৎ প্রভৃতি তত্ত্ব প্রীতির পাত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যিনি কৃপা করিয়া এ সমুদায় বিশ্বকে আমাদের সুখের কারণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বহু-তর লোকে তাঁহাতে প্রীতি করিতে অহেলা করিয়া সামান্য বিষয় রসে মগ্ন থাকে এবং সামান্য বিষয় ভোগই তাহাদিগের মনকে সত্ত্বরে আকৃষ্ট করে কিন্তু তজ্জন্য কদাপি এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, যে ঈগদীশ্বরের প্রেমামৃত পানাপেক্ষা জগতের আর কোন বস্তুই অধিক সুখ দায়ক এবং আর কোন বিষয়ই মনুষ্য মনে অধিক আক্লাদ সঞ্চার করিতে পারে। যেমন শক্তি-হীন বন্ধ পক্ষ বিহঙ্গ উচ্চতর তরুর ফলাস্বাদনে অনধিকারী হইয়া যৎসামান্য নীচস্থ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকে এবং অধঃস্থায়ী সামান্য দ্রব্যের লালসায় বাস্ত থাকে, সেই রূপ লঘুচেতা ক্ষুদ্র দর্শী লোকে ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে অধিকারী না হইয়াই সামান্য বিষয় ভোগে তৃপ্ত থাকে এবং সর্বদা ক্ষুদ্র বিষয়েরই প্রার্থনা করে। যে বিষয়াসক্ত পুরুষ সর্বদা বিষয় রসেই মগ্ন থাকিতে বাঞ্ছা করে সে যদি সাধন বলে একবার সেই পূর্ণানন্দ পুরুষের অনাস্বাদিত অপূর্ক প্রীতি রসের আস্বাদ পায় তাহা হইলে কি আর সে কোন রূপেই তাঁহা বিস্মৃত হইতে পারে? তাহার মন অবশ্য সেই অনির্কমচনীয় প্রেমামৃত পান করিতেই উদ্যত হয় এবং সে তজ্জন্য পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হয়। যে ব্যক্তি কার্য দ্বারা বিষয় রস ভোগ, বাক্য দ্বারা ও সেই রস চর্কিত-তর্কণ এবং মনেতেও বিষয় রস চিন্তন ব্যতীত ক্ষণ কালের জন্ম ও অন্ম কোন বিষয়ের অনুশীলন করে না, যে ব্যক্তি দিবানিশির মধ্যে একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের তত্ত্ব রসের আলাপ করে না, তাঁহার মহিমা চিন্তন পূর্কক তাঁহাতে একবার মনোভিনিবেশ করে না এবং বাক্যেতেও একবার তাঁহার গুণ কীর্তন করে না, সে ব্যক্তি কি প্রকারে অল্পম ঈশ্বর তত্ত্বের পরিচয় পাইবে এবং কিরূপেই তাহার তৎপ্রেমামৃত পানে প্রসুত্তি হইবে। মনুষ্যের

এই রূপ প্রকৃতি যে, যে বিষয় সর্বদা অল্পশীলন করা যায় তাহাই অধিক আয়ত্ত হয় এবং যাহা নিত্য নিত্য অভ্যাস করা হয় তাহাতেই বিশেষ অধিকার জন্মে। আমরা বালক কাল হইতে যেরূপ বিষয় জ্ঞানের উপদেশ পাই, বিষয় লইয়া অল্পশীলন করি এবং বিষয় রসের চিন্তা করি, যদি তদনুসারে জগদীশ্বরের অপূর্ণ তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার তত্ত্বাল্পশীলন করা অভ্যাস করি, তাহা হইলে বিলক্ষণ দেখিতে পাই, যে তাঁহার সেই সুধাতুলা অসামান্য প্রীতি রসের নিকট সামান্য বিষয় সম্পদ কিছুমাত্র বোধ হয় না, তাঁহার প্রেমামৃত পান জনিত অপূর্ণ সুখের নিকট বিষয় ভোগ জনিত সুখ; সুখ বলিয়াই গণ্য হয় না এবং তাঁহার সেই পূর্ণ স্বরূপের নিকট এজগৎ পদার্থ বলিয়াই অল্পভূত হয় না। এই বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এখন প্রমাণ পাইবেন। তিনি প্রতিদিন যথা নিয়মে জগদীশ্বরের তত্ত্ব রস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করুন, প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া প্রীতি প্রভৃতি অনির্করণীয় মহিমা সকল চিন্তা করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করুন এবং প্রতিক্ষণে হৃদয় ধামে সেই সর্বসাক্ষি সনাতন পুরুষকে বর্তমান রূপে প্রত্যক্ষ করুন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় স্থিত প্রেমধারা আপনা হইতে উথিত হইয়া সেই অনন্ত প্রীতির সাগর জগদীশ্বরে প্রবাহিত হইবে এবং তাঁহার মন সেই অল্পপম প্রেম রসের আশ্বাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই ভোগ করিতে ব্যস্ত হইবে সংসারের সকল সুখই তাঁহার নিকট সামান্য এবং প্রতীয়মান হইবে এবং পার্থিব সকল সম্পদ তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে। তিনি উক্ত রূপে যত পরমার্থ রসের অল্পশীলন করিবেন ততই তাঁহার মনে নূতন নূতন ইন্দ্রিয় সকল প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে, তিনি যেরূপ কখন দেখেন নাই তাহাই দেখিবেন, যে রস কখন আশ্বাদন করেন নাই, তাঁহারই আশ্বাদ প্রাপ্ত হইবে এবং যে সুখ কখন ভোগ করেন নাই সেই সুখ উপভোগ করিবেন। তিনি অন্তরে যেমন শত শত নূতন বিষয় প্রত্যক্ষ

করিয়া নব সূত্থের আশ্বাদ পাইবেন, সেই রূপ বাহ্যতেও এ জগৎ তাঁহার নিকট সূত্থন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সূত্থন সূত্থ প্রদান করিবে। তিনি দিবাকরের সূত্থন শোভা সন্দর্শন করিবেন, নক্ষত্র মণ্ডলের সূত্থন ভাব নিরীক্ষণ করিবেন, এবং নদী নির্বার বন উপবন গিরি গুহা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থকে নববেশে শোভিত দেখিবেন। তিনি কোকিলাদি সুরব বিহঙ্গ কুলের মধুর স্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ণ সূত্থ আশ্বাদন করিবেন এবং স্নগন্ধ কুমুম চয়ের সৌরভও তাঁহাকে সূত্থনানন্দ প্রদান করিবে। তিনি জনক জননী আঙ্গীয় স্নগন্ধগণকেও অভিনব ভাবে অবলোকন করিবেন, এবং যাবতীয় মনুষ্য জাতির সহিত তাঁহার এক সূত্থন সম্বন্ধ নিবন্ধ হইবে, তিনি ইহ জন্মেই জন্মান্তর প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহ লোকে বাস করিয়াই লোকান্তর বাসের সূত্থাশ্বাদন করিবেন। কিন্তু এই প্রকার অলোক সামান্য সূত্থ ভোগ নিভান্তই যত্ন সাপেক্ষ, বিনা যত্নে মনুষ্য কখনই এ প্রকার অপূর্ণ সূত্থ ভোগে অধিকারী হইতে পারে না। এই রূপ সূত্থ ভোগ করিতে হইলে, যথা নিয়মে প্রেমময় পবিত্র পুরুষের পরিচয় পাওয়া নিতান্ত কর্তব্য এবং সর্বদা মনোমধ্যে তাঁহার অমুপম সৌন্দর্য্য ও অসামান্য মাধুর্য্য আলোচনা করা উচিত। পৃথিবী মধ্যে কত স্থানে কত প্রকার সুন্দর পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কত স্থানে কত শত সদাগুণ-সম্পন্ন সাধু পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু যাবৎ ঐ সকল পদার্থাদি কাহারও প্রত্যক্ষ গোচর না হয়, তাবৎ কি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে প্রীতি বা আদর জন্মে! যখন যে ব্যক্তি ঐ সদাগুণ বা সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার করে, তখনই সে তাহাতে মগ্ন হইয়া যায়। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্য যে পর্য্যন্ত জগদীশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারে তাবৎ কোন রূপেই তাঁহাতে প্রীতি করিতে সমর্থ হয় না, যে চিন্তে তাঁহার অমুপম তত্ত্ব প্রতিভাত না হয়, সে মন হইতে কি রূপে তাঁহার প্রতি প্রীতি উথিত হইবে।

পূর্ণ সত্য পদার্থের প্রত্যক্ষ লাভ করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে, উহা মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে সম্ভব। যে ব্যক্তি যথাবিধি

সাধন করে, সেই তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। ইহা সত্য বটে, যে অনির্বাচনীয় পরম পুরুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কোন জড় পদার্থের ন্যায় নহেন, কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি যে কোন রূপেই আশাদিগের প্রত্যক্ষ যোগা নহেন, এমন নহে, জড় পদার্থ ভিন্ন যে আর কোন প্রকার পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিতে পারা যায় না ইহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। মন দ্বারা তাঁহার অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার অল্পপম তত্ত্বে চিত্ত সম্মিষ্ট করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, এবং অনায়াসেই তাঁহার প্রীতি রসের আশ্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব জন্মকে সফল করিতেও সমর্থ হয়, এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মহিমা কলাপেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং সমস্ত সংসার তাঁহারই প্রেমামৃত দ্বারা অভিষিক্ত রহিয়াছে, আমরা কেবল আলস্য করিয়া তাহা পান করিতে ক্রটি করি। তিনি আপন সন্তান গণকে তাঁহার প্রীতিরূপ অমূল্য সুখা বিতরণ করিবার জন্য উচ্চৈশ্বরে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু আমরা সেই “মহান নাদের প্রতি বধির হইয়া রহিয়াছি” আমরা যদি তাঁহার আভ্যন্তরিক সাক্ষাৎ শব্দের প্রতি ক্ষুতিপাত করিয়া তৎপথ অবলম্বন করি, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্বরস পান করিয়া অনির্বাচনীয় আনন্দ অল্পভব করিতে পারি।

সুখ-নিধান জগদীশ্বরের অমৃত তত্ত্ব পান করিবার যে সর্বল পথ আছে, আশাদিগের এই ব্রাহ্ম-ধর্ম তাহার একটি প্রধান পথ। যাহাতে মনুষ্য জাতি চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের প্রীতির বীজ বপন করিতে পারে এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিয়া তৎফলাশ্বাদনে অধিকারী হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহারা অল্পপম পরমার্থ রস পান করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে ইচ্ছা করেন এবং সংসার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রীতি রস প্রচার করিতে অভিলাষ রাখেন এবং নিত্য কল্যাণকর পরমার্থ তত্ত্বকে পৃথিবীর সকল সম্পদ অপেক্ষা গরিষ্ঠ জানেন। ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি সাধনে নিয়ত যত্ন-

বান্ হওয়া ও কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্ম-ধর্মে শ্রদ্ধা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত উচিত। কেবল বাক্যেতে পরমার্থ তত্ত্বের প্রশংসা করিলেই কিছু ধর্ম্মামুরাগ প্রকাশ পায় না এবং কেবল বাক্য দ্বারাও উহার ফল সিদ্ধি হয় না, যাহাকে আমরা সকলের সার এবং সকল হইতে মহৎ বলিয়া অঙ্গীকার করি, তাহাতে কায়মনো-বাক্যে শ্রদ্ধা করা নিতান্ত উচিত এবং তাহার প্রতি সকল বিষয় অপেক্ষা অধিক যত্ন করা কর্তব্য। আমরা যদি উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করিয়া সর্বদা সাংগাণ্য বিষয়েতে রত থাকি, তাহা হইলে কি আমাদিগের কিছুমাত্র মহত্ত্ব থাকে? অতএব যে ধন আমাদিগের নিত্য কালের সংস্থান যে বিষয় আমাদিগের চিরদিনের অবলম্বন এবং যাহা আমাদিগের ইহ পর লোকের সুখের কারণ, সংসারের সমস্ত ধন অপেক্ষা তাহাই উপার্জন করা আমাদিগের উচিত, সেই বিষয় সমস্তে সংস্থাপিত করা আমাদিগের কর্তব্য, এবং সেই সম্পদ সাধন করাই আমাদিগের বিধেয়।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৯ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

আহা! অদ্য কি আনন্দের দিন! যে দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মাসাবধি মানস-রসনায় উৎসবরসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছি, যে দিনের সমাগম প্রত্যাশায় নিরন্তর উৎসাহ-কাননে বিচরণ করিয়াছি, আঙ্কাদ সমীরণ সেবন করিয়াছি, সুবিমল সুখ-পুষ্পের স্রাব লইয়াছি; সেই মহোৎসবের দিন অদ্য উপস্থিত। হে ব্রাহ্মগণ! হে ভ্রাতৃবর্গ! আমাদিগের পরম আশা নিবন্ধন ব্রাহ্ম-সমাজ অদ্য অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া এক অভিনব বর্ষে প্রবেশ করিলেন। অতএব তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত দূর ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—যে উদ্দেশে জন্ম হয় তাহার কি পর্য্যন্ত সিদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রতি লোকের

কি পর্য্যন্তই বা আস্থা জন্মিয়াছে ; সকলে এক মত হইয়া একবার সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচন কর । যদিও দেখিতে পাও এ কাল পর্য্যন্ত মহতী আশা-তরুর অনুরূপ ফল লাভ হয় নাই, তথাপি তোমাদিগের একেবারে ভগ্নোদ্যম বা স্ত্রিয়মাণ হওয়া কর্তব্য নহে । কোন মহোচ্চ ভূখণ্ডের শিখরভাগে যেমন অল্প সময়ে অনায়াসে আরোহণ করা সম্ভব হয় না, অসীমবৎ প্রতীয়মান সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে আশু পরিভ্রমণ করা যেমন সম্ভাবিত হয় না, অথবা কোন বিদ্রোহযুক্ত শিশূঙ্খল রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও শৃঙ্খলা বন্ধন করা যেমন কোন ক্রমেই অবিলম্বে সম্পন্ন হয় না, সেই রূপ তোমাদিগের অনুরূপ অসামান্য সমাজের মহান উদ্দেশ্যও অচিরেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে । বিবেচনা করিয়া দেখিলে তোমাদের ভগ্নোদ্যম হইবারই বা বিষয় কি ? তোমরা যে মহীয়সী ধর্ম পদবী অবলম্বন করিয়াছ, যে অনির্কচনীয় অথও চরাচর-ব্যাপী নির্দ্বিকল্প কল্প তরুর আশ্রয় লইয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের কস্মিন্ কালেও নিরাশ তাপে সম্ভাবিত হইবার সম্ভাবনা নাই । চাতকেরা যেমন ধরাতল পতিত জলপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া নীরদ দেয় নীর ধারার প্রতীক্ষা করতঃ অন্তরীক্ষ প্রতি প্রতিক্ষণ নিরীক্ষণ করে, অথবা যেমন সূক্ষ্মস্তর চির যোগাক্রান্ত, নিয়ত ঔষধ সেবন দ্বারা অতি মাত্র ব্যাকুলিত চিন্তমানবেরা, যোগাবসানে বাসনানুরূপ আহার বিহার করিতে পারিবে মনে করিয়া প্রত্যাশাপন্ন থাকে, কিম্বা কোন সঙ্কীর্ণ, অসমতল, পঙ্কিল পথে পতিত হইলে পথিকেরা যেমন অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইয়া প্রশস্ত পরিশুদ্ধ মার্গে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মনের সাধে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবে বলিয়া আশা করে, অথবা কোন ছুর্ভিক্ষ-দেশবাসী ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহার্থে দারুণ কষ্ট ভোগ করতঃ, ভাগ্যক্রমে কখন বসুমতী অভিমত ফলশালিনী হইলে প্রচুর প্রমাণে ভোজ্যাদি দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইবে বলিয়া যেমন আশ্বস্ত থাকে, সেই রূপ তোমরা সংসারের কুটিল-চক্রে পতিত থাকিয়া অশেষ জ্ঞান্টি সঙ্কুল স্বজাতীয় জীব বর্গের বহুবিধ কুসংস্কার বিধে নিরন্তর জর্জরীকৃত হইয়া দুর্বিধ বিধন

যন্ত্রণা পূর্ক অহরহঃ সহ্য করিলেও কোন না কোন সময়ে সেই সর্ব্বতাপ-হারী কৃপাসিন্ধু পরম বন্ধুর সহবাস জনিত অল্পপম আনন্দ রসের আশ্বাদন করিতে সমর্থ হইবার অবশ্যম্ভাবিনী আশা সাপরে যে সম্ভরণ করিতেছে, তাহাতে আর সংশয় কি ? পরম কারুণিক সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয় বিশ্বাধিপতি তোমাদিগকে যে গরীয়সী প্রকৃতি প্রদান করিয়া এই ধরা-রাজ্যের নিবাসী করিয়াছেন, তোমরা এই স্থির কল্যাণ ধারা-বর্ষুক সমাজে সম্বন্ধ হইয়া তাহারই অনুরূপ কার্যো প্রবৃত্ত হইয়াছ। শত শত দুর্কৌপ দুর্দাশয় পামরেরা তোমাদিগকে এই শ্রেয়সী প্রবৃত্তি হইতে পরাঙ্মুখ করিবার নিমিত্ত কত যত্ন পাইয়াছে, কত কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে, কত নিন্দা, কত বিজ্ঞপ, কতই বা কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, বলা যায় না ; কিন্তু তোমরা প্রবল বাতাহত মহীধরের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া তৎসমুদায়ে দূক্পাত মাত্রও কর নাই, বৎ শত গুণ সাহস ও দৃঢ়তর অধাবনায় সহকারে সংকল্পিত কার্য সাধনে নিয়ত আগ্রহান্বিত ও যত্নবান রহিয়াছ। যাহারা নিতান্ত অল্প প্রাণ ও দুর্বল প্রকৃতি, তাহারাই উত্তরকালে বিষয় ঘটবার আশঙ্কায় সাহস করিয়া কোন শুভকর কার্যো প্রবৃত্ত হইতে পারে না ; আর প্রবৃত্ত হইয়াও যাহারা বাঘাত দর্শনে নিরস্ত হয়, তাহাদিগকে মধ্যম প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করা যায়; কিন্তু যাহারা তোমাদিগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হইয়াও অবিচলিত চিত্তে সমারদ্ধ কর্তব্য কর্ম্মের অমুষ্ঠান করেন, তাহারাই উত্তম প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। একাল পর্য্যন্ত তোমাদিগের অসীম উৎসাহের যথোপযুক্ত ফল দর্শে নাই বটে, কিন্তু এই শুভ সংকল্প ব্রাহ্ম-সমাজ নিবন্ধ হইবার পূর্কে তোমাদিগের জন্ম ভূমি যেরূপ বিরূপ অস্থায় ছিল, তাহার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে যে সকল অসমানবোচিত গর্হিত আচার ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায়ের অপেক্ষাকৃত অনেক সংশোধন হইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত যদিও ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিপরীত ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে বটে,

কিন্তু এ ক্ষণে তাহার পরিবর্তনের বিস্তর উপায় হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্বে এই অখিল বিশ্ব-রাজ্যের একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ কর্তা স্বর্কনিয়ন্ত্ পরম পুরুষের সত্তা ও স্বরূপ প্রায় অধিকাংশেরই বোধগম্য হইত না, সকলেই ভূণ কাষ্ঠাদি বিরচিত মূর্ত্তি বিশেষকে জগতের অ্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা জ্ঞান করিত। কিন্তু এ ক্ষণে একমাত্র নিরায়ব নির্বিকার নিত্য পুরুষ ব্যতীত আর কেহ যে এই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চের প্রভু হইতে পারে না, তাহা অনেকেরই প্রতীতি হইয়াছে। পূর্কতন মানবগণের কলুষিত মানস-দর্পণে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেই পারিত না, কিন্তু ইদানী অনেকানেক মহাত্মা লোক অবিকল্পিত ব্রহ্ম স্বরূপের মনন ও অমুখানে অধিকারী হইয়াছেন। অধুনা অনেকানেক পুণ্য ক্ষেত্রে অমৃত-ফলপ্রদ ব্রাহ্ম-সমাজ বৃক্ষ রোপিত হইয়া উৎসাহ-বারিসেকে সম্বর্দ্ধিত ও বহুল বিমল সুখাশা-কিশলয়ে বিভূষিত হইতেছে, বিষম বিষয় চিন্তা জনিত নিরতিশয় শ্রমহারিণী ব্রহ্মানন্দ ছায়া ইত্যন্তঃ বিস্তৃত হইতেছে 'এবং কুসংস্কার রূপ বিষলতা সকল জ্ঞান মিহিরাতপে ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভারত রাজ্যের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বঙ্গ ভূমি মধ্যে অদ্যাপি অসংখ্য কুপ্রথা সকল বিলক্ষণ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্কের মত আত্ম আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের অবিবেক কর্ষিত হৃদয় ক্ষেত্রে কুসংস্কার রূকণকটক বৃক্ষ অতিমাত্র বদ্ধমূল হইয়া আছে, যাহারা জীবনাবধি কুব্যবহারে তদ্রূপচিত্তে প্রীতি বন্ধন করিয়া আদিয়াছে, কেবল তাহারাই ভ্রান্তিঞ্জালে পতিত হইয়া তত্রং কুপ্রথাকে পরম পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান করিয়া তাহাতে রত রহিয়াছে, নতুবা যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছে, যাহারা মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে সদসদ্বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে, সত্য-ভায়ুর সুবিমল আলোক দ্বারা যাহাদিগের হৃদয় ভূমি উত্তরোত্তর উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহারা আর কোন ক্রমেই অজ্ঞানের কার্যকে অভ্রান্ত ধর্ম্ম মূলক বলিয়া বোধ করে না। এ ক্ষণে অনেকে বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ বিমল জ্ঞানগর্ভ অশেষ বিধ গ্রন্থাদি

পাঠ দ্বারা চিন্তের মালিন্য পরিহার পূর্বক অবিকল্পিত প্রকৃত ধর্মের মর্মাবোধে সমর্থ হইয়াছেন এবং একমাত্র চৈতন্যময় পরব্রহ্ম স্বরূপে স্বয়ং বিশ্বাস করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকেও তাহাতেই দীক্ষিত করিতে যত্ন পাউতেছেন।

এই সমস্ত ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভিনব বিবেকাস্ত্রধারে বঙ্গদেশীয় অশেষ কুসংস্কার পাশের যে উত্তরোত্তর ছেদন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিমল বুদ্ধি সচ্চরিত্র লোক সকলের মত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণে যেমন অতিরতি হইতেছে, সেই রূপ, তাঁহার আল্পসঙ্গিক ফল স্বরূপ স্বদেশের বিগর্হিত আচার পদ্ধতির পরিশোধন দ্বারা সামাজিক উৎকর্ষবিধানেও যত্নাধিকা হইতেছে। উত্থানশীল ধর্ম-মিহিরের বিমল জ্যোতিঃ যত বিকীর্ণ হইতেছে, ততই ভ্রম-দ্বাকার তিরোহিত হইয়া সদাচার মার্গের প্রকাশ হইতেছে। এ ক্ষণে যে কোন মতিমান ব্যক্তি পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্মের কিছুমাত্র মর্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি প্রবঞ্চনাকে অবশ্যই অবমাননা করেন; বিশুদ্ধ মত ব্রতাবলম্বনে তাঁহার অবশ্যই বাসনা হইয়াছে; ছদ্মবেশের উপরে তাঁহার অবশ্যই বিদ্রোহ জন্মিয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে পরমার্থ সাধন করা যে মনুষ্যের সর্বথা কর্তব্য ইহা তাঁহার অবশ্যই বোধগম্য হইয়াছে। এই রূপে সাংসারিক সদ্ভাবহার প্রতিরোধী কাপটা অগারলাদি জঘন্য ভাব সমুদয়ের তিরোভাব হইলে লোকের কল্যাণ বুদ্ধি ব্যতীত যে কোন মতেই অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা নাই, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্বে স্ত্রীগণের সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকায় দেশে যে কি পর্যন্ত অনিষ্ট প্রবাহ প্রবল ছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু এ ক্ষণে অহুমরণ দূরে থাকুক বিধবা রমণী গণের পুনঃ পরিণয় হইবারও উপায় হইয়াছে। ন্যায়ানুগত বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে এবং বিধবা গর্ভজাত পুত্র কন্যা গণের পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হইবার প্রতিপোষক রাজ নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া তাহার পথ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত করিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে সমুদায় দেশ মধ্যে এই উদ্ধার-তত্ত্ব-শোধিনী রুচির প্রথাটি প্রচ-

রূপ হইলে ব্যভিচার জ্ঞান হত্যাাদি ভয়ঙ্কর অনিষ্টরাশি বিনষ্ট হইয়া জন সমাজের যে কত দূর মঙ্গলোন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারিবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ।

অন্যান্য বিষয়ক উন্নতির কথা হার কি উল্লেখ করিব, আমাদিগের গোড়ীয় ভাষা বিষয়ে একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখ । পূর্বে যবনাদি ভাষা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বাঙ্গলা ভাষার যে কি পর্য্যন্ত ছুরবস্থা ছিল, তাহা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন । নানা ভাষায় বিকৃত হওয়ায় উহার এতাদৃশ রূপান্তর হইয়াছিল, যে উহাকে না পারসী না হিন্দী না বাঙ্গালা ; কিছুই বলা যায় না । একাল পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুভাষার ভূয়সী ক্রীড়ি ও উচিতমত প্রচার না হওয়ায় উক্ত রূপ বিচিত্র ভাষাই অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রাজকীয় কার্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার আবশ্যক করে, তাহা প্রায়ই ঐ রূপ ভাষায় লিখিত হয় । যাহা হউক এ ক্ষণে গোড়ীয় সুললিত ভাষার দিন দিন যাদৃশ উন্নতি হইতেছে, এবং গণিত সাহিত্যাদি বিবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ উহাতে অনুবাদিত ও রচিত হইতেছে, তাহাতে অস্বদেশীয় জনগণের অচিরেই জ্ঞান ধর্মের উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই । এই সমস্ত ব্যাপারই ব্রাহ্মধর্মের অনুমোদিত ও অঙ্গভূত । এ সমুদায় সম্পন্ন হইলে বঙ্গভূমি যে কি অনির্করণীয় মধুর ভাবে বিভূষিত হইবে, বলিতে পারি না । হে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ! কত কালে আমাদিগের উক্ত মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, তুমিই জান । হে ব্রাহ্মগণ ! এই সকল বিষয় পর্যালোচনা পূর্বক একবার অনুধাবন করিয়া দেখ, আমাদিগের মহতী আশার উত্তরোত্তর কত প্রকার আঙ্গুদই উপস্থিত হইতেছে । এই সকল আশাহুল অবলম্বন করিয়া আমরা যেরূপ অল্পম আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকি, অদ্যই তাহা সবিস্তর প্রকাশ করিবার উপযুক্ত দিন । আমরা সাধ্যমতে সকলে এই রজনীতে এই সমাজ মন্দিরে সমবেত হইয়া এই রূপ আনন্দই চিরকাল ব্যক্ত করিতে থাকিব, কিন্তু আফ্লাদ প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগকে বিষাদাশ্রু মোক্ষণ করিতে হইবে। যে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের প্রসাদে আমাদিগের উক্ত রূপ আনন্দ লাভে অধিকার হইয়াছে, যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ও উৎসাহ প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ ভারত রাজ্যের যুগান্তর উপস্থিত হইবার স্বত্রপাত হইয়াছে, যিনি এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ মহা বৃক্ষের রোপণ কর্তা, তিনি যে আমাদিগের আশামুরূপ দীর্ঘজীবী হইয়া ইহার উপযুক্ত ফল দর্শন করিতে পারেন না, ইহাই আমাদের অভ্যন্তর বিষাদের স্থল। তাঁহার অল্পস্থিত কলাগণকর কার্য সমূহ দ্বারা জন সমাজের যে রূপ উন্নতি হইতে পারিবে ও একান্ত দুর্দশাপন্ন বঙ্গ দেশের ষাটশ পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাহা অপ্রেই অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া যে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু আর কিছু কাল জীবিত থাকিয়া বাহ্য নয়নে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে যে কতদূর পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি করাল কালকবলে অকালে পতিত না হইয়া যদি একাল পর্য্যন্ত সংসারধামে বিরাজমান থাকিতেন, তাহা হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সামাজিক উৎকর্ষের যে কিছু কিছু দেখা যাইতেছে, তাহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারিত, তাহার সন্দেহ নাই। জননি বঙ্গ ভূমি! তুমি লক্ষ লক্ষ প্রেমাস্পদ পুত্র বিয়োগেও ষাটশ শোক তাপ প্রাপ্ত হও নাই, তাহা এক রামমোহন রায় রূপ পুত্রের বিচ্ছেদে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ। হা ধর্ম! তুমি রামমোহন রায় মরণে যথার্থ বাক্তব বিহীন হইয়াছ!

রামমোহন রায় অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবে অপার শাস্ত্র সিদ্ধ মন্বন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ স্বরূপ এই যে অমূল্য রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন,

“ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রাসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব-
মসৃজৎ।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবা-
দ্বিতীয়ং।

সর্কবা্যাপি সর্কনিয়ন্তু সর্কপ্রায় সর্কবিৎ সর্কশক্তিমৎ ধুবং
পূর্ণমপ্রতিমমিতি ।'

একস্ম তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ববতি ।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্ম প্রিয়কার্যাসাধনঞ্চ তছুপাসনমেব ।'*

কস্মিন্ কালেও ইহার আর প্রতাহীন হইবার সম্ভাবনা নাই ।
পৃথিবী মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনু-
ষ্যের হৃদয় সিংহাসনে বিবেক-রাজের অধিষ্ঠান থাকিবে, যে
পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয় দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত
ঊহা মানব প্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই ।
এক রাত্রিতে এই অল্পপম পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম বীজের সবিশেষ মর্ম্ম
প্রকাশ করা কদাচ সম্ভাবিত নহে ; তবে শ্রোতৃগণের কুতুহল
নিবারণার্থে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য নির্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায়
কিঞ্চিং বিনয়ণ করা যাইতেছে । এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎ-
পত্তি হইবার পূর্বে একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বাতিরেকে আর
কিছুই ছিল না, তাঁহারই অনির্কচনীয় ঐশীশক্তি প্রভাবে সমু-
দায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি যে কোন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া-
ছেন, সকলই বিনশ্বর, কিন্তু তাঁহার আর কোন কালেই হুংস
হইবার প্রসক্তি নাই ; তিনি কুটস্থ নিভা, তিনি যেমন কালের
ব্যাপ্য নহেন তেমন দেশেরও ব্যাপ্য হইতে পারেন না, তিনি
সকলেরই ব্যাপক, সকলেরই নিয়ন্তা, সকলেরই আশ্রয়, তাঁহার
মহিমারও সীমা নাই, জ্ঞানেরও ইয়ন্তা নাই, নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণই
তাঁহার সকল কার্যের উদ্দেশ্য এবং অখিল চরাচর মধ্যে যে কিছু
কার্য্য নির্দাহ হইতেছে, সকলই তাঁহার জ্ঞানগম্য, তিনি জ্ঞান
স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, ও স্বতন্ত্র, তিনি অবয়ব শূন্য,
একমাত্র দ্বৈত বর্জিত, তাঁহার ঐদৃশ নির্কিকল্প স্বরূপের কিছুমাত্র
পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা নাই, তিনি পূর্ণ স্বরূপ, উপমা রহিত ।

* এ চারিটি বীজ রামমোহন রায়ের উত্তর কালে রচিত
হয় ; ভ্রম বশতঃ রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত বলিয়া উল্লিখিত
হইয়াছে ।

কি ইহকালে কি পরকালে যে কোন বিষয় আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, একমাত্র তাঁহারই উপাসনা তাহার নিদান। তাঁহার উপাসনাও কোন প্রকার কষ্ট সাধ্য নহে ; তাঁহার প্রতি একান্ত নিশ্চল প্রীতি এবং যে কার্য্য তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রিয় বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা সম্পন্ন করাই তাঁহার উপাসনা। এতাদৃশ অনায়াস সাধ্য পরিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব যে উদার চরিত মহাপুরুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাঁহার আন্তরিক প্রযত্নে আমাদের সর্ব্ব প্রকার ছুরবঁস্থা শোধনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহাকে কি আমরা কোন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব ? তাঁহার মৃত্যু জন্ম বিলাপ করিতে ও তাঁহার অশেষ গুণ সমূহের কীর্তন করিতে কি আমরা কখনও নিরস্ত হইতে পারিব ? কদাচ নহে। তাঁহার নিকটে আমাদের যাবৎজীবন অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা পাশে অবশ্যই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কালক্রমে আমরা স্বজাতীয় বিবিধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া চির সঞ্জাত কলঙ্ক সকল নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইলে, ও সভ্যতার উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়া মনুষ্য নামের প্রকৃত পৌরব রক্ষা করিতে পারিলেও, কোন অনিদ্দেশ্য সূখের অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, রামমোহন রায়ই যে এসমুদায়ের মুলীভূত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মরণোত্তর কালে এই ব্রাহ্মসমাজ নিরাশনীরে নিয়ন্ত্র হইবার উপক্রম হইলে দেব প্রতিম যে মহোদয় ব্যক্তি, আপন অকপট সত্য-প্রিয়তা গুণে ইহার হস্তাবলম্বন হইয়াছিলেন, যিনি অনীম উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার ঐবুদ্ধি সাধনে সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনিও আমাদের স্মৃতি পথ হইতে কদাপি অমূর্ছিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার নিকটেও আমরা কোন কালে কৃতজ্ঞতা ঋণে মুক্ত হইতে পারিব না। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কীর্ত্তি কলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও অল্পপম গুণ সমস্ত কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

হে পরমাত্মন! হে বিশ্বপতে! তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, কি বিচিত্র করুণা! কি ধরাতল কি নভোমণ্ডল সর্ব্বত্রই তোমার মহিমারাগ সমস্ত রঞ্জিত রহিয়াছে ; সর্ব্বত্রই তোমার অনন্ত করু-

ণার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি কেবল তোমার অপার মহিমারই নিদর্শন নিরীক্ষণ করি, যে দিকে কর্ণ পাত করি কেবল তোমারই গুণ গান শ্রবণ করিতে থাকি, যে কোন ভঙ্কণীয় পদার্থ রসনা সংযুক্ত করি, কেবল তোমারই করুণা রসের আশ্বাদন পাই। কি শশামল দুর্কাদল, কি মহোন্নত মহীধর, কি সামান্য দীপ শিখা, কি গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপুঞ্জ, সকলই কেবল তোমার অনন্ত শক্তির নিদর্শন। তুমি উদার কারুণ্য পূর্ণে আমাদিগের প্রার্থনা করিবার কিছুই অপেক্ষা রাখ নাই, প্রার্থন্যভব্য বিষয় সকল অগ্রেই প্রদান করিয়াছ। তবে এই একমাত্র প্রার্থনা, কুমভির পরামর্শে তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কখনই আমাদিগের বিরতি না হয় এবং সংসার মধ্যে কোন কার্যটি তোমার প্রিয়, কোনটি বা অপ্রিয়, তাহার সম্যক জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া আমরা যাবজ্জীবন যেন মনুষ্যের সমুচিত সাধুপথে সঞ্চরণ করতঃ কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

তৃতীয় বক্তৃতা ।

হে বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বর! তুমিই সমস্ত বিশ্বের-সৃষ্টি-স্থিতি ভঙ্গের মূল কারণ। যখন ভক্তজনের মানস-মন্দিরে তোমার জ্ঞান-প্রভা উদয় হয়, তখন এই পরিদৃশ্যমান ভুলোক ও সমস্ত ছালোকের চিত্তমৎকারিণী পরম রমণীয় শোভা কতই আনন্দের কারণ হয়। হে নাথ! তোমার জ্ঞান অভাবে এ সমস্তই বার্থ ও মহান্ অনর্থের হেতু হয়। হে স্বদেশীয় বাঙ্গাল গণ! তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া তাঁহাতে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ কর, আর মনুষ্যের কুটিল উপদেশ পথের পথিক হইও না। সংসারানল-সন্তপ পুরুষ সেই অমৃতময়ের গুণ বর্ণনা ও গুণালোচনা করিয়া যেমন পরিভ্রুণ্ড হয়েন, এমন আর কিছুতেই হন না।

সকল সুখাঙ্কর জ্ঞানেন্দ্রিয় লাভ করিয়া—দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সেই সর্ব সুখদাতার প্রেমে মগ্ন না হয়, সে কি মনুষ্য ?

যেমন পিতার জীবন পুত্রদিগের সুখের নিমিত্ত, যেমন দয়ালবানের জীবন অনাথের জন্য, সেই প্রকার ঈশ্বরের সন্তান কেবল জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত। মনুষ্য পৃথিবীতে সহস্র সহস্র পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সে প্রকার সুখ লাভ করিতে পারেন না, যাহা তাঁহার প্রেমের প্রেমিক ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে তাঁহার পনিয়মানুগত হইয়া চলিবেন, তৎপরিমাণে তিনি সুখী হইবেন। তিনিই পুরাতন; তিনিই প্রজাদিগের মুক্তিদান জন্য মুক্ত হস্ত, সকলে মিলিয়া তাঁহারই পদে প্রণিপাত কর। যাহারা তাঁহা ব্যতীত অন্যকে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের ভাস্তির আর অন্ত নাই “নেদং যদিদমুপাসতে” লোকে যাহা উপাসনা করে তাহা ঈশ্বর নয়। সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত এই বিচিত্র ভয়োদ্ভাবক সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর পথ নাই “মান্যঃ পস্থাবিদ্যাতেষ্যনায়” মুক্তির জন্ম অন্ম আর উপায় নাই। তাঁহার স্মরণ শ্রবণ কীর্তন করিলে আত্মা পবিত্র হয়, তাঁহাকে প্রীতি করিলে এবং তাঁহার ইচ্ছামত কার্য করিলে ভ্রম পথের পথিক হইতে হয় না। আমরাদিগের দেহ দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় বা বাক্য দ্বারা যাহা উচ্চারিত হয় অথবা মন দ্বারা যাহা আন্দোলিত হয়, উহা আত্ম প্রসাদের অবিরোধী হইলে আমরা সহজেই জ্ঞাত হইতে পারি যে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেছি, নতুবা তর্ক দ্বারা উহা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই জগতের অধিকাংশ লোকেই ইতস্ততঃ বুঝা ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তিনিই যথার্থ ধর্ম পদবীতে পদাৰ্পণ করিতেছেন, যিনি সকল প্রণয়ের আত্মদের প্রতি—সকলের কারণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিতেছেন। তিনিই ধন্য, তিনিই যথার্থ পুণ্যবান। এরূপ মহাত্মা যদি সমস্ত ভ্রমগুলি নিজায়ত্ত করিতে পারেন, তথাপি, তিনি ধর্মপদবী হইতে এক পদও

বিচলিত হয়েন না, তাঁহার সমস্ত হৃদয় সেই মহামহেশ্বরের জ্ঞান বারি পাইয়া একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছে। যিনি সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের সম্ভাপ নাশিনী অমৃতময়ী চন্দ্রিকা পাইয়া আত্মাকে শীতল করিতেছেন, তিনি কি ইচ্ছা পূর্বক অগ্নির প্রথর তাপে দক্ষ হইতে বাসনা করেন? এখানে যাহা মনোহর জ্ঞান হয় ও যাহাতে প্রণয় স্থাপন করা যায় সে সমস্তই অচিরস্থায়ী। পূর্বে যে সকল শ্যামবর্ণ নিবিড় কানন ফল পুষ্প উৎপাদন করিয়া ধরণীর উপকার ও শোভা সাধন করিয়াছিল এই শীতের প্রাচুর্ভাবে উহা নষ্ট প্রায় হইয়াছে, সকলের আনন্দ বর্দ্ধক বসন্ত ঋতুর সমাগমে যে সকল বিহঙ্গ দলের স্তম্ভুর ধ্বনিতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহাও কিঞ্চিৎ কালের জন্য। বর্ষা কালীন যে সকল স্রোতোবাহা নদী স্বীয় আনন্দ লহরী লীলা বিস্তার করিয়া মল্লয্যের মনশঙ্কু পরিতুষ্ট করিয়াছে তাহাই বা কোথায়, আর যে সকল প্রশস্ত ক্ষেত্র শ্যামবর্ণ নবীন দুর্কাদলে শোভিত ছিল, তাহা আর দেখা যায় না। কি আশ্চর্য! স্বভাবের কতই পরিবর্তন! ইতি পূর্বে যাহা দেখিয়াছি, উহা আর নয়ন গোচর হয় না। এই শীত ঋতুর সমাগমে সকল বস্তুই শুষ্ক প্রায়, পৃথিবী যেন জরাজীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রূপ শত শত পরিবর্তন দেখিয়া অজ্ঞলোক মনে করিয়া থাকে যে পুনর্কার আর সে সুখের কারণ সকল উপস্থিত হইবেক না, কিন্তু উহা বাস্তবিক নয়, আবার সেই সৌভাগ্য বসন্ত আসিয়া সকলকে সুখী করিবে। “চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।”

মল্লয্যের জীবনও ঐ নিয়মের অধীন, তিনিও কখন দুঃখী কখন সুখী, কখন ধনী কখন নির্ধন; কিন্তু এই পৃথিবীতেই যাহাদিগের আশা বদ্ধ আছে তাঁহাদিগের মত হতভাগ্য আর কে আছে; যখন তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিবেন, তখন কত শোচনা ও কত দুঃখ করিবেন। তিনি বিবেচনা করিবেন, যে আমি যে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, তাহা এই পর্যন্ত, আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, উহার শেষ হইল, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, ধন, সৌভাগ্য সকল হইতে এক কালে বঞ্চিত হইলাম, আমার

আত্মা একেবারে ধূলিসাৎ হইল, এই রূপ তিনি কতই খেদ করিবেন। যিনি ন্যায়বান্ ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস রাখেন, তিনি মৃত্যু সময়ে স্মৃতন স্মৃতন আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় মহা আনন্দিত হয়েন, কারণ তিনি জানেন পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই পরিবর্তনের দুর্জয় নিয়মের অধীন, অতএব তাঁহার আত্মার পরিবর্তন মাত্র হইল, ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার বিষয় কি? আর তিনি ইহাও জ্ঞাত আছেন যে পিপাসা থাকিলে জল থাকা যেমন সম্ভব, ক্ষুধা থাকিলে অন্ন থাকা যেমন সম্ভব, সেইরূপ সমস্ত জীবের উন্নতি হইবার যখন বাসনা আছে, আর সে বাসনা যখন এখানে পূর্ণ হয় না, তখন তাঁহার সে বাসনা অবশ্যই এককালে পূর্ণ হইবেক। পিতা কি উপযুক্ত পুত্রকে সমস্ত ধনের অধিকারী না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন? আমাদিগের পরম পিতা সর্বদাই আমাদিগকে করুণা বিতরণ করিতেছেন, তাচ্ছল্য না করিলেই আমরা উহা লাভ করিতে সমর্থ হই। সেই পাপবিদ্ধ জগদ্বিধাতা আমাদিগের এমত এক সময় উপস্থিত করিবেন, যে সময় আমাদিগের জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তি পাইবেক, ধর্ম তৃষ্ণা পরিভূক্ত হইবেক, যে সময় আমাদিগের রোগ শোকী ছুঃখ তাপ পলায়িত হইবেক, যে সময়ে অখণ্ড শাস্ত্র পূর্ণ স্মৃথ, যে সময়ে যোগানন্দের উৎস—প্রেমানন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকিবে।

হে জগৎ বিধাতঃ! আমি তোমার এক নিমিষের করুণা কি বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি? তুমি আপাততঃ ছুঃখ রাশি হইতে যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছ, তাহাই বা কে বলিতে পারে। বিজ্ঞানই তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে। যেখানে অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারকে অমঙ্গল পরিপূর্ণ বোধ করেন, সেখানে জ্ঞান চক্ষুঃ অমৃতময় মঙ্গলময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। মহানিষ্কর ভীষণ ভূমিকম্প, মহানর্থকর শস্যহর জল প্লাবন, মহা প্রলয়কারী প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, আগ্নেয় গিরির মহানিষ্ক সাধক দ্রবীভূত ধাতু প্রবাহ, প্রচণ্ড দাবানল, পর্বতোপরি অসঙ্গত শীতল তুষার বৃষ্টি ও অসহ্য প্রচণ্ড সূর্য্য

কিরণ, এই আপাত পরিতাপী স্বভাব কার্য্য হইতে কত মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে। ভীষণ ভূমি কম্পে ভূমি পরিকৃত হয়, জল প্লাবনে নদী শ্রোতস্বতীও দোষ শূন্য হয়, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বায়ু পরিশুদ্ধ হয়, আগ্নেয় গিরি হইতে মহানিষ্কর ধাতু রাশি নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বত সমূহ উৎপন্ন করে, দাবানল হইতে অগ্নি সমূহ সমুৎপাদিত হইয়া বায়ু ও শক্তিকাকে দোষ শূন্য করে, তুষার বৃষ্টি পর্ব্বতোপরি ক্রমাগত পতিত হইয়া নদী সমূহ উৎপন্ন করে, এবং উহার জল একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় না, এবং প্রথর সূর্য্য কিরণে দেশ বিশেষে প্রচুর রূপে ফল শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া লোকের উপকার সাধন করে। হে মানব! এই সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল কখনই তোমার বুদ্ধিগম্য নহে। তুমি বাহাতে কেবল বিশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ কর তাহার সমুদয়ই সুশৃঙ্খল, তুমি বাহাতে নিয়মের লেশমাত্রও দর্শন করিতে অসমর্থ, তাহা নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তুমি যে কারণে তোমার স্রষ্টার প্রতি দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তাঁহার অনুপন করুণাই প্রকাশ পায়। তুমি বাহাকে অমঙ্গলের কারণ জ্ঞান কর, তাহা সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান করে! হে ব্রাহ্মগণ! আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে অসামান্য দুঃসহ ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা কত দূর সম্পন্ন করিয়াছি? আমরাইগের প্রমত্তে কি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মরূপ অমৃতময় তরু পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়াছে। আমরা উৎসাহের সহিত কি ধর্ম্ম যুদ্ধে পাপপিশাচীকে পরাজয় করিয়া এবং কুসংস্কার পাশ ছেদন করিয়া আমরাইগের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক করিয়াছি। আমরা মাতৃ অপেক্ষা গুরুতর জন্ম ভূমি হইতে কি কুসংস্কার রূপ কটকময়ী লতা সমূলে উন্মূলিত করিয়াছি। ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের হৃদয় কুটীর হইতে অজ্ঞান তিমির মোচন করিতে কত দূর সমর্থ হইয়াছি। যদিও এক্ষণকার সুশিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দের কুসংস্কার ক্রমে অপনীত হইতেছে, তথাপি যে অবস্থার প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ তথায় উপনীত হইতে অনন্ত কালের আবশ্যক। হে করুণানিধান বিশ্ব-বিধাতাঃ! কত দিনে এদেশীয় লোকের অজ্ঞান তিমির মোচন

করিবে? কত দিনে ইহঁারা তোমার অভিপ্রেত সুখ সৌভাগ্য লাভ করিবে? তুমিই সকলের মূল কারণ, অতএব সকলে ঐক্য হইয়া ভক্তি পূর্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং অতি বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭২ শক।

সঙ্ঘৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

চতুর্থ বক্তৃতা।

অদ্য আমাদিগের অষ্টাবিংশ সাঙ্ঘৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ, অদ্য কি সৌভাগ্যের দিবস। হে সর্কার্তৃয়ামী পরমেশ্বর! অদ্য তোমার মঙ্গল-ময় মূর্তি আমাদিগের সকলের অন্তঃকরণকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিতেছে, এবং সম্বৎসরের মধ্যে যখন যে কিছু তোমার অভিপ্রায়ানুগত কর্ম করিয়াছি, তাহার শেষ পুরস্কার যে তোমার সাক্ষাৎলাভ, তাহার নিমিত্তে আমাদিগের সকলের মন উৎসুক হইতেছে। সম্বৎসর কাল সূর্য যে একাদিক্রমে আকাশমাগে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, চন্দ্রমা যে উদয় হইয়া মধ্যে মধ্যে জগৎকে পুলকে পূর্ণ করিয়াছে, নদী নির্ঝর যে দ্রুত ও মন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চার করিয়াছে এবং পৃথিবীকে ভূষিত ও পবিত্রিত করিয়াছে, প্রাণিগণ যে অজস্র-কাল নানাবিধ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর অধিক কি কহিব, এই অপরিমেয় জগতের অন্তর্গত সমস্ত বস্তু যে স্ব স্ব নির্দিষ্ট নিয়ম হইতে অদ্যাপি এক পরমাণু ও পরিচ্যুত হয় নাই, এ সকল তোমাভিন্ন আর কাহার ইচ্ছার প্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবী যদিও ধ্বংস হয়, সূর্য চন্দ্র যদিও অদৃশ্য হয়, নক্ষত্র সকল যদিও নির্ঝরণ হয়, তথাপি তোমার অভিপ্রায় অনাদি কাল পর্যন্ত অটল ভাবে অবস্থিত করিবে। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে, যে যেমন সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি তোমার অখণ্ডনীয় আজ্ঞার অনুবর্তী হইয়া অপ্রমাদে তোমার কার্য সাধন করিতেছে সেই রূপ আম-

রাও তোমার প্রদর্শিত পথে চিরদিন বদ্ধ থাকিয়া অকুতোভয়ে লোক যাত্রা নির্বাহ করি। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে, যে এই লোকাকীর্ণ সমাজ-মন্দিরে আমরা যে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত আছি, সকলেই একান্তঃকরণ হইয়া তোমার অধিষ্ঠান উদ্দেশে স্ব স্ব অন্তঃকরণের কবাট যুগপৎ প্রসারিত করি এবং তোমার অর্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া সংসার তরঙ্গের কোলাহল দূরীকৃত করি। তোমাকে বলিতে হয় না, যে আমরা বাহা একান্ত মনে ব্যক্ত করিতেছি, তাহাতে মুহূর্ত্তেক শ্রমিধান কর'। কারণ তুমি শহান, তুমি সর্বব্যাপী, তুমি অন্তর্ঘামী। তোমার কি মঙ্গলময়ী প্রকৃতি, তুমি বায়ুকে প্রেরণ করিতেছ; আলোক প্রভা বিকীর্ণ করিতেছ, আমরাদিগের মনকে উন্নত করিতেছ, এবং আমরাদিগের মনে এ প্রকার প্রণয়াক্কুর নিবেশ করিতেছ, যে তাহা প্রস্ফুটিত হইলে মনুষ্যে মনুষ্যে শক্ততা থাকে না, সর্বত্র সুখের সঞ্চার হয়, এবং পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নতা থাকে না। যদি কাহারো মনে কুটিলভাব স্থান না পায়, যদি কাহারো উপর বিষদৃষ্টি না থাকে, যদি সকলে ঐক্য হুইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অপেক্ষা সুখের স্থান আর কোথায় সম্ভব হয়। পৃথিবীর এ অবস্থা কে না আকাঙ্ক্ষা করে। যে ব্যক্তি প্রতি দিবাভাগে সংসার পিশাচের সহিত দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়েন, তিনি প্রতি রজনীতে জগদীশ্বরের নিকট উক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার প্রার্থনা করেন। যে মহাত্মা ন্যায় পথে থাকিয়াও লোকের নিকট হইতে ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হইয়েন, তিনি ভাবিপূর্ণ অবস্থা সর্বদা নয়নের পথে আবিষ্কৃত রাখিয়া অলৌকিক ধৈর্য্য আলিঙ্গন পূর্বক পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার সমস্ত জীবন সমর্পণ করেন। এই যে উন্নত এবং প্রথর আশার উৎস, হে জগদীশ্বর! তাহার তুমিই এক মাত্র প্রবর্ত্তয়িতা; অতএব তোমার অচিন্তনীয় মঙ্গল স্বভাব, তোমার প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার সর্বলোক পালনী শক্তি, এ সমস্তের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া বলিতেছি, যে তুমি বঙ্গদেশীয় লোকের মন হইতে কপটতা উন্মুলন কর, সকলের

মধ্যে পরস্পর যাহাতে ঐক্য নিবন্ধ হয়, তাহার বিধান কর, সকলের মনে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি চেষ্টা উদ্দীপন কর এবং সকলের মনে মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তের অম্লগামী হইবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত কর ।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮০ শক ।

সব্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বক্তৃতা ।

যে সমস্ত সংকার্যা সংসাধন দ্বারা মনুষ্য জাতি মহত্বের আশ্পদে উপনীত হইতে পারে, স্বদেশের উপকার সাধন করা তন্মধ্যে প্রধান কার্যা। যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অম্লমারে আপনার জন্ম ভূমির হিত সাধনে তৎপর না হয়, সে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। যাহার সঙ্কীর্ণ মন স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কেবল স্বীয় কৰ্ম সাধনেই আবদ্ধ থাকে, সে কখনই উপযুক্ত রূপে গৌরবান্বিত হইতে সমর্থ হয় না এবং সে কোন কালে আপনার যথাসম্ভব কল্যাণ লাভ করিতেও পারে না। মনুষ্য যেমন বহুজন একত্রিত হইয়া সমাজ-বদ্ধ ব্যতিরেকে কোন রূপে একাকী বাস করিতে সক্ষম হয় না, সেই রূপ স্বদেশস্থ সহবাসী লোকের উন্নতি সাধন ব্যতিরেকেও আপন্থি উন্নত হইতে পারে না। যেমন শরীরের মধ্যে কোন এক অঙ্গে পীড়া উৎপন্ন হইলে অন্য অঙ্গে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেই রূপ সমাজের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি মন্দ হইলেও অপরকে তাহার কল ভোগ করিতে হয়। স্বদেশস্থ সহবাসী লোকের হিত সাধন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া পরম করুণাবান্ পরমেশ্বর আমাদের গকে তছুপযোগিনী কল্যাণ করী প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বদেশের উপকার সাধনের সহিত এমনি আশ্চর্যা স্মৃথ সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, যে মনুষ্য আপনা হইতেই তাহা সাধন করিতে

উদ্যত হয়। কত কত মহাত্মা যে কত প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া স্বদেশের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। স্বদেশের উপকার সিদ্ধির জন্তু কত কত পর্য্যটক দেশ দেশান্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন, কত বীর বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক রণস্থলে প্রাণ দিয়াছেন, কত পণ্ডিত কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া কত গুঢ় জ্ঞান আবিষ্কৃত করিয়াছেন, কত শত ব্যক্তি সর্ব্বস্বাস্ত করিয়া ও স্বদেশের কল্যাণ বর্দ্ধন করিয়াছেন। স্বদেশের হিতের জন্য কেহ ধন বিসর্জন দিয়াছেন, কেহ মান, যশঃ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ শরীরপাত্ত করিয়াছেন, এবং কেহ প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিয়াছেন।

স্বদেশের যত প্রকার হিত সাধন করা যাইতে পারে তন্মধ্যে ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন করাই তাহার যথার্থ হিত সাধন করা। যাহাতে স্বদেশীয় লোক বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে পারে, যাহাতে স্বদেশস্থ লোক ঈশ্বর-প্রেম-পীযুষ পান করিয়া মানস রমনাকে সার্থক করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে দেশীয় লোকে ক্রমে ক্রমে আপনার নিত্য কল্যাণ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় এবং যাহাতে তাহারা অল্পে অল্পে আপন পরম পিতা পরমেশ্বরের সহবাস লাভের উপযুক্ত হইতে পারে, তাহার উপযুক্ত উপায় সংস্থাপন করাই দেশের প্রকৃত কল্যাণ বর্দ্ধনের পথ প্রস্তুত করা। যে পর্য্যন্ত দেশীয় লোকের ধর্ম্ম পরিশুদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সমুদ্ভূত হইতে পারে না। ধর্ম্ম যে মনুষ্যের কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়, মনুষ্য ধর্ম্মান্বিত হইলে যে কি পর্য্যন্ত গৌরবান্বিত হয় এবং সে ধর্ম্ম বিহীন হইলে যে তাহার কতদূর পর্য্যন্ত অধঃপতন হইয়া থাকে, তাহার প্রতি একবার বিশেষ রূপে মনোযোগ করিয়া দেখিলেই অনায়াসে ধর্ম্মোন্নতির আবশ্যকতা অস্বভূত হইতে পারে। ধর্ম্ম মনুষ্যের ভূষণ স্বরূপ, এবং ধর্ম্মই তাহার প্রাণতুল্য। যে ব্যক্তি স্নানির্ম্মল ধর্ম্ম ভূষণে বিভূষিত না হয়, সহস্র বাহ্য শোভায় তাহার কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি

করিতে পারে? এবং যাহার অন্তর মধ্যে ধর্মের অপরাঞ্জিত শক্তি নিরন্তর বিদ্যমান না থাকে, তাহার সহিত মৃত দেহেরই বা কি বিশেষ? ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যিক যে বিশুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে মানব জাতি কোন রূপেই মহত্বের আশ্রমে অধিকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ধর্ম যেমন সাধারণ রূপে সমস্ত মনুষ্যেরই নিতান্ত প্রয়োজন, এমন আর কিছুই নহে। কি রাজা, কি প্রজা; কি ধনী, কি দরিদ্র; কি অস্ত্র, কি প্রাজ্ঞ; কি বীর, কি ধীর; কি ইতর, কি ভদ্র; কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ; কি যুবা, কি বৃদ্ধ; কি স্ত্রী, কি পুরুষ; ধর্ম মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজনীয়। ধর্ম যেমন রাজার মস্তক ভূষণ সেই রূপ দরিদ্রের সন্তোষের কারণ; ধর্ম যেমন জ্ঞানির জ্ঞানকে উজ্জ্বল করে, সেই রূপ অজ্ঞানের মনকেও গুণাবিত করে; ধর্ম যেমন বুবাদিগের যৌবন তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী, সেই রূপ গত্যুঃ বুদ্ধিদিগের বুদ্ধাবস্থার একমাত্র অবলম্বন; উহা যেমন পুরুষের পৌরুষের মূল, সেই রূপ স্ত্রীদিগের শ্রিয়ভারও নিদানভূত—উহা সাধারণ রূপে সকল মনুষ্যেরই আবশ্যিক। যে কোন প্রকার মনুষ্য হউক, ধর্ম বিহীন হইলে আর সে কোন প্রকারেই মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না এবং ধর্ম ব্যতিরেকে তাহার কিছুমাত্র শোভা থাকে না; ধর্মহীন ব্যক্তি সর্বদা সকল অবস্থাতে অপ্রাক্ষেয়। যেমন মৃত শরীরকে শতালঙ্কারে বিভূষিত করিলেও তাহার শোভা হয় না, সেই রূপ ধর্মবিহীন লোকের সহস্র গুণ থাকিলেও তাহা আদরণীয় হয় না। যদি স্বদেশীয় লোকের হৃদয় মন্দির বিশুদ্ধ ধর্ম জ্যোতিতে বিকীর্ণ না হইল, যদি স্বদেশীয় লোক সূক্ষ্মালোক প্রাপ্ত হইয়া আপন চিরাধা পরম পিতার অপ্রতিম মঙ্গল মূর্তি দর্শনে বর্জিত রহিল এবং যদি স্বদেশ মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের অনিবারিত স্রোতও তপ্রোত হইয়া প্রবাহিত না হইল এবং যে ঈশ্বর প্রেম জগতের সার, যাহা মানব জাতির সর্বস্ব ধন এবং যাহা আমাদিগের জীবনের জীবন, স্বদেশীয় লোকে যদি সেই দেব-হৃৎপ্রত প্রেমামৃত পানেই বঞ্চিত রহিল তবে কেবল বাহ্য শোভা ও বাহ্যায়ের দ্বারা স্বদেশের কি উন্নতি

সিদ্ধি হইবে? যদি দেশীয় লোকের হৃদয়ে জগদীশ্বরের প্রেম সঞ্চার দ্বারা স্বদেশের প্রাণ সঞ্চারই না হইল, তবে সেই প্রাণ-হীন শূন্য দেশকে প্রশস্ত রাজপথ, মনোহর উদ্যান, ছুর্গম ছুর্গ, ধবলাকৃতি অট্টালিকা ও নানা প্রকার শিল্প সম্পন্ন শোভা দ্বারা সুরম্বিত করিলে তাহার কি শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তাহার কি কল্যাণই বর্দ্ধিত হইবে? অতএব যে উদার স্বভাব মহাত্মারা স্বদেশের হিত সাধন করিতে নিতান্ত অমুরাগী, দেশীয় লোকের ধর্মোন্নতি সংসাধন পক্ষে তাঁহাদিগের সর্বতোভাবে মনোযোগী হওয়া আবশ্যিক। স্বদেশীয় লোক বিশুদ্ধ ধর্মতত্ত্ব রসাস্বাদনে কতদূর পর্যাস্ত অধিকারী হইয়াছে, দেবদুল্লভ ঈশ্বর প্রেমের অমৃতরসের স্বাদ গ্রহণ করিতে কি পর্যাস্ত সমর্থ হইয়াছে, সত্যের জন্য সর্বস্বাস্ত হইতে কি পর্যাস্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্ব স্ব মানস মন্দিরকে কি প্রকার পরিষ্কৃত করিয়াছে, ইহা তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যিক। এই সমস্ত মহৎ বিষয় সিদ্ধ করিতে না পারিলে কোন রূপে স্বদেশ হিত বর্দ্ধনের আশা পূর্ণ হইবার নহে।

কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে এ বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই মনোযোগ দেখা যায়, অতি অল্প সংখ্যক লোকে এ বিষয়ে যথা-বিহিত যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বদেশের ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ে যে প্রকার যত্ন করা আবশ্যিক, আমরা তদ্রূপ কি করিতেছি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা কিছুই করিতেছি না। কোথায় আমাদিগের যত্ন, কোথায় বা আমাদিগের উৎসাহ, আমরা অতি যৎসামান্য বিষয় সাধনের জন্য যে প্রকার যত্ন ও যত্নপ অমুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি, ধর্ম বিষয়ে তাহার সহস্র অংশের একাংশও করি না। আমরা কোন একটি সামাজিক বিষয় সিদ্ধ করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্য দ্বারা যে প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকি, ধর্মোন্নতি সাধনের জন্য যদি সেই রূপ করি, তাহা হইলে কি এ দেশের মধ্যে ধর্মের অবস্থা এত ম্লান থাকে। তাহা হইলে অবশ্যই আমরা কিছু না কিছু ফল প্রাপ্ত হই, সন্দেহ নাই। যখন অমৃত্তে পৃথিবীর কোন

কার্যাই সিদ্ধ হয় না, তখন যত্নাভাবে এতাদৃশ গুরুতর কার্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে একটা সামান্য রজত মুদ্রা লাভে আমরা ষাটশ লাভ জ্ঞান করি, সহস্র সহস্র অমূল্য ধর্মোপদেশ লাভকেও তাদৃশ মনে করি না এবং আমরা অতি যৎসামান্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্য দ্বারা যে প্রকার আয়াম ও ষাটশ যত্ন করিয়া থাকি, ধর্মোন্নতির জন্য কখনই সে প্রকার করি না। আহা! এ প্রকার অবজ্ঞে কি কখনই কোন বিষয়ের উন্নতি সিদ্ধি হইতে পারে? ধর্মোন্নতি সাধন পক্ষে আমাদিগের অবজ্ঞের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে এক কালে নিরাশ প্রায় হইতে হয় এবং তৎপক্ষে আমাদিগের তাচ্ছল্য ও অবহেলা মনে হইলে কোন কালে এবং কি প্রকারে যে এ দেশের ধর্মোন্নতি সিদ্ধ হইয়া ইহার প্রকৃত কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে তাহা স্থির করাও যায় না। ধর্মোন্নতি সাধন পথের বিষয় রাশি মনে হইলে এক এক সময় হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং আশার মূল শুষ্ক হইয়া যায়। একেতো এ দেশীয় অধিকাংশ লোকের মন এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ধর্ম তত্ত্বের মর্মান্বধারণে অশক্ত, তাহাতে আবার যে সমস্ত বিষয় দেখিতে পাই, তাহার স্মরণও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। আমরা যে সমস্ত লোককে এ দেশীয় ধর্মোন্নতি সাধনের ও প্রকৃত গৌরব বর্দ্ধনের কারণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি, যাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা ধর্মোন্নতির আশা বিস্তার করিয়া কালযাপন করি, তাঁহারা নিরাশ করিলে আর আমাদিগের আশা পূর্ণের পথ কোথায়? আমরা যদি ধর্ম শিখরের কিয়দূর আরোহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচ্যুত হই, তাহা হইলে আর আমাদিগের উন্নতির ভরসা কি? ফলতঃ ধর্মোন্নতি সাধন পক্ষে এ দেশীয় লোকের অযত্ন ও এ দেশের অবস্থা দৃষ্টে কোন মতেই আর এ দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় না। বস্ত-
তই নিরাশ হইতে হয়, তবে “সত্যমেব জযতে” এই সত্য মনে হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতে থাকে। ধর্ম নিয়ন্তা পরম পুরুষ সত্যের এমনি প্রভাব করিয়াছেন, যে সহস্র

বিষয় উল্লেখন করিয়াও সত্য আপন পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। সত্যের যে অবশ্যই জয় হয় তাহার অধর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সমুদয় পৃথিবীই তাহার প্রমাণ স্থল এবং আমাদিগের এই দেশই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে, কাহার মনে ছিল, যে এই তমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে পরম সত্য ব্রাহ্ম-ধর্মের উদয় হইয়া ইহাকে ধন্য করিবে? কে মনে করিত, যে এ দেশীয় লোকের মনে সুনির্মল ব্রাহ্ম-ধর্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সূত্রে এখানে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইল! মহাত্মা রামমোহন রায়ের মানস মন্দিরে এই পরম সত্যের প্রভা প্রকাশিত হইল এবং তিনিই এই দেশে তাঁহার মানসোদিত পরম সত্য ব্যাপ্ত হইবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি এই পরম কল্যাণকর ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। এই ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদিগের এ দেশের ধর্মোন্নতি সাধনের নিদানভূত, সূতরাং ইহাই এ দেশের প্রকৃত কল্যাণেরও প্রধান কারণ। যে মহাত্মা এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি যে আমাদিগের কি পর্য্যন্ত হিতকারী তাহা কি বলিব! তাঁহাকে মনে হইলে মন কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতে থাকে এবং তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেও হৃদয় প্রফুল্ল ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমাদিগের এ দেশীয় লোক চিরদিন তাঁহার উপকার ঋণে বদ্ধ থাকিবে। তিনিই এদেশের ষথার্থ হিতকারী এবং তিনি আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু। এই ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী মধ্যে তাঁহার কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে।

কিন্তু তিনি এই দেশে যে পরম সত্যের অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যত্নবারি সেচন পূর্ব্বক তাহাকে বর্দ্ধিত করা তাঁহার স্বজন ও সুহৃৎ বর্গের কি পর্য্যন্ত কর্তব্য। যাঁহারা তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার নামে শ্রদ্ধা করেন, এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য অমুরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহারা কোন্ প্রাণে যত্নভাবে সেই অঙ্কুরকে শুষ্ক হইতে দেখিবেন,

বলা যায় না। ষাঁহাদিগের সতোর প্রতি কিছুমাত্র আদর আছে এবং স্বদেশের উপকারের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা আছে; ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত তাঁহারা অবশ্যই যত্নশীল হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা স্বদেশের প্রকৃত হিত সাধনের জন্য যে মহৎ উপায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে অবহেলা করিলে আমরা অবশ্যই পরম পিতার নিকট অপরাধী হইব, ইহাতে তাহাঙ্কিত প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহার অজ্ঞা হেলনের পাপে পতিত হইব। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের স্বদেশের কল্যাণ সাধনের এই প্রশস্ত পথ প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অবহেলা করিয়া সেই পথ অবলম্বন না করি, তাহা হইলে কি আর আমাদের অপরাধের সীমা থাকে।

হা জগদীশ! হে করুণানিধান বিশ্ব-পিতা! তুমি প্রমত্ত হও এবং কৃপা করিয়া আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর। তুমি আমাদের নিদ্রিত মনকে জাগ্রত কর এবং নির্জীব ভাবকে সতেজ কর, তোমা ব্যতিরেকে আর আমাদের অন্য গতি নাই। যাহাতে তোমার দীনহীন সম্মানগণ তোমার প্রণীত সত্য ধর্মের শ্রীসাধন করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে এবং যাহাতে তাহারা তোমার অনির্কমীয় প্রেম রসের স্বাদ গ্রহণে শক্তি হয়, তুমি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে তাদৃশ শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন সকলে তোমাতে প্রীতি করিয়া এবং তোমার শ্রিয়কার্য সাধন করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারি, অবশেষে এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমাদের এই ব্রাহ্ম-সমাজের উনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। এই সমাজের প্রথম-বহুায়কে মনে করিয়াছিল, যে ইহা কুসংস্কার লতার পরশু

রূপে উদ্ভিত হইয়া। এককাল পর্য্যায় যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিবে এবং ধর্ম পথের চুস্তীর্ণ কণ্টক সমুদায় ছেদন করিতে থাকিবে। কাহার মনে ছিল যে ঊনত্রিংশ বৎসর পরেও এই সমাজ-মন্দিরে আমরা সকলে ভ্রাতৃ সৌহার্দ রসে মিলিত হইয়া পরমেশ্বরের দুরবগাহ্য মঙ্গল তাব নিরীক্ষণ করিতে প্ররুত হইব। কি আশ্চর্য্য! যিনি আমাদের ইঞ্জিয়ার অগোচর, যিনি আমাদের মন হইতে পৃথক পদার্থ, যাঁহার সন্তিত এ পৃথিবীর কোন বস্তুই তুলনা না পাইয়া যাঁহাকে কেবল “অন্তলমনণ্ড্র স্মদীর্ঘঃ” “অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ঃ” এই প্রকার নেতি নেতি বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে হয় - কি আশ্চর্য্য! অদা এই আলোকময় সমাজ-মন্দিরে তাঁহারই অতুল ক্ষোভিঃ প্রতিভাসিত দেখিতেছি। ভুলোক ও ছালোক সতত যাঁহার সাক্ষা প্রদান করিতেছে, “যসৌমহিমা ভূবি দিব্যে” তাঁহার সমগ্র বিশ্ব-রাজ্যের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর এট পৃথিবীতেই অবস্থিতি করিয়া যে আমরা তাঁহার সহবাস সুখলাভে অধিকারী হইতেছি, ইহা আমাদের সকল সৌভাগ্যের প্রধান সৌভাগ্য। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির নিদর্শন চতুর্দিকে এরূপ বিস্তারিত রহিয়াছে, যে তাহা দেখিলে অবোধ বালকের মনেও তাঁহার মহান ভাবের উদ্দীপন হয়। সেই চেতনাবানের প্রকাশে এই সমুদায় জড় পদার্থও চেতন বিশিষ্ট বোধ হয় এবং তাঁহারই অল্পম সুন্দর ভাবের ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়া এই সমুদয় সুন্দর দেখায়। এই অচেতন দিবাকর সচেতনের ন্যায় সচল হইয়া প্রতি দিনই যথাকালে সমুদয় জীবের বিশ্রাম ভঙ্গ পূর্ব্বক সকলকেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করত তাঁহারই শাসন প্রচার করে। গভীর নিশীথ সময়ে সকল জীব সুষুপ্ত হইলে নীলোজ্জ্বল গগন মণ্ডলে দীপ্তিমান তারকাগণ সৈন্য দলের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া প্রহরী রূপে যেন তাঁহারই রাজ্য পরিপালন করে। কত নদ নদী পর্ব্বত-ক্রোড় হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিবার জন্য কত দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া এবং কত ছুস্তর প্রতিবন্ধক ছেদন করিয়া ঘোরতর নিনাদে ও প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে,

এবং তাঁহার এই রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন ও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জন শূন্য দুর্গম গহনের প্রত্যেক মনোহর পুষ্প তাঁহার অতুল্য তুলিকা দ্বারা উন্মীলিত হইয়া এবং তাঁহারই হস্ত দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারই সুন্দর ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সুন্দর মঙ্গল ভাব চতুর্দিকে প্রকাশমান রহিয়াছে, জগতের অতি সামান্য বিষয়ও গূঢ় পরমার্থ ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী কোন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত অসংখ্য অসংখ্য ভ্রাম্যমান লোক মণ্ডলের পরমাশ্চর্য্য শৃঙ্খলা অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরে প্রেমার্জ্জচিত্ত হইয়েন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞানবিৎ সুধীগণ এক বিন্দু জলের মধ্যে কোটি কোটি কীটের সংস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহাদের প্রত্যেকের অচিন্তনীয় সূক্ষ্ম শরীরে তদুপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আহার, বিহার ও রক্ত সঞ্চালন দর্শন করিয়া এবং তাহাদের হরিদ্বর্ণ রক্তবর্ণ স্বর্ণ বর্ণ ও হীরক খণ্ডবৎ উজ্জ্বল দেহে চমৎকার শিল্পকার্য্য অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তি ও অনন্ত করুণাতে মনোনিবেশ করেন; সেই রূপ কোন অশিক্ষিত এবং অসুপদিষ্ট বক্ত্তিও সূর্য্য মণ্ডলে তাঁহার প্রভা—বন পুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য—গগন বাপী নবা-
 যুগর্ত্ত মেঘ মালায় তাঁহার উদার ভাব—অগণনীয় নক্ষত্র রাজিতে তাঁহার অভাবনীয় অনন্ত ভাব—প্রত্যেক বিশ্ব কৌশলে তাঁহার জ্ঞান—এবং প্রভূত শক্তিশালী ও প্রভাবশীল পদার্থ সমূহে তাঁহার শক্তি অসুধাবন করিয়া পুলকে আর্জ্জ হইয়েন এবং প্রতি নিমিষের করুণা স্মরণ করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমে মগ্ন হইয়েন। এখানে জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়েই ঈশ্বর জ্ঞানে সমান অধিকারী। তিনি তাঁহাকে জানিবার অধিকার কেবল আমাদের ভ্রান্ত বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করেন নাই যে কতিপয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি তार्কিক ব্যতিরেকে আর কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে না। তিনি তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার মঙ্গলভাব আমাদের প্রত্যেকেরই মনোমধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেমন সূর্য্যকে ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মুর্থ সকলেরই দ্বারে তাহার স্বর্ণময় কিরণ জাল বিস্তার করিতে আদেশ করিয়া স্বীয় অপক্ষপাতিতা

প্রচার করিয়াছেন; সেই রূপ তিনি তাঁহার সমুদয় সন্তানদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া অল্পপম করুণা বিস্তার করিয়াছেন ।

তিনি আমাদেরদিগের নিকট এজন্য আপনাকে প্রকাশ রাখিয়াছেন, যে আমরা তাঁহার পবিত্র মঙ্গল স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র হই, এবং সেই মঙ্গলভাবের অনুকরণ করিতে যত্নশীল হই। এই শুভ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে পরম হিতকারী মন্ত্রী রূপে ধর্মকে সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই ধর্মের মন্ত্রণার বশবর্তী হইয়া আমরা সংসারের সমূহ দুর্গতি হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইতেছি। তিনি ধর্মাত্মত্বের সঙ্গে সঙ্গেই কি অল্পপম সুনির্মল স্নেহের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন! যেখানে নায় ও সত্য—সেখানে নির্মল প্রেম ও দয়া, সেই স্থানেই আত্ম প্রসাদ। যখন কাহারও আত্ম-নাশ নিবারণ করা যায়—যখন কোন দুঃসহ শোক সন্তপ্ত ব্যক্তির মনঃশলা উদ্ধার করা যায়—যখন ধর্ম যুদ্ধে পরাহত কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে উৎসাহ ও সাহস প্রদান করা যায়—যখন প্রবোধ সূর্য্য দ্বারা কাহারও মন হইতে অজ্ঞান তিমির দূর করা যায়, অথবা কাহারও মোহ নিদ্রা তঙ্গ করা যায়—যখন অন্যের দোষ প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমা করা যায়, এবং আপনার সেই সকল দোষকে নির্দয় রূপে নির্ঘাতন করিয়া দূরীকৃত করা যায়—যখন আপনার পরম শত্রু স্বরূপ বিপু বিশেষকে আয়ত্ত করা যায় এবং যখন আপনার অনিষ্টকে অনিষ্ট জ্ঞান ও গুরু বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়াও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অমুষ্ঠান করা যায়—তখনই নির্মল স্নেহের উৎস উৎসায়িত হইতে থাকে—তখনই বিশদ আত্ম প্রসাদ হৃদয়াকাশে আবিভূত হয়—তখনই ধর্মাত্মত্ব রস পান করা যায়।

আমাদের ইচ্ছা ও যত্ন এবং চিন্তা ও চেষ্টা, স্বার্থপরতার অনুবর্তী না হইয়া যদি নায় ও সত্যের পথে সতত প্রধাবিত হয়, তবে যে কেবল মায়াগমী পাপ-পিশাচীর হস্ত হইতে এক প্রকার পরিভ্রাণ পাওয়া যায় এমত নহে, তাহা হইলে অশেষ ধৈর্য্য ও আয়াস সাধা অতি ছুরুহ ধর্মাত্মত্ব আপনা হইতেই সহজ

হইতে থাকে এবং তাহাতেই আমারদের প্রবল উৎসাহ ও অপূর্ণ আনন্দের উদয় হয়। কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত না থাকিলে কদাপি ধর্ম রত্ন লাভ করা যায় না। ছায়া ও বিশ্রাম স্থান হইতে আতপে বিনির্গত হওয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্ট দায়ক বটে, কিন্তু পরে যখন প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিয়াও প্রবল উৎসাহের সহিত ভূমি কর্ষণ করা যায়, তখন অতি কঠিন ও অসার ভূমিকেও শস্যশালিনী এবং ফলবতী দেখা যায়। সেই প্রকার কিঞ্চিৎ কষ্ট কিম্বা বিপদের ভয়ে ধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ন্যায় ও স্বার্থপরতায় বিরোধ উপস্থিত হইলে যিনি ন্যায় অবলম্বন করিতেই একান্ত মনে যত্নবান্ হইয়েন এবং দয়া ও লোভে বিরোধ উপস্থিত হইলে যিনি লোভ পরিত্যাগ করিয়া দয়া অবলম্বন করিতে সতত চেষ্টা করিত হইয়েন, ও ক্রোধ এবং ক্ষমায় বিরোধ উপস্থিত হইলে ক্ষমা আশ্রয় করিতে যিনি অভ্যাস করেন, তাঁহার ধৈর্য্য গুণ ক্রমেই বলবান্ হয়, এবং তাঁহার প্রবৃত্তি স্রোত পাপ পথের প্রতিকূলে সহজেই পরিচালিত হইতে পারে। তাঁহার ধর্ম প্রবৃত্তি তাঁহার রিপু সকলকে বশীভূত করিবার যতই চেষ্টা করে, তাঁহার বিপু সকল তাঁহার নিকট ততই বিনীত হইতে থাকে, এবং তাঁহার প্রবৃত্তি ধর্মেতে বিরাজমান হইয়া তাঁহার মনে ততই নূতন স্কর্ভি ও একাগ্রতার সঞ্চার করে। আমরা ধর্ম পথে পরিভ্রমণ করিতে অভ্যাস করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর পুরস্কার লাভ করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। ধর্মেতেই সুখ এবং আনন্দ-প্রসাদ, ও পাপেতেই গ্লানি এবং অপবিত্রতা। আমারদিগকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য জগৎপিতা কত সহস্র সহস্র সছুপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন! মানান্য় লোকের অনুরোধে আমারদের কত সময় কত প্রকার কুর্কর্ম হইতে নিরস্ত হইতে হয়, তবে আমরা কেন না মনে করি, যে আমরা নিদ্রিত থাকিলেও যিনি জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তিনি আমারদের প্রত্যেক কার্যের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া অবশ্যই পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করেন এবং যে সকল চিন্তা, কেবল

আমাদের মনোভূমিতেই নিহিত থাকে এবং অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না, তাহাও তিনি বিশেষ রূপে জানিতেছেন। এই সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে কত পাপকর্ম হইতে দূরে পাকা যায়—স্বার্থপরতার কত কুমন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারা যায়, এবং পুণ্যানুষ্ঠানে আমাদের উৎসাহ কতই বৃদ্ধি হইতে পারে।

হে পরমাত্মন! তুমি মনুষ্যকে অনন্ত কালের উন্নতি লাভে অধিকারী করিয়া তাহার মনে কতই মহত্ত্বের বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তাহার সুখ রাজ্য কতই দিস্তৃত করিয়াছ; তাহার অধিকার কতই প্রশস্ত করিয়াছ; তাহাকে কতই অধিপত্য প্রদান করিয়াছ! তথাপি যাহারা স্বকীয় গরীয়সী প্রকৃতি বিন্মৃত হইয়া অপথে পদার্থপণ করিতেছে এবং আপনাদের সঙ্গে অন্যকেও দুষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে, এবং যাহারা নানা প্রকার ঘটনা সূত্রে অন্তঃস্থ হইয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনার জন্য আমার মন উৎসুক হইতেছে। যাহারা তোমার নির্দিষ্ট ধর্ম পথে গমন করিবার মানস করিয়া সম্মুখে অনেক ব্যাঘাত ও বিস্তর প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়েন এবং দেশের কুরীতি বা কুসংস্কার বশতঃ সেই পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না, হে বিষয় বিনাশন বিশ্বপাতা! তুমি তাহাদের সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দেও এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও সাহস প্রদান কর। যে সময়ে সাধু ব্যক্তি কর্ম ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিচরণ করিয়া বিষয় কোলাহল দূর করিবার নিমিত্ত তোমাতে চিন্তা নিবেশিত করেন এবং আপনাদের মনকে শান্তি জ্যোতিতে পবিত্র করেন, সেই সময়ে যাহারা অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখ বা নিকৃষ্ট আমোদে রত থাকিয়া তোমার প্রদত্ত স্বকীয় মহীয়সী প্রবৃত্তি সমুদায়কে নিদ্রিত রাখে, হে পরমাত্মন! তুমি তাহাদেরিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর এবং সংপথ প্রদর্শন কর। যাহারা কেবল বিষয় রসে মুগ্ধ হইয়া সংসার তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে, এবং বিপদের সময় সম্পদজীবী বন্ধু জন গণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সহায়হীন ও আশাহীন হইয়া যায়, তাহারা

যেন সংসার ঘটিত সমস্ত সম্বন্ধ অনিত্য জানিয়া তাহাতেই একান্ত লিপ্ত না হয় এবং তোমার সহিত চির সম্বন্ধ জানিয়া তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা বিকারী যৌবন ও ধন মদে মত্ত থাকিয়া মৃত্যুকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং আপনাদের অতুল ঐশ্বর্য্য বলিষ্ঠ শরীর ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্মোগ মলিলে নিমজ্জন করে এবং অবশেষে এমত জঘন্য অবস্থায় পতিত হয়, যে আমোদে তাহাদের আর পরিতৃপ্তি হয় না এবং নিদ্রায় আর বিশ্রাম হয় না, যাহারা পরিবর্তনশীল সংসার মধ্যে সকল প্রকার সুখ ভোগের পরীক্ষা শেষ করিয়া পরে সংসার প্রতি—মনুষ্যের প্রতি এবং আপনাদের প্রতি, একান্ত বিরক্ত ও সর্ব্ব প্রকারে নিরাশ হইয়া কেবল আক্ষেপ করিয়াই আয়ুঃ শেষ করিতে থাকে, তাহাদের যেন জ্ঞান হয় যে, আমরা কেবল আহার ও বিহারের নিমিত্তেই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করি নাই এবং পৃথিবীতেই আমাদের জীবনের শেষ নহে; তাহারা সংসার মধ্যে সুখ রূপ যুগতৃষ্ণিকায় প্রতিবার আশ্বাসিত ও প্রতিবার বঞ্চিত হইয়া যেন অপরিবর্তনীয় স্বরূপে আপনাদের সুখের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে, এবং আপনাদের যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রশস্ত নগরী মধ্যে যাহারা পাপ ও দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছে, যে সকল পাপাত্মা অন্ধকারময় নির্জ্ঞান ভীষণ কারাগৃহে নিজ কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে, যে সকল দীন দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় শিশু সন্তানদিগের জন্য এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম, যে সকল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভেই সুখ প্রিয় স্বার্থপর দুঃশীল পাপাত্মাদিগের হস্তে পতিত হইয়া স্বাভাবিক তেজস্বিনী প্রকৃতিকে নিস্তেজ ও বিকৃত করিতেছে, এবং যে সকল অনাথা অবলা গণ পতিবিরোগে সহায়হীনা হইয়া দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, হে পরমাত্মন! ইহার সকলেই তোমার আশ্রিত, তুমি ইহারদিগের সকলকেই সৎপথে প্রবৃত্ত কর; ইহার যেন তোমার প্রসারিত ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার দুঃখ শোক হইতে মুক্ত হয়।

আমি কি বলিতেছি! যিনি প্রার্থনাও পূর্বে আমারদিগের

অশেষ কল্যাণ বিধান করেন, তাঁহার নিকট আমি কি প্রার্থনা করিতেছি! যাঁহার নিয়মে এই সমুদায় জীব এতকাল পর্য্যন্ত সুখে বিচরণ করিতেছে, এবং কত .কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি যাঁহার রাজ্যে অদ্যাপি বিশৃঙ্খল হয় নাই, তিনি কি আমারদিগকে দেখিতেছেন না? তিনি যদি আমারদের প্রতি স্নেহ পূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তেও জীবন ধারণ করিতে পারিতাম? এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁহার নিয়মের কতই অন্তথা— চরণ করিয়াছি, তথাপি তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমারদের শরীরের মধ্যে যত অস্থি, যত শিরা ও যত মাংস-পেশী আছে, সংবৎসর মধ্যে তাহারদের একটিও কি ক্ষত হইবে না? আমারদের মনে যত প্রকার বুদ্ধি আছে, তাহারা সকলেই কি যথানিয়মে পরিচালিত হইবে? আমারদের যত রিপু বারম্বার উত্তেজিত হইতেছে, তাহারা সকলে কি প্রতিবারই বুদ্ধির অধীনে নিয়ুক্ত হইবে? আমারদের বুদ্ধিই কি সকল সময়ে সত্য অনুসন্ধান ও অভ্যন্ত বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে? পৃথিবীতে মেশহের যত প্রকার কুটিল জাল প্রস্তুত আছে, তাহারদের একটিতেও পতিত হইবে না? মৃত্যুর যত কোটি কোটি দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তাহার একটি দ্বার দিয়াও কালগ্রাসে প্রবেশ করিব না? এ প্রকার কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু হে পরমাত্মন! ইহাতেও যে আমরা সম্বৎসর মধ্যে অশেষ প্রকার অনর্থ হইতে রক্ষা পাইয়া যথাসাধ্য তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, এবং অবশেষে অদ্য এই রজনীতে স্বচ্ছন্দ চিত্তে তোমার করুণা অলোচনা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি, ইহার জন্য যে কি প্রকারে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা বলিতে পারি না।

বিশ্ব-পতির কেবল মঙ্গলই অভিপ্রায়, বিশ্বরাজ্য কেবলই উন্নতির ব্যাপার। জগদীশ্বর যে কোন্ সূত্রে ও কি উপায়ে তাঁহার এই বিশ্বরাজ্যের মঙ্গল বিধান করেন, তাহা কে বলিবে? দেশ বিশেষ পাপ ভারে প্রপীড়িত হইলে যখন তাহার রাজ্য প্রণালী

একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, যখন তাহার লোকদিগের মধ্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ও পিতা পুত্রের হৃদয়ভেদী ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক সং-
গ্রামের আরম্ভ হয় এবং যখন পাপ কলঙ্ক প্রক্ষালন করিবার জন্য শোণিত নদী বহমান হইতে থাকে, তখন জগদীশ্বর যেমন প্রথমে বুদ্ধি সম্পন্ন প্রবল প্রতাপ অতুল তেজস্বী রীর পুরুষ বিশেষকে প্রেরণ করিয়া সেই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করেন এবং স্মৃতন শৃঙ্খলা ও সূনিয়ম সংস্থাপন করিবার উপায় করিয়া দেন, সেই রূপ যখন চতুর্দিক অজ্ঞানান্ধকার ব্যাপ্ত হয়; কুসংস্কার পাশ বিস্তৃত হইতে থাকে এবং মোহঘনাবলি দ্বারা সত্য জ্যোতি প্রচ্ছন্ন হইতে থাকে, তখন ঈশ্বরেচ্ছায় কোন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পীর প্রকৃতি ধর্মপরায়ণ মহাপুরুষ সূর্য্যের ন্যায় উদয় হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিমোচন করেন এবং প্রাণ পণে সত্য-ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই বঙ্গ ভূমিতে সত্য প্রভার উষা স্বরূপ মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া কত কলাণের বীজ নিপেক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তিনিই “ধর্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ” এই অমৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়া অনিবার্য্য যন্ত্র সহকারে এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ সূচারু বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহ চিত্ত হইয়া পরেও কোন মহাত্মা এই ধর্ম্মময় অমৃতময় তরু সেচন করিয়া ইহাকে অশেষ বিষু হইতে রক্ষা করিতেছেন, এবং এ ক্ষণে ইহা বিস্তর বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর প্রসাদাৎ শাখা পল্লবিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

হে ব্রাহ্মগণ! আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত অসামান্য দুঃসহ ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া উৎসাহ হীন ও বিষন্ন হওয়া বিধেয় নহে। এই পরিবর্তনশীল ও উন্নতি বিশিষ্ট জগৎ সংসারে এককালে নিরাশ হইবার বিষয় কি? ঈশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্পের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আশা যক্ষি অবলম্বন করাই আমাদিগের কর্তব্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা যেন অতি মহতী আশায় আত্মাসিত হইয়া পরে সেই আশা অপূর্ণ দেখিয়া বিষন্ন না হই। ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নতির সোপান এমন অল্পে অল্পে উৎখিত হয় যে

আমরা তাহা জানিতেও পারি না। আপাততঃ প্রতীয়মান অনিষ্ট রাশি হইতে জগদীশ্বর অলঙ্কিত-পূর্ব ও অশ্রুত-পূর্ব উপায় দ্বারা অশেষ মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারেন। তিনি উপপ্লেবে আন্দোলিত এই ভারতবর্ষে শান্তি জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া ইহার মলিন বেশকে উজ্জ্বল করিতে পারেন এবং ইহার বিঘ্ন বদন প্রসন্ন করিতে পারেন। তিনি রামমোহন রায় সদৃশ প্রভাবশীল মহাত্মাকে প্রেরণ করিয়া জ্ঞান বিষয়ে, ধর্ম বিষয়ে এবং অবস্থা বিষয়ে ভারত ভূমির সন্তানদিগের অশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। সেই রাজার রাজা তাঁহার প্রজাদিগকে যে কি উপায়ে রক্ষা করিবেন তাহা তিনিই জানেন। হে পরমাত্মন! যাহাতে আমাদের সকলের মধ্যে স্বার্থপরতা ছুর্বল হইয়া ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হয়, যাহাতে তোমার প্রেমাত্মরূপ প্রণয় সূত্র চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, যাহাতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশ দেশের মধ্যে এবং এই ছুর্বল জাতি জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে, তুমি তাহা বিধান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮০ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

তৃতীয় বক্তৃতা ।

“এষ সর্বেশ্বরেষু ভূতাদি পতিরেষু ভূতপাল-

এষ সেতুর্কিধরণ এষাং লোকানামসমুদায়।”

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্বভূ-
তের প্রতিপালক, ইনি লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া
সমুদায় ধারণ করিতেছেন।

সেই সর্বশক্তিমান্ পরাংপর পুরুষের ইচ্ছা মাত্র এই জগৎ
উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই নিয়মে ইহা অদ্যাপি স্থিতি করি-
তেছে, এবং তাঁহারই মঙ্গলভাব ইহাতে দেদীপ্যমান প্রকাশ
পাইতেছে। তাঁহার শাসনে এই গ্রহ চন্দ্র স্ব স্ব পথে জাম্যমান

হইয়া তাঁহারই কার্য সাধন করিতেছে। তাঁহারই শাসনে মথো● মথো ধমকেতু উদ্ভিত হইয়া, আমারদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। তাঁহারই আদেশ ক্রমে বৃক্ষ সকল ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শাখা পল্লবে পল্লবিত হইতেছে, সেই সকল বৃক্ষ হইতে স্নগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদু ফলের উৎপত্তি হইতেছে এবং যখন পশুরা সেই ফল ভক্ষণ করে, তখন তাহাই রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া তাহাদের জীবন ধারণের উপায় হইতেছে। তাঁহারই নিয়মে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি ছুরুহ বিষয়ে বুদ্ধি পরিচালনা করিতেছেন, এবং ধর্ম পথে থাকিয়া বিমলানন্দ অমৃতভব করিতেছেন। তিনিই স্থির, আর সমুদয় বস্তুই জামামাণ হইতেছে, “দেবশ্চৈষমহিমা তু লোকে যেনেদং জামাতে ব্রহ্ম-চক্রং।” তিনিই ধব, সত্য, নিশ্চল, আর সমুদয় পদার্থই তাঁহার কার্যে তৎপর রহিয়াছে; তিনিই রাজা আর সকলই তাঁহার অখণ্ডনীয় শাসনের অধীন। তিনিই “মহদ্বয়ং বজ্রমুদাতং” তিনি ধর্মের আবহ, পাপের শাস্ত। সকল ঘটনাই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে; কাহার সাধ্য যে তাঁহার অভিপ্রায় খণ্ডন করে।

যিনি ফলফুলে নানা শক্তি দিয়াছেন, তাঁহার নিয়মে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি পৃথিবীরও বিশৃঙ্খলা হইবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই, তিনি যে মনুষ্যের মনে এপ্রকার শক্তি দিয়াছেন যে তাহার দ্বারা তিনি ন্যায় অন্যায়ায়, পাপ পুণ্য কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য করিতে পারেন, এই পরমাশ্চর্য্য শক্তির সহিত অন্য কোন শক্তির তুলনা হয় না। যখন নদীতে প্রবল তরঙ্গ হয়, তখন যে বলবান্ ব্যক্তি তাহার প্রতিশ্রোতে গমন করিতে পারে, তাহার বলের আমরা কতই প্রশংসা করিতে থাকি, তবে যখন সম্মার তরঙ্গের মোহ কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যায়, তখন যে ব্যক্তি সেই তরঙ্গের প্রতিকূলে গমন করিতে পারে, তাহার শক্তি কেমন আশ্চর্য্য!

কিন্তু আবার যখন বিবেচনা করা যায়, যে ধর্ম হইতে পৃথিবীতে আমাদের শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি আছে, তখন দেখা যায়

যে, ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম হইতেও মহত্তর। ঈশ্বর প্রীতিই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধ পথ, তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের বলেতেই স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করা যায়। এই কোলাহলময় সংসারে মুগ্ধ না হইয়া সেই সংসারাভীত পদার্থকে আশ্রয় করা মনুষ্যের কি সামান্য গৌরবের বিষয়? আমরা স্বার্থপরতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া এবং পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া মঙ্গল স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গলের আর নীনা থাকে না। যতক্ষণ আমাদের অনুরাগ ও উৎসাহ কেবল সংসারেতেই বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ আমরা যে সকল কার্য্য করি, তাহা কখনও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করি না। তাহা আমারদিগের নিজেরই প্রিয়কার্য্য। তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রথম উপদেশ, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাহার দ্বিতীয় উপদেশ। তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপিত হইলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্যে আমাদের অসামান্য উৎসাহ জন্মে—তখন ঈশ্বরের সহিত সমুদয় কামনা উপভোগ করা হয়।

যখন বিষয় কামনাতে মুগ্ধ না হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ণ স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করিতে পারি, তখন সেই প্রীতি অতীব পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্বার সংসারে প্রবেশ করে। তখন সেই প্রীতির সহিত স্বার্থপরতার লেশ মাত্রও থাকে না। ঈশ্বর যে প্রকারে আপনার সন্তানদিগকে প্রীতি করেন, তখন সেই প্রকার প্রীতির অনুকরণেই আমারদিগের ইচ্ছা ও বৃত্ত হইবে। বিশ্বপিতার যে প্রকার মঙ্গল ভাব, আমারদের মনে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়।

হে অন্তর্ভূমিন্ পরমাত্মন! যত দিন অবধি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব ও মঙ্গলভাব হৃদয়ধামে বিরাজিত না হইবে, ততদিন সকলই বৃথা ও শূন্য। আর যাঁহারা তোমাকে আপন হৃদয়স্থ করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইতেছেন, অদ্য এই সমাজ-মন্দিরে তাঁহারদিগেরই যথার্থ উৎসব, তাঁহারদিগেরই যথার্থ স্মৃতি। আমরা তোমরা সন্তান তোমার প্রজা হইয়া কেন আপনাদিগকে দুর্ভাগা ও দুঃখী মনে করিব। হে নাথ! আমরা যদি পিতৃহীন হই, তথাচ তুমি আমারদিগের পরম পিতা বর্তমান রহিয়াছ—আমরা পনহীন

হইলেও তুমি আমারদিগের ধন এবং সহায়হীন হইলেও তুমি
আমাদিগের সহায় । যে নির্ধন সে প্রকৃত দরিদ্র নহে, ও যাহার
বন্ধু নাই সেও বাস্তবিক নিরাশ্রয় নহে ; কিন্তু যে তোমা হইতে
প্রচ্যুত সেই ব্যক্তিই সকল হইতে প্রচ্যুত, তাহার পক্ষে সকলই
শূন্য ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮০ শক ।

সাংস্কৃতিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

চতুর্থ বক্তৃতা ।

হে বিশ্ববাপি পরমাত্মন! অদ্য তোমার সর্ব সন্তাপহারিণী
মূর্ত্তি আমারদিগের হৃদয় ধামে এ রূপ বিমল প্রভা বিকীর্ণ করি-
তেছে, যে আমরা তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া ক্লান্ত
থাকিতে পারিতেছি না । অদ্য তোমার অনিরূপ্য বাক্যাভীত
অমৃত নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই আমারদিগের অন্তঃকরণ সত্য
জ্যোতিতে উল্লসিত হইতেছে, এবং বিশুদ্ধ প্রেম পূর্ণ শান্তি
সলিলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ হইতেছে । অদ্য
ভুবন-দর্পণে কেবল তোমারই নিষ্কলঙ্ক সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ-
মান দেখিতেছি, এবং আমারদিগের অন্তরে কেবল তোমারই
নিগূঢ় সত্তা, তোমারই অনন্তজ্ঞান এবং তোমারই পরিপূর্ণ মঙ্গল
স্বরূপ সকল হইতে উচ্চতম এবং গাঢ়তম ভাবে অবস্থিতি করিয়া
আনন্দামৃতের সঞ্চায় করিতেছে । হে সর্বাশ্রয় পরমেশ্বর ! তুমি
সকল শক্তির একমাত্র আধার ; তুমিই জ্ঞানাদিগকে সৃজন করি-
য়াছ, তুমিই আমারদিগের কামনার যোগ্য সকল কামনা পূর্ণ
করিতেছ, এবং তোমারই সৌন্দর্যের আলোক জগৎ হইতে নানা
প্রকারে এবং নানা ভাবে বিনিষ্কাশিত হইয়া আমারদিগের অন্তঃকরণকে
অনুরঞ্জিত করিতেছে । প্রত্যহ যাহাতে আমরা জীবন
ধারণ করি, যাহার দ্বারা আমরা সকলে আনন্দে কাল যাপন

করিতে পারি এবং যাহার দ্বারা ধর্ম জনিত ক্ষুধা ও উৎসাহ প্রদীপ্ত হইয়া আমারদিগের মনুষ্য নামকে অকলঙ্কিত রাখিতে পারি, সে সকলই তোমা হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি আমরা একরূপ বিমুঢ় যে আমরা আপনাদিগকেই সকল হইতে সত্যতম বস্তু জ্ঞান করি এবং তোমাকে আমারদিগের প্রয়োজন সাধনোপযোগী মাত্র এক আনুসঙ্গিক পদার্থ বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করি। আমরাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকেই সার রূপে নির্ণয় করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকর এবং উপহাস্য সিদ্ধান্ত মতে আত্ম প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে কখনও বা তোমার অস্তিত্বের প্রতি সংশয় করি, কখনও বা তোমার আলোচনাকে নিষ্ফল বলিয়া স্থির করি, ও কখনও বা তোমার কৃত পদার্থ সকলকেই মূল কারণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি, এবং অবশেষে কর্ণ বধির-কারি বিবিধ সংশয়োক্তি দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া সকল সত্যে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু যে কালে তোমার সেই অনির্দেয় সত্য ভাব প্রকাশমান হইয়া আমারদিগের অন্তঃকরণের সকল সংশয়কে দূরীকৃত করে, তৎক্ষণাৎ আমরা এই অজ্ঞান তিমিরাক্ষয় সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া তোমার অভয় প্রদ অখিলাধার কোড়ে সংস্থাপিত হই।

হে হৃদয়েশ্বর! হে ধর্ম সেতু! হে ন্যায়াভূরক্ত পরমাত্মন! তুমি যখন সকলের একমাত্র স্রষ্টা এবং একমাত্র নিয়ন্তা, তখন আমরা আমারদিগের নানসক্রে তোমার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিতে কি নিমিত্তে যত্নবান্ না হই। যে মহাত্মা ধর্মাচরণ দ্বারা স্বীয় চিন্তাদর্শকে সুপরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে তোমার অপার আনন্দ প্রতিমা জ্ঞান গোচর করেন, তিনি যে রূপে প্রসন্ন থাকেন; পাপ কলঙ্কিত ব্যক্তি সে রূপে কখনই থাকে না। আমরা কি ক্ষীণ স্বভাব, আমরা তোমার সংসর্গ জনিত সকল হইতে শ্রেষ্ঠতম ও সুগভীর সুখের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করত অস্থায়ি বিষয় সুখের প্রার্থী হইয়া সকল কার্যে সর্বতোভাবে সংসারেরই আত্মভূক্তী হই, এবং পরিণামে তত্প্রযুক্ত ফল প্রাপ্ত হই; কিন্তু যৎকালে আমরা মোহ নিজা হইতে জাগ্রত হইয়া সকৌতুকে চতুর্দিক

অবলোকন করি, তখন বোধ হয় যে এই সমস্ত জগৎ তোমার প্রেম বারিতে অবগাহন করিয়া স্নাতন পরিচ্ছদ পরিধান করত এক অত্যশ্চর্যা ও অল্পপম পবিত্র ভাবে বিরাজ করিতেছে। তখন পিপাসাতুর চাতক যেরূপ এক বিন্দু জল কণার নিমিত্তে আকাশের প্রতি সোৎসুক নয়নে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করে, সেই রূপ আমরা সংসারের কর্দমাক্ত জলে স্নাত তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তোমার অমৃতময় প্রেম বারির বিন্দু মাত্রের প্রত্যাশায় তোমার প্রতিই সকাতরে দৃষ্টি পাত করি। হে স্নেহময় জগৎ পিতা! তোমার অপার স্নেহ কাহার হৃদয়ে না অভিনিবিষ্ট আছে! মাতা যেরূপ স্বীয় শিশুকে দূরে বিচরণ করিতে দেখিলে ভয় প্রদর্শন করাইয়া তাহাকে আপন সমীপে আনয়ন করেন, সেই রূপ যখন তোমা হইতে আমরা দূরে ভ্রমণ করি তখন তুমি আমারদিগের পথে নানা প্রকার সাংসারিক বিঘ্নীকৃত্য বিস্তার করিয়া আমারদিগকে তোমার ক্রোড়স্থ হইতে আস্থান কর; এবং মাতা যেরূপ আপন সন্তানকে ক্রীড়া সামগ্রী দেখাইয়া তাহাকে তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করেন, সেই রূপ তুমি আমারদিগের হর্ষ সম্পাদনের নিমিত্তে এই অখিল বিশ্ব সৌন্দর্য্য আমারদিগের নয়ন পথে আবিস্কৃত করিয়া রাখিয়াছ। হে সর্কান্তর্যামি পরমাত্মন! আমরা যদি তোমার পথের পথিক হইয়া সংসারের ছুঃখ শোক বিস্মরণ করিতে না পারিলাম তাহা হইলে আমারদিগের মনুষ্যত্বের আর প্রয়োজন কি? এবং হর্ষ, শোক, সম্পদ, বিপদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি কতকগুলির মধ্যে নিয়ত ঘূর্ণায়মান মাংস পিণ্ড মাত্র হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করাতেই বা আমরাদিগের লাভ কি? হে অন্তরের অন্তর! আমরা প্রার্থনা করিতে না করিতেই তোমার উদার মুখচ্ছবি প্রকাশমান হইয়া আমারদিগের মনকে এ রূপ উদাস করিয়া দিতেছে, যে যে পর্য্যন্ত না আমরা তোমার নিকট আমারদিগের সমস্ত জীবন অর্পণ করিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত আর কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮১ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা ।

অদ্য কি আনন্দের দিন । অদ্য আমাদের নিরুৎসাহ নির্দীর্ঘ্য নির্জীব ভাব গিয়া আমরা সকলে যেন জাগ্রত হইয়াছি । এখানকার সকলেরই চক্ষে উৎসাহ-প্রভা স্ফুর্তি পাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন আমরা জীবন-শূন্য বঙ্গ দেশ পরিতাগ করিয়া আর এক উৎকৃষ্ট উন্নত দেশে উপনীত হইয়াছি । আমরা এখানে কোন পরিমিত দেবতার আরাধনার জন্য আদি নাই । এ স্থানে কোন বাহ্য আড়ম্বর ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নত ভাব ও মহান উদ্দেশ্য মলিন করিতে পায় না । যিনি ‘সত্যং শিবং সুন্দরং’ ভূমা অমৃত স্বরূপ, তিনিই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এখানকার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহারই বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে । তিনি আমাদের বাহিরে তত নাই, যত আমাদের অন্তরে আছেন । সমুদ্র-ঝঞ্জা বজ্র-ধ্বনি হইতে তাঁহার ধ্বনি উথিত হইতেছে । কিন্তু আমাদের অন্তরাঙ্গাতে—প্রতি ধর্মের আদেশে—প্রত্যেক সাধু-ভাবে—তাঁহার গম্ভীর নিঃস্বন আরো স্পষ্ট শুনা যায় । নহোচ্চ পর্তে বা সুবিস্তৃত সমুদ্রে তাঁহার মহিমা বিরাজ করিতেছে ; কিন্তু আমাদের নিঃস্বার্থ ভাব, অকৃত্রিম প্রেম, অমায়িক কৃতজ্ঞতা, অনন্ত আশা, এই সকলের মধ্যে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপ প্রকাশিত হইলেন । তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরাঙ্গ । বাহ্যিক আনন্দ প্রমোদের আড়ম্বর ও উন্নততায় আমাদের ব্রহ্মোপাসনা হয় না—আমাদের উপাসনা আন্তরিক উপাসনা—প্রীতি পূজার পুষ্প—অতি পবিত্র উপহার । “আয়ুর্দেহি, যশোদেহি ; পুত্রং দেহি, ধনং দেহি” আয়ু দেও, যশ দেও ; পুত্র দেও, ধন দেও ; ঈশ্বরের নিকটে আমাদের এমন অযোগ্য প্রার্থনা নহে—আমাদের প্রার্থনা এই ‘অসতোমা সৎসাময় তমসোমা জ্যোতির্গময় যতোর্স্মাইম্মৃতং গময় ।’ শরৎকাল কি হেমন্তকালে গঙ্গাসাগর

কি মক্কাতে আমাদের উপাসনা বন্ধ নহে, কিন্তু সকল স্থান এবং সকল কালই তাঁহার উপাসনার নিয়তন। আমরা সেই স্বয়ম্ভু অনাদি অনন্ত এক মাত্র পরমেশ্বরেরই উপাসক। যখন ব্রাহ্ম-ধর্মের এমন উদার ভাব—যখন আমাদের এমন প্রশস্ত অধিকার ; তখন লোক-নিন্দা, লোক-ভয়, এ সকল নীচ লক্ষ্য আমাদের নহে। যখন জল স্থল শূন্য, যখন ভুলোক ও ছালোক—যখন আমাদের বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি, সকলে মিলিয়া 'সত্য জ্ঞানমনন্ত' একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহোচ্চ পবিত্র নাম ঘোষণা করিতেছে; তখন কি উপহাস, কি মিথ্যা বিনয়, কি লোক-ভয় কিছুতেই যেন আমরা তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত না হই—তাঁহার প্রতি প্রভু-ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত না থাকি। শত্রুর নিকটে পুত্র কি পিতার পরিচয়, সেনা কি রাজার পরিচয় দিতে ভয় করিয়া থাকে? তবে আমাদের পিতা যখন সকলের পিতা—আমাদের রাজা যখন রাজার রাজা ; তখন বিপক্ষের নিকট তাঁহার পরিচয় দিতে কি ভয়? তাঁহার মহিমা প্রচার অপেক্ষা আমাদের জীবনের সার কর্ম্ম আর কি আছে? অদ্য আমরা সেই পরম পিতার উপাসনা জন্য এখানে সকলে সমাগত হইয়াছি। কি মনোহর দৃশ্য! তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের দ্বারা এই স্থান পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের উপাসনা যেন বাহ্যিক উপাসনা না হয়—শ্রবণ ও পাঠ মাত্রই যেন আমাদের মর্কস্ব না হয়। ঋণ পরিশোধের স্থায় কঠোর কর্তব্য মনে করিয়া আমরা এখানে আসি নাই যাহাতে আমাদের আত্মা সেই ভূমির সহিত অকাটা প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমাদের লক্ষ্য। সরল হৃদয়ে—একাগ্র মনে প্রোক্ষণে আত্ম হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা কর। তোমাদের সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, সমুদয় উৎসাহ ও সমুদয় অমুরাগ ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। ভয় ও ধ্যান ও জ্ঞানতা রূপ মনের অঙ্ককার দূর করিয়া বিনীত ভাবে, আনন্দিত মনে, সক্রোদ্ধ চিত্তে, গম্ভীর প্রেম ও অটল অমুরাগের সহিত তাঁহার আরাধনা কর। তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন কামনা থাকে ; তবে যেন তাহা ধর্মের জন্য, পবিত্রতার জন্য,

পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য হয়। এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা কর—এই প্রকারে সেই অনাদ্যনন্তকে তাঁহার যোগ্য উপহার প্রদান কর।

কিন্তু ইহা মনে রাখ, তোমাদের এখানকার উপাসনা ইহারই জন্য যে সর্বত্রই তাঁহার এই রূপ উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনায় যেমন আপনাকে পবিত্র করিবে, সেই রূপ-তাঁহার বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচার করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে না। এমন গুরুতর কার্যে আমাদের যেন প্রাণ-গত যত্ন থাকে। প্রথমে পরিবার, পরে স্বদেশ, পরে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিতে থাক। যেখানে আমরা অন্নপান, স্নান-দুঃখ, সকলই আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া ভোগ করি; সেখানে ঈশ্বরকেই কি একাকী লাভ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারা যায়? যাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম দেশময় ব্যাপ্ত হয়, পৃথিবীময় প্রচারিত হয়, যখন আমাদের এমন মহান লক্ষ্য; তখন তাহার প্রথম সোপান যে পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্মকে আঙ্গীন করা, তাহাই যদি না হইল, তবে আর কি হইল? এক এক পরিবারে যে কয় জন ব্রাহ্ম-ভ্রাতা আছেন, তাঁহার ও কি নিরাকার নিষ্কিরকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে ভীত হইবেন? কেবল পুরুষেরা কেন? স্ত্রী পুরুষ—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া সেই পরম পিতার অর্চনা কর। ব্রাহ্ম-ধর্ম যদি উদাসীন রহিলেন—তিনি যদি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না পারিলেন, তবে এ দেশের আর কি হইল? ধর্ম দূরের বস্তু নহে—ধর্মকে তাঁহার স্বর্গীয় আসন হইতে আমাদের নিকটেই আনিতে হইবে—প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে তাঁহার সহায়তা চাই—যত দিন তিনি প্রতি গৃহে, প্রতি পরিবারে, প্রতি কর্মে না আসিবেন, তত দিন আমাদের মঙ্গল নাই। ধর্মের আভা আমাদের আশ্রিতে যেন চকিতের ন্যায় ক্ষণিক না থাকে—কিন্তু সূর্য্য কিরণের ন্যায় যেন নিরন্তর প্রকাশমান থাকে। এই জন্য ধর্মকে সংসারের কর্মক্ষেত্রে আনিতে হইবে। যখন স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্মিণী, তখন তাহাকে হীন ধর্মে অবনত রাখা কতদূর পর্য্যন্ত পরিতাপের বিষয়! এ

দেশের অবলাগণকে এ ক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্মের আশ্রয় দেওয়া কঠিন কর্ম নহে। আমাদের দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার বিষয়ে যে সমস্ত বিষয় ছিল, তাহা ঈশ্বরের প্রসাদে কেমন শীঘ্র নিরাকৃত হইয়াছে। এ ক্ষণে ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ নিক্ষেপ করিলেই হয়। পুরুষের দৃষ্টান্তে স্ত্রীলোকেরও অন্তর হইতে বৃথা-সংস্কার ও কুসংস্কার সকল অন্তরিত হইতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রবেশ জন্ম এ ক্ষণে এদেশের সকল দ্বারই মুক্ত রহিয়াছে—এ ক্ষণে গৃহে গৃহে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রবেশ না করিলে মহান্ অনর্থ ! স্ত্রীদিগের ধর্মই ভূষণ—ধর্মই সর্কস্ব ধন। তাহাদের কুসুম সদৃশ কোমল হৃদয়ে ধর্মের ভাব যেমন শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়, এমন আর কিছুই নহে। অতএব তাহারদিগকে বিশ্বাস-শূন্য নিরাশ্রিত রাখা কত মন্দ ! যে গৃহে স্ত্রী পুরুষেরা একত্রে বিশুদ্ধ স্বরূপের উপাসনা করিবে, সে গৃহ পবিত্র হইবে—সেখান হইতে বিবাদ কলহ দূর হইবে—সেখানে স্বার্থপরতা লঙ্ঘিত হইবে—স্নেহ মমতা ও প্রেম উদ্ভিত হইবে—মাতার ক্রোড় হইতে শিশু পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করিবে—জ্ঞান ধর্ম একত্রে মিলিত হইবে—অবিশ্বাস আর স্থান পাইবে না। যখন আমাদের পরিবারের ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, তখন তিনি আমাদের সাংসারিক কার্যে পবিত্রতা বিস্তার করিবেন—কর্মের সময় আমাদের সততাকে রক্ষা করিবেন—সকলকে সকলের সহিত সম-ছুঃখ-সুখে কালহরণ করিতে শিক্ষা দিবেন—ছুঃখ ও বিপদের সময় আমাদের মনে সন্তোষ ও ধৈর্য প্রেরণ করিবেন—তিনি অতি যত্নের সহিত আমাদের লালন পালন করিবেন। অতএব প্রথমেই পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্মের আশ্রয় আনয়ন কর। লোক-নিন্দা, উপহাস ; এ সকল বাধা এমন মহৎ কর্মে কোন বাধাই নহে। প্রতি পরিবার এই রূপে পবিত্র হইলে, তবে আমাদের দেশ পবিত্র হইবে।

প্রতি ব্রাহ্মই এক এক জন ধর্ম প্রচারক। যে দিনে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি তাঁহার উপরে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের গুরু ভার পতিত হইয়াছে। যাহাতে বঙ্গ

ভূমিতে ঈশ্বরের উপাসনা-বীজ প্রক্ষিপ্ত হয়, ইহাতে সকল ব্রাহ্মের প্রাণ-পণে যত্নবান্ থাকা উচিত। কি উপদেশ, কি দৃষ্টান্ত, কি ধন-বায়, কি জ্ঞান-বিতরণ; যিনি যে প্রকারে পারেন তাঁহার সেই উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। সকলের অল্প অল্প ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হইলে মহান্ কার্য্য সকল ফলবান্ হইবে। ইহাতে যদি প্রতিজন ঔদাস্য করেন—প্রতিজন যদি এই রূপ বলেন, আমরা হইতে কি হইবে—তবে মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমরা যাহা জানি, তাহা যদি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারি; তবে যে কি রূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, কে বলিতে পারে—কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমুদায় ভারতবর্ষে হয়ত তাহার শিখা ব্যাপ্ত হইতে পারে। যে হস্তে জ্বলন্ত-কাষ্ঠ থাকে, সে হস্তের গুণে কিছুই হয় না; কিন্তু তাহার অগ্নিতে সকল বস্তু দগ্ধ হয়। আমাদের বল অল্প হউক বা অধিক হউক—সত্য ধর্ম্মের বল কোথা যাইবে? এইক্ষণে এই বঙ্গ দেশে অধর্ম্মের শ্রোত যেরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতিত কিছুই হইবে না। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা উথিত হও—নিদ্রার কাল অতীত হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মই এরূপ বলিতে পারেন না, আমি কিছুই করিতে পারি না—একা রামমোহন রায় এই রূপ ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এদেশের কি মহান্ অনর্থ হইত? যাহাদের মনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহদ্ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস এই যে এ ধর্ম্ম কেবল এ দেশের জন্ম নয়; কিন্তু সকল পৃথিবীর জন্ম। যে ধর্ম্মের এমত উদার ভাব, অতি সঙ্কীর্ণ ভূমি যে এই বঙ্গভূমি, তাহাতেও কি ইহা রোপিত হইবে না? এমত মহৎ কর্ম্মে ঈশ্বরই আমাদের সহায় হইবেন—‘সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।’ এই হতভাগা বঙ্গ ভূমিতে যদি কেবল ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে পারা যায়, তবে ইহার সকল দোষ পরিহার হইতে পারে। ঈশ্বরের অন্তর্গত কি এ দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? কখনই না। দুর্বল পুত্রের উপরে মাতার যেমন অধিক স্নেহ পড়ে; এই বঙ্গদেশের উপরে ঈশ্বরের সেই প্রকার স্নেহ। এ দেশ না ধনেতে, না বিদ্যাতে, না

শ্রীতে, না সৌভাগ্যে, না ক্রীকাতাতে ; কোন বিষয়েই সুসম্পন্ন নহে। যখন এ দেশের এমন ছুরবস্থা, তখন ঈশ্বরের আপনাকে দান করিয়া এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কাহার মনে ছিল যে এই অন্ধতম প্রদেশে পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম অঙ্কুরিত হইবে। আমাদের এমন কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি বল, যে এমন পবিত্র ধর্মকে আমরা রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যখন এ দেশ পাপেতে জর্জরীভূত হইয়াছে, তখন ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন এই দেখা যাইতেছে, যে তিনি এখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রেরণ করিয়াছেন এবং এখানে পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের এই প্রিয়তম ব্রাহ্ম-সমাজ চতুর্দিকে তরঙ্গিত ঘটনাবলির মধ্যে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদ্যকার বয়ঃক্রমের ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল ! এই কালের মধ্যে সমুদয় ভারতবর্ষ কত প্রকারে আন্দোলিত হইয়াছে। ইহার কত কত সমাজ উপপ্লেবে প্লাবিত হইয়াছে—কত দেশ দক্ষ ও সমভূমি হইয়াছে—কত রাজ্য রাজা অবস্থান্তরিত হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের এই সমাজ এক স্থানেই স্থির থাকিয়া সকলকেই ঈশ্বরের পথে আহ্বান করিতেছে। ইহা অস্থির বালুকারণির মধ্যে নিশরীয় স্তম্ভ সদৃশ অটল হইয়া রহিয়াছে। ইহা এ দেশের কেমন শুভ লক্ষণ ! রামমোহন রায় যে কি এক অগ্নি জ্বালিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনো পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে এবং দিন দিন আরো প্রখর হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বরের এমন অমুগ্রহের প্রতি আমরা যেন তুচ্ছ-নয়নে দৃষ্টি না করি। সকল মঙ্গলের অঙ্কুর এই যে ব্রাহ্ম-ধর্ম, ইহাকে যেন আমরা প্রাণ-পণে রক্ষা ও প্রচার করি। আমাদের এই হতভাগ্য দেশ অপেক্ষা বলে বীর্য্যে সভ্যতা ভব্যতায় আরও কত কত শ্রেষ্ঠ দেশ আছে ; কিন্তু বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য ! ব্রাহ্ম-ধর্ম অন্য সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া এখানে হইতেই উদ্ভিত হইয়াছেন। মাতার ছুর্কল পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের অমুগ্রহ এ দেশের উপরেই পড়িয়াছে। এ ক্ষণে এই ব্রাহ্ম-ধর্মের উপরেই আমাদের সকল আশা, সকল তরশা। ইহার ছুর্গতিতে আমাদের দেশের ছুর্গতি—ইহার উন্নতিতে আমাদের দেশের উন্নতি। এখানকার প্রতি জন,

প্রতি পরিবার, প্রত্যেক সমাজ ও সমুদায় জাতিতে ঈশ্বরের দিকে আনয়ন করিবার জন্য কে সহায় ? না ব্রাহ্ম-ধর্ম । বঙ্গ-সমাজ হইতে অধর্ম কলঙ্কের অপনয়ন কিসে হয়—কুসংস্কার, অবিশ্বাস, লোক-ভয়, স্বেচ্ছাচার, এই সকলের মূল কিসে শুদ্ধ হয় ? ব্রাহ্ম-ধর্মে । কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দাস, কি প্রভু, সকলকে পরম পবিত্র সৌহার্দ রসে কে মিলিত করিতে পারে ? ব্রাহ্ম-ধর্ম । জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, যে ভয়ানক বিদ্বেষ-ভাব আছে, তাহা উন্মূলন করিয়া সকল বর্ণকে এক জাতি, সকল জাতিতে এক পরিবারের মত কে করিতে পারে ? সেও আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম । কেবল বিদ্যার বলে এ সকল সিদ্ধ হয় না, কেবল দিবা-নিশি বুদ্ধি গণনা করিতে শিখিল ইহার কিছুই করিতে পারা যায় না । কোন এক বিশেষ অমঙ্গল নিরাকৃত হইলেও ইহার সকল সিদ্ধ হয় না—এক ধর্মই আমাদের সহায় আছেন পবিত্র উন্নত স্মৃগভীর ব্রাহ্মধর্মই আমাদের সহায় ।

ধর্ম উজ্জ্বল হইলে এ দেশের সকল অমঙ্গল একে একে আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে—তাহাদের অকাল মৃত্যু আস্থান করিবার জন্য রাজ নিয়মের আবশ্যিক হইবে না । ব্রাহ্মধর্মের প্রভা এ দেশে বিকীর্ণ হইলে জাতি-ভেদের বিদ্বেষ ও কলহ আপনাপনি সৃষ্টি হইবে—উদ্ধাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইবে—ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিসম্বাদ আর স্থান পাইবে না ; কিন্তু সকলের মধ্যে সৌহার্দ-বন্ধন দৃঢ়বদ্ধ হইবে—অসত্য, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষী, বিশ্বাসঘাতকতা, এ সকল পাপ বঙ্গ-দেশে আর কেহই আরোপ করিবে না—ধর্ম এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে আমাদের সকল সৌভাগ্য উদ্ভিত হইবে । ব্রাহ্ম-ধর্মের উপরে যখন আমাদের এত ভরসা, তখন তাহাকে যেন আমরা এ দেশ হইতে বাহিষ্কৃত করিয়া না দিই । এমন পবিত্র ধর্ম যেন আমাদের সকলের হৃদয়ে রাজত্ব করে । আমাদের সকল চিন্তা, সকল কামনা, সকল আলাপ, সকল অনুষ্ঠান, যেন ইহারই অনুগত হয় । কি নির্জনে, কি সজনে, কি কর্মক্ষেত্রে, কি ব্রাহ্ম-সমাজে, সকল স্থানে ইহা যেন আমাদের সঙ্গে থাকে,

কিসে আমরা এই সত্য ধর্মের প্রভাব জগতে ব্যাপ্ত করিতে পারি, এই যেন আমাদের সমুদায় জীবনের শিক্ষা হয়। ব্রাহ্ম-ধর্মের লাভণ্যময়ী, আকর্ষণী প্রতিমূর্ত্তি আমরা যেন জগতের সম্মুখে ধারণ করি। হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের উপরে ব্রাহ্ম-ধর্মের সকলই নির্ভর করিতেছে। এ ধর্ম যখন তোমাদিগকে রমণীয় বেশ ভূষাতে সুসজ্জিত করিবে—যখন তোমাদের অন্তর ও বাহির নির্মল ও পরিশুদ্ধ হইবে—যখন কর্মের সময় তোমাদের সততা, বিপদে অটল ধৈর্য্য, সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে—যখন ঈশ্বরের কার্য্য-সাধনে কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোধ করিবে না—গুরু বিপদকে বিপদ জ্ঞান করিবে না—যখন তোমাদের জীবনের বিশুদ্ধ মিতাচার সকল অত্যাচারের কণ্টক স্বরূপ হইবে—যখন তোমাদের গৃহ নির্মল শান্তির আধার হইবে এবং তোমাদের পরিবারের মধ্যে নিশ্চল প্রেম ও সম্ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে; তখন দেখিতে পাইবে, তোমরা সকলের জীবিত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে—তোমাদের জীবনই ধর্ম-পুস্তক হইবে—তখন ব্রাহ্ম-ধর্মের বল আপনাদের পনিই দেশময় প্রচার হইতে থাকিবে। ইহা নিশ্চয় জ্ঞান, যে অন্যের মন ও চরিত্রের উপরে তোমাদের যত না অধিকার, আপনাদের উপর তাহা হইতেও বিস্তৃত প্রশস্ত অধিকার। যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিতে যাও, তবে অগ্রে দেখ, তাহার মূল তোমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে কি না? চক্ষু যেমন আপনাকে ভিন্ন অন্য সকলকে দেখিতে পারে, আমাদের মনও সেই রূপ আপনাকে না দেখিয়া অন্যের দিকে সহজেই ধাবমান হয়। ইহার প্রতি সাবধান থাকিবে। যিনি আপনাকে শোষণ করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে না চাহেন, তিনি যেন ধর্ম প্রচারের গুরুতর ভার গ্রহণ না করেন। যে ব্রাহ্ম নীচ ও অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন—যিনি পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদকেই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া জানেন; তিনি যেন প্রচারক হইতে না যান। সেই প্রকার ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ধর্মের পরম শত্রু—তাহাদের জীবন এ ধর্মের উন্নতির কণ্টক স্বরূপ। অতএব বারম্বার বলিতেছি, প্রথমে

আপনাকে পবিত্র করিয়া পরিবার ও প্রতিবাসী ও সমুদয় দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিতে প্রাণ-পণে যত্নবান্ হও । ইহার জন্য সকল ভাগই স্বীকার করিতে উদ্যত হও—আপনার শরীর-পাত করিতেও ভীত হইও না ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮১ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

হে করুণাময় পরম পিতা! সম্বৎসর কাল তোমার করুণার আশ্রয়ে নির্ঝিষে জীবিত থাকিয়া তোমার প্রসাদে অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে তোমার অপার মহিমা ও করুণা কীর্তন করিতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি । নাথ! তোমার মঙ্গল-গীত উপযুক্ত রূপে গান করে কাহার সাধ্য? তোমার করুণা-রাশি গণনা, ধারণা বা মনেতে কল্পনাই করা যায় না, তবে কি প্রকারে তাহার বর্ণনা হইবে? তুমি প্রতি নিয়তই যে কত প্রকার সূক্ষ্ম ও অনির্দেশ্য উপায় দ্বারা আমাদের শরীরকে রক্ষা করিয়া তোমার মঙ্গল-ময় কর্ম সম্পাদন জন্য তাহাকে সক্ষম করিতেছ ও আমাদের আত্মাতে সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকিয়া তাহার ধর্মের উদ্দীপন করিতেছে; তাহা কি বলিব। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে যে ঋতু, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস, যে দণ্ড, বা যে নিমেষের প্রতি লক্ষ্য করি, সেই সময়েই দেখি, যে তুমি আমাদের গিকে অত্যশ্চর্যা যত্নের সহিত রক্ষণ ও পালন করিতেছ—আমাদের গিকে তোমার নিত্য-পূর্ণ অমৃতধামের অধিকারী করিয়া আপনার অমোঘ সাহায্য প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইতেছ । মাতা যেমন আপনার শিশু-সন্তানের হস্ত ধারণ পূর্বক তাহাকে পদ চালনা করিতে শিক্ষা করান, তুমিও সেই রূপ অল্পপম স্নেহ ও বাৎসল্য সহকারে আমাদের গিকে ধর্মের পথে লইয়া যাইতেছ । সেই পথে প্রত্যেক পদ বিক্ষেপের

সময়ে তুমি আপনার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতিঃ প্রদর্শন করাইয়া তাহাতে অগ্রসর হইতে আনাদিগকে প্রবল উৎসাহ দ্বারা উৎসাহিত করিতেছ। তুমি নিয়তই আনাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছ, যে তুমিই আমাদের পরম ধন ; তোমাকে সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়া পশ্ম সাধন করাই আমাদের জীবনের এক মাত্র তৃপ্তি ও সাফল্যের হেতু; তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করিলে আমাদের মহান্ অনর্থ ও দুঃখ সঞ্চারিত হয়। তোমার এই অমৃতময় উপদেশ মোহ বশতঃ আমরা বারম্বার অবহেলন করিতেছি; কিন্তু তুমি আমাদের মানস-পটে তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য কি অনির্কটনীয় যত্নই প্রকাশ করিতেছ। সেই যত্নের বিষয় স্মরণ হইলে তোমার প্রতি শ্রেমাশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারি না। গতবর্ষে কত সময়েই তোমার এই আশ্চর্য্য যত্নের চিহ্ন আমরা অনুভব করিয়াছি। আমরা কত বার তোমাকে বিস্মিত হইয়া আমার সংসারকে সার মনে করিয়া স্বার্থ সাধন জন্য ব্যাকুল হইয়াছি— তজ্জন্য আশা রূপ প্রবল বহমান পবন দ্বারা চঞ্চল হইয়াছি— বিষয় রূপ ভয়াবহ-তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রবাহে ভাসমান হইয়াছি— কখন ক্ষণিক বিষয়-সুখ লাভে আপনাকে কৃতার্থম্বন্য বোধ করিয়াছি—আবার হঠাৎ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নৈরাশ্য-নল দ্বারা দক্ষ হইয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের ঈদৃশ ছুবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তখন তুমি আনাদিগের মনে দিবা-জ্ঞান সমুদিত করিয়া আনাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছ। সেই প্রভাবে আনাদিগের স্বার্থ-সাধন প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে; তখন তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন জন্য আমরা জীবন ধারণ করিয়াছি, ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে; তখনি আমাদের চিন্ত বিষয়-বিকার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত সুস্থতা লাভ করিয়াছে। আমরা কত বার লোভ মোহের প্ররোচনা বাক্যে বশীভূত হইয়া তাহাদিগের অনুমোদিত পথে ধাবিত হইতে উদযুক্ত হইয়াছি, কিন্তু হে পতিত-পাবন! যখনি আমরা এই রূপ বিপথগামী হইয়াছি, তখনি তুমি পবিত্র স্বরে সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পূণ্য পদবীতে আসিতে আনাদিগকে

আস্থান করিয়াছ—তোমার স্তনধুর বচন শুনিয়া আমরা অগ্নি প্রত্যান্বিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি ও তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কুপ্রবৃত্তি-সকলকে পরাভব করিতে সক্ষম হইয়াছি—আমাদের ধর্মের বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কতবার বিষয় সুখ-ভোগে এ প্রকার অভিভূত হইয়াছি যে ইহ ক্রোককেই সর্বস্ব মান করিয়া তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ পদ, তোমার সহিত চির-সম্বন্ধ, আমাদের অনন্ত কালের উপজীব্য অক্ষয় ব্রহ্মা-নন্দ, সমস্তই বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগের উচ্চ গৌরব খর্ব করিয়াছি; কিন্তু হে ধর্মান্বাহ! সেই সময়ে তোমার প্রসাদাৎ “আমরা তোমার পুত্র” এই সত্য যেমন উদ্বোধ হইয়াছে, অগ্নি আমাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য চিন্তাকাশে উদ্ভিত হইয়া বিমল প্রভা ধারণ করিয়াছে—মোহ-ঘনাবলী দূরীকৃত হইয়াছে;—তখন আমরা এখানকার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কেনই বাতিবাস্ত হইতেছি বলিয়া আপনারদিগকে কতই অবমাননা করিয়াছি;—তখন পার্থিব বিষয় সকলের যথার্থ মূল্য অবগত হইয়াছি ও তোমার আঞ্জাবহ থাকিয়া তাহাদের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কখন সাংসারিক বিপদে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় জ্ঞানে মুহামান হইয়াছি; কিন্তু তুমি তৎকালে অভয় প্রদান করিয়া আমাদেরদিগকে সাহস ও উৎসাহ দিয়াছ; “তুমি মঙ্গল-স্বরূপ, যাহা করিতেছ, তাহাই মঙ্গলের নিমিত্ত” এই জ্ঞান তুমি আমাদের বোধ নেত্রে প্রতিভাত করিয়াছ ও তাহার সহায়ে আমরা তোমাকে পাইয়া তোমাতেই নির্ভয়ে স্থিতি করিতেছি; তখন সাংসারিক বিপদের প্রবল ঝঞ্ঝবাতের অভিঘাতেও আমরা অচলের ন্যায় স্থির রহিয়াছি, কিছুতেই আর আন্দোলিত হই নাই। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে যখন আমরা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, তখন নিদারুণ ক্রেশে নিপতিত হইয়াছি; কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কায়-মনোবাক্যে তোমার ধর্মোপদেশের অনুযায়ী আচরণ করিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, তখন আমরা জীবনের সাকল্য সম্পাদন করিয়াছি। তুমি এই মঙ্গলময় বিধান করিয়াছ, যে তোমাতেই

আমাদের সুখ। “তুমিই রস স্বরূপ ভূপ্তি হেতু।” তুমি এই কারণেই বিষয়ের সহিত প্রকৃত সুখের সংযোগ কর নাই যে আমরা বিষয়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিব ও তোমাকে লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব,—তুমি আমাদের হিতের নিমিত্তে তোমাকে পাইবার পথ চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ; কিন্তু আমরা ভ্রম বশতঃ তাহার অনুগামী হইতেছি না। তুমি আমাদের পরম করুণাময় পিতা, সকল বিপদের ত্রাতা, সকল মঙ্গলের আকর, এক নিমেষের নিমিত্তেও আমাদিগকে বিস্মৃত হও নাই; কিন্তু আমরা একরূপ অচেতন-স্বরূপ যে তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, আমরা তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতর সুখকে অবহেলন করিয়া অনিত্য বিষয় সুখকেই সর্বস্ব বোধে তাহারই পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছি। হা! আমরা আপনাদিগের দোষেই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিয়াছি। আমরা যদি একরূপ বিমূঢ় চিন্তা না হইতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমরা ধর্মের উচ্চতর শিখর আরোহণ করিয়া তোমার সহবাস রূপ বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনে কৃতার্থ হইতাম। এতদিনে বিষয়কার্যে লিপ্ত থাকিয়াও তোমাকে সতত সাক্ষাৎ বিদ্যমান দেখা আমাদের কতই অভ্যাস হইত। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক আশা তোমার প্রতিই ধাবিত হইত। এতদিনে আমরা এখানে থাকিয়া পারত্রিক নির্মলানন্দের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতাম। কিন্তু আমরা ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না। হে পরমাত্মন! আমরা কি চিরকালই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত দীন হীন ভাবে অবস্থিতি করিব? তোমার সহিত বিচ্ছেদ আর আমাদের সহ্য হয় না। এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে আমরা অদ্যাবধিই মুক্ত হইব। আমরা অন্ন তোমাকে ক্ষণ-কালের জন্যও বিস্মৃত হইব না। তুমি যে নিরন্তর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সৎপথে যাইতে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছ, তাহার অনুযায়ী হইয়া আমরা অহরহঃ ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠানে জীবন সমর্পণ করিব। আমরা অদ্যাবধি সর্বদাই দেখিব, যে তোমার কার্য আমরা কতদূর সম্পন্ন করিতেছি—

তোমার গঙ্গ লাভ আমাদের কতদূর অভ্যাস হইতেছে—আমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করি—যে কর্ম, যে চেষ্টা যে আলাপ ও যে কথো-পকথন, বা যে আমোদ করি, তাহা তোমার নিয়মানুগত হইতেছে কি না ; তাহাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার পথ আমাদের কতদূর আয়ত্ত হইতেছে। কি সূর্য্যের উদয়াস্ত, কি শশিকলার দিন দিন হ্রাস বৃদ্ধি, কি বিহঙ্গ শরীরের সূক্ষ্ম পতত্র, কি ঘন ঘোর গর্জিত মেঘ-মালা, কি আমাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাস ও নিমেঘ ; সকলেতেই আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ বিরাজমান দেখিয়া তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিব। তোমাকে অদ্যাবধি আমরা নয়নে নয়নে, মনে মনে, প্রাণ-পণে রাখিব। কিন্তু হে করুণা-সিন্ধু ! তোমার সহিত এই রূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে আমরা কত বারই মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশতঃ কতবারই সেই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ করণে কতই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। দয়াময় ! তোমার সহায়তা ব্যতিরেকে আমরা কি আপনাদের প্রতিজ্ঞা বলে তোমার পথের পথিক হইতে পারি ? অতএব আমরা তোমার নিতান্ত শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি আমাদিগের মনকে তোমার সৌন্দর্য্য সাগরে আকর্ষণ করিয়া লও ; যেন তোমার প্রেমের প্রেমিক হইয়া আমাদিগের জীবন অভিনব মনো-হর বেশ ধারণ করে—আমাদের মন ও কার্য্য নূতন রূপে সং-চিত ও পরিণত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮২ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বক্তৃতা ।

অদ্যকার উৎসব উপলক্ষে মহা সমারোহ দেখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু যাহারা কেবল সমারোহ দেখিবার জন্য অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাহারা অদ্যকার দিনের

যথার্থ গৌরব কিছুই জানেন না। আমরা শূন্য কোঁতুল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসি নাই আমরা সংসারীর মত হইয়া সাংসারিক ভাবে এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র হই নাই। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব আমাদের মনে চির মুদ্রিত হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে হৃদয়ে হৃদয়ের সন্মিলনে প্রীতির শিখা উখিত হইয়া উর্দ্ধমুখে সেই মহেশ্বরের প্রতি গমন করিবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরেতে সমুদয় হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধর্ম পালন করিতে অপ্রতিহত বল পাইব—তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে অপরাজিত উৎসাহ পাইব। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের ভাবের ভানুক পুণ্য হৃদয় সাধুদিগের মুখজ্যোতি দেখিয়া মলিন হীন ভাব সকলকে দূর করিতে পারিব, কৃতজ্ঞতাকে উজ্জ্বল করিব, আশাকে উন্নত করিব—প্রীতি-পুষ্প বিকশিত করিয়া প্রেমস্বরূপকে দান করিব। এখান হইতে কেহ শূন্য হস্তে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যাইও না। অদ্য হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তাহা যেন চিরদিন জ্বলিতে থাকে।

অদ্য এখানকার ভাব দেখিয়া কি কাহারো মনে হইতেছে না, যে সকল লোকের বিপক্ষে, সকল অসত্যের বিপক্ষে, সত্যের জয় ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় হইবেই হইবে। কাহারো মনে কি সত্যের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতেছে না? ঈশ্বরের প্রেম সমুজ্জ্বল হইতেছে না? মঙ্গলের প্রভা স্কৃতি পাইতেছে না? উন্নত আশার সঞ্চারণ হইতেছে না? এ ক্ষণে কেহ মনে করিতেছেন না, আমি সংসারের আকর্ষণেই আর ভুলিয়া থাকিব না, আজ অবধি ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব? কাহারো কি মনে হইতেছে না, অদ্য অবধি আর আর নীচ লক্ষ্য, নীচ কার্য্য, পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের জন্য চিরজীবন ব্যয় করিব? অদ্য আমাদের মনে যে অনুরাগ—অনল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা যেন নির্বাণ না হয়।

অদ্য যেন আমাদের দিকে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে “সকলে

শ্রবণ কর—বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় হইবে—সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় হইবে।” সত্য আপনার বলেই এ প্রকার বলীয়ান্ যে তাহা অন্তের সাহায্য অতি অল্পই আবশ্যক করে। দেখ, ব্রাহ্ম-ধর্মের জন্য এখনো পর্য্যন্ত কাহারও রক্ত পাত হয় নাই, তথাপি ইহার বল কেমন প্রচার হইতেছে। চতুর্দিকে কি নিবিড় অন্ধকার! তাহার মধ্যেও সত্যের আলোক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। কত ভয়ানক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম উন্নত ভাবে পদ সঞ্চার করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কত লোকের সত্য অনুসন্ধানে স্পৃহা জন্মিয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্মের শীতল আশ্রয়ে কত শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ-স্বরূপ কত লোকের মনে প্রতিভাত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রেমে কত আত্মা অভিষিক্ত হইয়াছে। এই অল্প কালের মধ্যে অনেকের মনে ধর্মের জন্য একটা অভাব বোধ হইয়াছে—ঈশ্বরের জন্য একটা অভাব বোধ হইয়াছে; আত্মার সেই একটা গভীর অভাব, সংসার যাহা কিছুতেই বিমোচন করিতে পারে না। এই প্রকার সত্যাত্মরাগী ঈশ্বরান্বেষী সাধুদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিবার জন্য কোন কোন মহাত্মা আপনার সমুদয় পরিশ্রম, সমুদয় বস্তু অর্পণ করিতেছেন। যাহাতে অসত্যের উচ্ছেদ হয়, ভ্রমাকার দূর হয়, সংশয়াত্মা সত্য-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, শুষ্ক হৃদয় প্রীতির নীরে অভিষিক্ত হয়, তাহার এখন সচুপায় হইয়াছে। এই অল্প দিনেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটা ভ্রাতৃ ভাব সংস্থানের উৎক্রম হইয়াছে। হা! তখন পৃথিবী কি সুখের দিন দেখিবে, যখন এই রূপ হইবে, সমুদয় ব্রাহ্মই এক শরীর, ব্রাহ্ম-ধর্মই তাহার প্রাণ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে প্রকার শূন্য-হৃদয় হয়, তাহা এ ক্ষণে অনেকে অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বরের উপাসনাতে সহস্র আত্মা পবিত্র হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, বল পাইয়াছে, জ্যোতি পাইয়াছে, জীবন পাইয়াছে। তাঁহারদের হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে উচ্ছসিত হইয়া আর আর হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। বঙ্গভূমির মধ্যে কোথায় আলাহাবাদ, কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় ত্রিপুরা, স্থানে স্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৎসরে আমাদের

মনে হইয়াছিল, এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম উদাসীন রহিলেন, এখনো পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, এ বৎসরে সে অভাবও দূর হইয়াছে। এক এক পরিবার ব্রাহ্ম-ধর্মের ছায়া লাভ করিয়াছে। হা! আমার আশার অতীত ফল পাইয়াছি। ইউরোপের বিজ্ঞ লোকদিগের মনও ব্রাহ্ম-ধর্মের ভাবে পূর্ণ হই-
তোছে। তাঁহারদের অগ্নিময়-বাক্য-পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ-করিয়া কে না তাঁহারদিগকে ব্রাহ্ম জ্ঞাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হন? তাঁহারা ইউরোপ বাসী হইলেন, তাহাতে কি? ব্রাহ্ম-ধর্ম পূর্ব পশ্চিম প্রদেশ এক করিবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে এক পরিবারের মত করিবে। ব্রাহ্ম-পরায়ণ দিগের হৃদয় অভিন্ন হৃদয়। দূরদেশ তাঁহারদিগকে পৃথক করিতে পারে না। দূর কাল তাঁহারদিগকে পৃথক করিতে পারে না। তাঁহারদের মধ্যে যদি বিস্তৃত সমুদ্র মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। যদি লক্ষ বৎসর ব্যবধান থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। সভ্য-বৃত্ত প্রাচীন ঋষিরা যেমন আমারদের, তক্রপ ইংলণ্ড বা আমেরিকা বা পারস্তান দেশের কোন এক সত্যানু-
রাগী ঈশ্বর প্রেমীও আমারদের ব্রাহ্ম-সমাজের এক জন।

আমরা যদি কেবল গত বৎসরের ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতির বিষয় আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে এই এক বৎসরের মধ্যে আমারদের মনে কত অমূল্য সত্য মুদ্রিত হইয়াছে। এই সমাজের বেদী হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে, তাহা কি কাহারো অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকল্পিত করে নাই? আমরা কত সময় এই পবিত্র স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরকে অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া প্রণিপাত করিয়াছি। আমরা কেমন স্পর্শ অসুতব করিয়াছি, জড় জগৎ আমারদের চক্ষুর তত নিকট নহে—ঈশ্বর আত্মার যত নিকট। ব্রাহ্ম-ধর্ম সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরকে আমারদের নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? আমরা সেই ঈশ্বরকে পাইয়াছি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সংসা-
রের পাপ-তাপ ছুঃখ-দুঃখিত মধ্যে অটল থাকিতে পারি।

আমরা সংসারের আর সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারি, আর সকল সম্পদ তুচ্ছ করিতে পারি; কিন্তু সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বর— তিনি প্রাণ হইতেও প্রিয়তর—তঁাহাকে না পাইলেই নয়। তঁাহাকে পাইলে আমারদের নিকটে আর সকলই উজ্জ্বল দেখায়। আমরা সেই অমৃতের পুত্র বলিয়া আমারদের এই জীবনকে অমূল্য জীবন মনে করি। আমরা আনারদের পিতাকে সর্বত্র দেখিতে পাই—তঁাহার প্রকাশে সূর্যের প্রকাশের ন্যায় দিক্ বিদিক্ সমুজ্জ্বলিত দেখি। আমরা নির্জনে তঁাহাকে অহুতব করি—প্রিয় বন্ধুর সহবাস অপেক্ষা তঁাহার সহবাসে সুখী হই। তঁাহার জন্য আমারদের সকল কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পন্ন করি—আমাদের দেহ মনের সকল শক্তি তঁাহার হস্তে সমর্পণ করি। তঁাহার জন্য আর সকলি বিসর্জন করিতে পারি। যদি এই প্রাণ দান করিয়া তঁাহার কোন মঙ্গল কার্য্য উদ্ধার করিতে পারা যায়, তবে আমরা পরম সৌভাগ্য। সম্পদের সময় কৃতজ্ঞ হইয়া তঁাহাকে নমস্কার করি। বিপদে তঁাহার গুঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় শিক্ষা করি। পাপ-ভাণ্ডে সেই পবিত্রতার প্রস্রবণের নিকটে গিয়া শীতল হই। কোন অবস্থা কোন ঘটনা আমারদিগকে তঁাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। যত্নহীন, বিদেশ হইতে স্বদেশে যাওয়া যে প্রকার, সেই প্রকার আনন্দ হয়; কেননা আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে আমরা সেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, ঈশ্বর আমারদের সঙ্গেই থাকিবেন এবং নূতন নূতন আনন্দ বিধান করিবেন আমাদের এ সংসারে ভয় নাই—আমাদের যত্নহীন ভয় নাই। বিশ্বাস শূন্য শূন্য-হৃদয় ব্যক্তি যে সকল স্থান শূন্য দেখে, আমরা তাহা দেব-ভাবে পূর্ণ দেখি, তাহারা যে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া ভয়েতে কম্পিত হয়, আমরা তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই। আমরা সেই মঙ্গল-স্বরূপের অমুচর হইয়া দেখি, আমাদের প্রীতি তঁাহার সেই উদার, সেই গম্ভীর প্রীতির অমুরূপ ভাব ধারণ করে। তঁাহার সেই প্রীতি দেখিয়া আমরা সকলকেই বন্ধু বলিয়া, ভ্রাতা বলিয়া, আলিঙ্গন করি—যে পর্য্যন্ত না সকলকে সেই পিতার চরণে আনিয়া অবনত করিতে পারি, সে

পর্যন্ত আর কিছুতেই নিরস্ত হই না । আমারদের প্রীতির বিরাম নাই । আমারদের আশার শেষ নাই । এমন কোন সত্য নাই, এমন কোন মঙ্গল নাই, ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা নন যে তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতে না পারি । আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার হইবে । আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সকল মলুষা জ্ঞানেতে, ধর্মেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া সেই এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপের উপাসক হইবে । আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে প্রতি আত্মা উন্নত হইয়া তাঁহার চরণের মঙ্গল ছায়া লাভ করিবে । এখন যদিও চতুর্দিকে রোগ শোক, পাপ তাপ, দেখিতেছি ; তথাপি এ আশা কিঞ্চিৎমাত্রও স্তান হয় না । সেই পিতা পাতা বন্ধু আমরা-রদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যে কত উপায় করিতেছেন, তাহা আমরা কি জানি । সেই পিতা তাঁহার প্রতি সম্মানকে আপনাব দিকে লইয়া মাইবার জন্য যে কত যত্ন করিতেছেন, কত উপায় প্রেরণ করিতেছেন, কত অবসর অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা কে জানে । হা ! আমরা সকলে কি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব না ? পাপী পুণ্যাত্মা সকলে মিলিয়া কি তাঁহার চরণে অবনত হইবে না ? সংসারে তিনি ভিন্ন আর আমারদের কে আছে ? তিনি আমারদের পরম গতি, তিনি আমারদের পরম সম্পদ, তিনি আমারদের পরম লোক, তিনি আমারদের পরম আনন্দ । তিনি আমারদের এখানকার পিতা মাতা—তিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা—তিনি আমারদের সর্বস্ব ধন ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮৩ শক ।

সাপ্তাহিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বক্তৃতা ।

ভাতৃগণ ! অদ্য যে জনা তোমরা এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে সমাগত হইয়াছ, তাহা সংসাধন কর । ঈশ্বরের উৎসাহ

জনন-প্রফুল্ল আনন্দ দর্শন করিবার জন্য তোমরা সম্বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, তিনি এখন তোমারদিগের সম্মুখে জ্বালা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন ; একবার তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত কর। সেই আনন্দময় জ্যোতির জ্যোতিকে দর্শন করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। নয়ন উন্মীলন করিলে এই শোভাময় নিকেতনের প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পাই ; এই আলোক মালার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহার কিরণ, এই সাধু মণ্ডলীর মুখচ্ছবিতে তাঁহার উজ্জ্বল মঙ্গলভাব ; চতুর্দিক্ তাঁহার গম্ভীর ভাবে পরিপূর্তি রহিয়াছে। আবার যখন নয়ন নিমীলিত করি, অন্তরে দেখি যে সেই রাজরা-জেশ্বর হৃদয়াসনে স্বয়ং আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং প্রীতির কিরণে সমুদায় মনোরাজ্যকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছেন। আহা ! অদ্যকার রজনী কি আনন্দের রজনী ! অন্তরে বাহিরে জ্যোতি, অন্তরে বাহিরে আনন্দ শ্রোত। পিতার প্রেম-মুখ দেখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি ; ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সাধু-সত্য-পরায়ণ-ভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেছি। অদ্য যেন কোলাহলময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া আমরা পিতার শাস্তি নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছি ; এখানে পাপ নাট, ছুঃখ নাই ; এখানে সুরিমল ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে ; মধ্যে পরম পিতা অধিষ্ঠান করিতে-ছেন এবং চতুর্দিকে তাঁহার পদানত পুঞ্জেরা এক পরিবারের স্নায় প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। এত আনন্দ কি মন ধারণ করিতে পারে ! যে উৎসব উপলক্ষে আমরা এখানে একত্রিত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমরাদিগকে কত মৌভাগ্যবান বোধ হয়। অদ্য ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম দিবস ; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিন, যে সমাজের জ্যোতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গ দেশের এবং সকল দেশের উন্নতি সাধন করিবে ; যাহার প্রভাবে কুসংস্কার তিরোহিত হইবে, কাল্পনিক ধর্মের বিনাশ হইবে, অনাথ সনাথ হইবে, পাপী মুক্ত হইবে, পর্ণ-কুটির রাজ প্রাসাদ অপেক্ষা আনন্দময় হইবে এবং এই

পৃথিবী প্রীতি পবিত্রতা ও আনন্দে অম্লরঞ্জিত হইয়া স্বর্গ তুল্য হইবে ; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিবস। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমাদের জীবন এই পবিত্র উৎসবের পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হইতেছে। অদ্য সেই “রস-স্বরূপ” সেই প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। তিনি যে কেবল অদ্যই আমার-দিগের উপর করুণা বর্ষণ করিতেছেন, এমত নহে। যিনি মঙ্গল-স্বরূপ, যিনি পিতা পাতা স্নেহ, তাঁহার করুণার প্রবাহ নিয়ন্তর প্রবাহিত হইয়া আমাদের প্রাণকে প্রাণিত করিতেছে।

গত বর্ষের প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গলভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ, কখন বিপদ হইয়াছে ; কখন বা বন্ধুবান্ধবদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৌভাগ্য সমীর্ণ সেবন করিয়াছি, কখন বা যন্ত্রণা ক্রেশে সংসারের কঠোরতার পরিচয় পাইয়া একাকী বিলাপ করিয়াছি। কত প্রকার পরিবর্তন হইয়াছে, কত প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সেই মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গল-দৃষ্টি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমাদের উপরে স্থির ছিল ; তাঁহার প্রীতি-ক্রোড় হইতে আমরা কখন বিচ্ছিন্ন হই নাই। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা ! যখন শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিয়াছি, তিনি আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন ; পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া যখন অল্পতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন ; ঘোর নিশীথ সময়ে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একাকী সংসারারণ্যে আমি নিতান্ত অসহায় অবস্থাতে ছিলাম, তখন তিনি আমার নিকটে থাকিয়া আমার দেহ মনকে রক্ষা করিয়াছেন ; যখন স্নেহের জন্ত ধর্মের জন্ত তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়াছি, তিনি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনাদানন্ত, সেই ভূমণ্ডলের অধীশ্বর, যিনি দেশ কালের অতীত, যঁহার শাসনে সমুদয় জগৎ চলিতেছে ; সেই ভূমা সেই মহান, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব যে আমরা, আমার-

দিগকে জোড়ে করিয়া লালন পালন করিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি প্রেমাত্মক সম্বরণ করা যায়? হা! সেই জীবনের জীবন, সেই দীন শরণ; সেই করুণাময় মুক্তি দাতা—“তঁহার সমান কেহ চখে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে।” তিনি আমাদের সর্বস্ব; তিনিই আমাদের সহায় সম্পত্তি; তিনিই আমাদের আশা আনন্দ। ভ্রাতৃগণ! আইস পবিত্র হৃদয়ে সেই প্রাণ-সখার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। হৃদয়-নাথ! আমাদের কি আছে যে তোমার করুণার প্রতিক্রিয়া করিব? তুমি প্রেম-সমুদ্র, তুমি মঙ্গল নিকেতন, তোমার যে কত করুণা, তাহা স্মরণ করিতে গেলে বাক্য মন স্তব্ব হইয়া পড়ে। আমরা দীনহীন, আমরা এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর ধূলি কণাতে বদ্ধ রহিয়াছি, আমাদের কি পুণ্যবল যে তুমি আমাদের দিগকে এক প্রীতি কর। আমরা তোমা হইতে দূরে যাই, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করি, কিন্তু নাথ! তুমি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের মঙ্গল সাধন কর। তুমি আমাদের দিগকে কত সুখ দিয়াছ ও দিতেছ, তাহার সীমা নাই; তোমার প্রীতির বিশ্রাম নাই। জগদীশ! আমরা তোমাকে কি দিব? আমাদের হৃদয় মন দেহ প্রাণ, যাহা আছে, তুমি সকলি লও, আমরা তোমারি।

ভ্রাতৃগণ! এক বার ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই ছুর্ভাগ্য অনন্তগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অল্প-গ্রহ। রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে এই সমাজ পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া একত্রিশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দেখ চতুর্দিকে ব্রাহ্ম-ধর্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; সত্যে রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। ইহা কেবল পরমেশ্বরের উদার করুণার চিহ্ন। নতুবা আমাদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুৎসাহ নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎকৃষ্ট ধর্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক দশ কালও স্থির রাখিতে পরিতাম না। আমাদের লোক নাই, অর্থ নাই, ক্ষমতা নাই, প্রচারের নিয়ম নাই; তথাপি দেশে দেশে

গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাহ্ম সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। যে সকল স্থান পৌত্তলিকতার দুর্গ-স্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাহ্ম-ধর্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে ; যাঁহারা ব্রাহ্মের নাম শুনিবামাত্র খড়্গ হস্ত হইতেন, তাঁহাদের বিদ্বেষের খর্ব্বতা হইয়াছে ; যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পূজা হইত এবং ধর্ম উপহাসের বস্তু ছিল, সে সকল পরিবারে একমেবাদ্বিতীয়ং মুক্তকণ্ঠে কীর্তিত হইতেছে ; যাঁহারা কেবল ব্রাহ্ম-ধর্মে শূন্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীরুতা প্রযুক্ত অচুষ্ঠানের সময় কপট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারাও অকাতরে ঈশ্বরের জন্ত বিষয়-তাগ স্বীকার করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরাও জাগ্রত হইয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমারদের ছুর্ভাগ্য ভগিনীগণকে কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের সরল হৃদয়ে পবিত্রতা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন বালকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্মের মঙ্গল-চ্ছায়া গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দ্ধক্ষুট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্তন করিতেছে। পূর্বে ন্যায় ধর্মের আর নিদ্রিত ভাব নাই ; ইহার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-জ্ঞান-জ্যোতিতে অজ্ঞানানন্ধকার দূরীকৃত হইতেছে, প্রীতির বলে বিদ্বেষ ও ঠৈর-ভাব পরাস্ত হইতেছে, উৎসাহের অগ্নিতে ভীকতা ও কপটতা ভস্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের ছুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এতকাল ঘোর অন্ধকারে অতিভূত থাকিয়া সত্য-সূর্যের নব আলোক দর্শন করিয়া স্মৃপ্তোখিতের ন্যায় উৎসাহ-সহকারে উন্নত হইতেছে। ধন্য মহাত্মা রামমোহন রায় যাঁহার প্রসাদে এ দেশে পবিত্র ধর্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্য বঙ্গভূমি ! যেখানে ঐ ধর্মের প্রথম আবাস-স্থান হইল। চতুর্দিকে কি আশ্চর্য্য-রূপে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে ! কোথায় হিমগিরির শতদ্রু নদী-তীরস্থ ভঙ্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অষোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় কটক মেদিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম, ব্রাহ্ম-ধর্মের রাজ্য কি সুবিস্তীর্ণ হইতেছে ! আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে। ইংলণ্ড

ও আমেরিকা, যেখানে কাল্পনিক ধর্ম এখনো পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রাহ্ম-ধর্মের সত্য অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। ব্রাহ্মগণ! আর নিদ্রার কাল নাই, ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরাদিগের তাদৃশ উৎসাহ নাই, চেষ্টা নাই, যত্ন নাই; তথাপি এত উন্নতি হইতেছে; যদি একবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ নাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কার্যেতে করিতে হইবে। “সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন”, ইহা কি কেবল বাক্যেতেই রহিল? ব্রাহ্ম হইয়া আমরা কি কপটের ন্যায় মুখেতেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব এবং কার্যের সময় লেপক-ভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পূজাতে প্রবৃত্ত হইব। তবে আমরাদের সবলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অনুরাগ ও প্রীতি? আমরাদিগের ধর্ম কি নির্জীব নিদ্রিত ধর্ম? কখনই না। ব্রাহ্ম-ধর্ম অগ্নিময় জীবন্ত ধর্ম; ইহার এক স্ফুলিঙ্গে পৃথিবীর রাশিকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহার প্রভারে জীবন অপরাঞ্জিত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হয়, লক্ষ লক্ষ শত্রু এক নিমেষে পরাস্ত হয়। আমরা সেই ধর্মের উপাসক; ঈশ্বর আমরাদের সেনাপতি, সত্য আমাদের ধর্ম, আমাদের কি ভয়? সমুদায় পৃথিবী যদি খজা হস্ত হয়, “সত্যমেব জয়তে নানৃতং” এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিব; সত্যের জন্য যদি সূখ সম্পদ মান সম্ভ্রম সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয়, আনন্দের সহিত এই পার্থিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অকৃত অমৃতকে লাভ করিব। ব্রাহ্মগণ! আলস্য ও উপেক্ষা, অলীক আশ্রয় ও বৃথা তর্ক পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার কর, ব্রাহ্ম নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিয়া ধর্মহীন নির্জীব ভাড়া ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। অদ্য যেন সেই জ্যোতির জ্যোতি ভুবনেশ্বর এখানে আনিয়া তাঁহার সমাগত পুত্রদিগকে

কহিতেছেন, “উথান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমা মহীয়ান্ কর।” আইস সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে সর্বস্ব অর্পণ করত অদ্যকার উৎসব পূর্ণ করি। যদি একবার তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাঁহার সহিত প্রেম শৃঙ্খলে কেন না আবদ্ধ হও ? ভ্রাতৃগণ ! সকলে তাঁহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।

হে পরমাত্মন ! তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসান না হয় ; তুমি যেমন অদ্য আমারদিগকে দেখা দিতেছ, এই রূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া সর্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। এ পৃথিবীতে আমারদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই ; তুমিই আমারদের পিতা মাতা তুমিই আমারদের সুরূপ। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক ; ভয় ও দুর্দলতার মধ্যে তুমি আমাদের বল ; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমিই আমাদের চির সম্পদ। নাথ ! যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া তাবৎ সংসারিরা আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চিরজীবন-সখা চির-সুরূপ বলিয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুরূপ আর কোথায় পাইব ? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব হে জীবনের জীবন ! আমারদিগকে সংসার-পাশি হইতে মুক্ত কর, এবং আমারদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্তিত হউক ; সর্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়-নাথ ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮৩ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

প্রাতঃকালে সূর্যোদয় অবধি ব্রাহ্ম-ধর্ম আজি কি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্য যখন অদ্য প্রভাতে আপনার কিরণ বিকীর্ণ করিলেন, তিনি ও আমারদের সঙ্গে সঙ্গে উথিত হইয়া আমারদিগকে তাঁহার নিকটে আকর্ষণ করিলেন। অদ্য প্রার্থনা করিবার পূর্বেই তাঁর উজ্জ্বল কিরণ আমারদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। সম্বৎসর কাল আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কবে ১১ মাঘ আসিবে, সকল জাতু মণ্ডলী একত্র হইয়া প্রীতি-গুপ্প দ্বারা পরম পিতার অর্চনা করিব, সকল স্ত্রহৃদে মিলে পরম সখাকে ডাকিব, প্রীতি ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া তাঁর চরণে প্রণিপাত করিব। সেই ১১ মাঘ উপস্থিত, অদ্য ঈশ্বর আমারদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন আমরা জাগ্রত হইয়াছি, আমারদের চক্ষুর আলোক হইয়া তিনি দর্শন দিয়াছেন। সূর্য্য উদয় অবধি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাঁহার মহিমার মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি। আমরা জানিতেছি, আমারদের পরম গুরু পরম সখা আমারদের সম্মুখেই আছেন। তিনি আমারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, আমরাও সহজে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব মর্পণ করিতেছি। যাঁর মুখ হইতে যে অমৃত বাক্য নিঃস্যান্দিত হইতেছে, তাহা তিনিই প্রেরণ করিতেছেন। পূজার জন্য যিনি বাহা সংগ্রহ করিয়া পবিত্র-স্বরূপকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনিই তাহা দান করিতেছেন। ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ-প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মঙ্গীত ধ্বনিতে দিগ্বিদিক ধ্বনিত হইতেছে—স্তব স্তোত্রে আকাশ পূর্ণ হইতেছে। সাগর সমান গম্ভীর ভাবে হৃদয় উচ্ছসিত হইতেছে, আনন্দ-কিরণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় প্রসারিত হইতেছে। ঈশ্বর আমারদের সম্মুখে পূর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছেন। তাঁর সেই তিমিরাভীত জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি তাঁর সেই জ্যোতি এ চক্ষুতে দেখা যায় না,

তাহা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি। ব্রাহ্ম-ধর্মের যেমন উপদেশ যে তাঁহাকে সহজে দেখ, আমরা তেমনি তাঁহাকে সহজেই সাক্ষাৎ দেখিতেছি। যেমন সকলকে দেখিতেছি, উৎসাহ ও আনন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন; তেমনি সাক্ষাৎ জানিতেছি, পরম-পিতা আমারদের সম্মুখে আসিয়াই আমারদের উপাসনা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ জানিতেছি, এই ভ্রাতৃমণ্ডলী উল্লাসের সহিত তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন; তেমনি জানি তেছি, ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। “অপাণিপাদোজ্বনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণো-ত কর্ণঃ। সবেত্তি বেদাং নচ তন্যাস্তি বেত্তা তমাজ্বরগ্ৰাং পুরুষং মহান্তং।” তিনি অপাণিপাদ হইয়া আমারদের সঙ্গেই বিচরণ করিতেছেন। তিনি অচক্ষু অকর্ণ হইয়া আমারদিগকে দেখিতে-ছেন ও আমারদের আনন্দ-নিবাস প্রবেশ করিতেছেন। তিনি করুণা-নিলয়, তিনি মঙ্গল-নিকেতন, সকল হৃদয়েই তাঁহার প্রেম। বিনীত ভাবে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গমন কর, এখনি দেখিতে পাইবে, সত্য-ভাব আর এমন কোথাও নাই; এমন মঙ্গল-ভাব জগতে নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া যে প্রীতি-আগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা কোন পার্থিব বস্তুতে তৃপ্তি না পাইয়া স্বর্গাভিমুখেই সমুথিত হইতেছে। দেখ, সর্বত্রই তিনি তাঁহার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। হৃদয় তাঁহাকে ধরিবার জন্য যেমন প্রশস্ত হইতেছে; তিনি ততই তাহাকে পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরান্তে অদ্য যদি তিনি আপনাকে এমন প্রচুর-রূপে দান করিতেছেন; তবে যখন আমরা এ পৃথিবী হইতে মৃতন লোকে গিয়া উথিত হইব, তখন আমরা কি আনন্দে আনন্দিত হইব! তখনকার উৎসবের সহিত এ মহোৎসবের কি গণনা! ঈশ্বর আমারদের এই পৃথিবীর জন্যই নন, তিনি আমারদের একালের ও পরকালের নেতা। তিনি আমারদের চিরকালের আনন্দ। হে পরমাত্মন! তোমার গুণ কীর্তন আমি কি করিব! বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়—মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৪ শক ।

মাস্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

অদ্য মাঘ মাসের একাদশ দিবস ; অদ্য ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম দিবস, এইটি স্মরণ হইবা মাত্র শরীর লোমাঞ্চিত হয়, আত্মার উৎসাহ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। এই দিনের মহান্ ভাব স্মরণ করিয়া কাহার অন্তঃকরণ না সেই সাধু, সেই ব্রহ্ম-পরায়ণ, সেই চিরস্মরণীয় রামমোহন রায়কে বারম্বার ধন্যবাদ করে, যাঁহার প্রযত্নে ব্রাহ্ম-ধর্ম বীজ এই বঙ্গভূমিতে প্রথম অঙ্কুরিত হয়। কাহার অন্তঃকরণ না সেই বিঘ্ন-বিনাশন মঙ্গলা পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়, যাঁহার প্রমাদ-বারিতে সেই বীজ প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষ রূপে উন্নত হইয়াছে এবং সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখাতে আবৃত হইয়া শত শত লোককে শীতল ছায়া এবং অমৃত ফল প্রদান করিয়াছে। আমরা কি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব না যে এই ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে আমরা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, যে ইহারই বিশুদ্ধ মঙ্গল ছায়াতে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম লাভ করত জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছি। পাপ তাপে জর্জরিত হইয়া কি কেহ এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে আসিয়া শান্তি লাভ করেন নাই ? বিষয় কোলাহলে দীপ্তিশিরা হইয়া কি কেহ এখানে আসিয়া ঈশ্বরের প্রীতি সলিলে অবগাহন করত নির্মলতম আনন্দ উপভোগ করেন নাই ? এখানকার বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এখানকার পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাতে মনঃ সমাধান করিয়া কি কেহ সংসারের মোহ দুর্ভলতা হইতে মুক্ত হন নাই ? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদের উন্নতি, আমাদের মঙ্গলের এক মাত্র কারণ। যে ধর্মের আনন্দে পৃথিবীর দুঃসহ যন্ত্রণাও অনায়াসে বহন করা যায়, যে ধর্মের এক স্কুলিঙ্গে রাশি রাশি বিঘ্ন ভস্মীভূত হইয়া যায়, যে ধর্মের বলে হিমালয়-সমান প্রতিবন্ধক-সকল চূর্ণ হইয়া যায়, সেই অগ্নিময় ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম। যে ধর্ম পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, মনুষ্যকে দেবভাবে শোভিত করে, পর্ণ কুর্টারকে রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষাও উন্নত করে এবং বিপদের উত্তেজনার মধ্যেও

শান্তি বিস্তার করে ; সেই স্বর্গীয় ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম । যে ধর্ম সকল প্রকার কুসংস্কার বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের প্রভোক সন্তানকে স্বাধীনতা রত্নে বিভূষিত করিবে, এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন করিয়া “ সত্যমেব জয়তে নানৃতং ” এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তের পর্য্যন্ত অধিকার করিবে ; সেই সত্য ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম । যে ধর্ম সংসার অরণ্যে আমাদের এক মাত্র মহায়, সংসার যাত্রায় আমাদের এক মাত্র নেতা ; যে ধর্ম অগতির গতি এবং দুর্কলের বল ; সেই মহৎ ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম । সেই ব্রাহ্ম-ধর্ম কোটি কোটি বিষয় অতিক্রম করিয়া গম্ভীর ভাবে, অটল ভাবে, এই বঙ্গ স্থানে ত্রয়োদশ বৎসর বিরাজ করিয়াছে এবং জমশঃ উন্নত হইয়াছে । এক সময়ে এই ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে অনুরোধ-বলেও দশ জন লোককে একত্রিত করা ছুঃসাধ্য ব্যাপার বোধ হইত ; কিন্তু এখন নানা স্থান হইতে শত শত লোক ইচ্ছা পূর্বক উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিতেছেন । পূর্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম কেবল এদেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এখন দেখ মহিলাগণ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নির্জনে বসিয়া কোমল হৃদয়ে প্রীতি-কুসুমে সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন । পূর্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম কেবল জ্ঞানেতেই বদ্ধ ছিল, এখন কত সাধু ব্রাহ্ম নির্ভয়ে ব্রাহ্ম-ধর্মের অন্তর্গত হইতেছেন । বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, দিবসে দিবসে, নিমেষে নিমেষে ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি হইতেছে । এক পল্লিতে ব্রাহ্ম নাম ধ্বনিত হইল, তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নাম পার্শ্বস্থ পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইল ; এক গ্রামে কোন সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, কিয়ৎকাল পরে বিংশতি গ্রাম সেই সাধু দৃষ্টান্তের অনুরোধে প্রবৃত্ত হইল । হৃদয়ে হৃদয়ে, পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে এক বিশুদ্ধ প্রীতি-যোগ স্থাপিত হইতেছে । সকল পরিবার এক হইবে, সকল জাতি এক হইবে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যাইতেছে । ব্রাহ্ম-ধর্ম বঙ্গ দেশের পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে, উত্তর প্রদেশে, দক্ষিণ প্রদেশে, বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য লোকের আত্মাতে

অমৃত কল উৎপাদন করিতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি কেবল বঙ্গ-দেশেই বন্ধ রহিয়াছে, এমত নহে। ব্রাহ্ম-ধর্ম কেবল বঙ্গ ভূমির ধর্ম নহে, ইহা সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম। কি আশ্চর্য্য! দেশ বিদেশে এক সময়েই ব্রাহ্ম ধর্মের অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে; বোধ হয় যেন অবিলম্বে সেই সকল অগ্নি একেবারে দাবানলের ন্যায় প্রক্ষলিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে আলোকিত করিবে। জ্ঞানোজ্বল বোম্বাই দেশ ধর্ম তুফায় কাতর হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্মকে আহ্বান করিতেছে। ইংলণ্ডেও ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, তথাকার কাল্পনিক ধর্ম মন্দিরের মধ্যস্থল হইতে ব্রাহ্ম নাম কীর্তিত হইতেছে এবং যাঁহাদের হস্তে সেই ধর্ম রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা ইহা বিনাশ করিতে খড়া-হস্ত হইয়াছেন। আমেরিকা স্বাধীনতার বলে কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া সমাজ স্থাপন পূর্বক পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্মকে রক্ষা ও প্রচার করিতেছেন। দেখ, চতুর্দিকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! এই উন্নতি অবলোকন করিয়া তোমাদের আত্মা কি উত্তেজিত হইতেছে না, ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি তোমাদের অনুরাগ ও উৎসাহ কি শত গুণে প্রদীপ্ত হইতেছে না? তোমরা কি এখনো বিষয়-লালসা ও লোক-ভয় পরবশ হইয়া সংসারে অভিভূত হইয়া থাকিবে? এখনো কি বিরোধীদের তর্কতরঙ্গে তোমাদের বিশ্বাস আন্দোলিত হইবে; এখনো কি ক্ষুদ্র বিষয়ের বিনিময়ে অমূল্য সত্যকে লাভ করিতে সঙ্কুচিত হইবে? ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমা তোমাদের সম্মুখে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসরের উন্নতি তোমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে; ব্রাহ্ম-ধর্মের যথার্থ ভাব অবগত হইবার জন্য আর এখন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় না; এখন সকলই প্রত্যক্ষের ব্যাপার। এখন সাধু দৃষ্টান্তের অভাব নাই; ধর্মের আনন্দ, ধর্মের বল পুস্তকে বন্ধ না থাকিয়া এখন জীবনে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিক্রম উপহাসে ব্রাহ্ম-ধর্মের এক কণা মাত্র সত্যও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; রাজ-বিক্রমে, খনীর নির্যাতনে, বিপদের কশাঘাতে ব্রাহ্ম-

ধর্ম অবসন্ন না হইয়া বরং নব উদ্যমে তেজীয়ান্ হয়। তোমর পরীক্ষা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম-ধর্মের কি বল। চিরদিনের জন্য আলস্য ও ভীৰুতা বিসর্জন দিয়া একবার উৎসাহ সহকারে ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে যে সংসারের বল দুর্বলতার এক নাম মাত্র, বিষয়ের প্রতিবন্ধক ছায়া মাত্র। তোমাদের শরীর প্রস্তুতের ন্যায় কঠিন হউক, তোমাদের আত্মা ধর্মের অভেদ্য কবচে আবৃত হউক, তোমাদের জিহ্বা হইতে অগ্নিময় বাক্য-সকল বিনির্গত হউক তোমাদের চক্ষু হইতে উৎসাহের প্রভা বিকীরিত হউক; মেদিনী তোমাদের ভয়ে কম্পিত হইবে, তোমাদের বাহু-বল, বুদ্ধি-বল, ধর্ম-বল, দেখিয়া অতি দুর্জয় নিদারুণ শত্রুও অবসন্ন হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মগণ! উখিত হও, ব্রাহ্ম নাম উচ্চারণ করিয়া শরীর মনকে অগ্নিময় কর, ভায়ানক বিষয়-সকল অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে। বিরেখীদিগের অস্জাঘাতে যদি শরীরের সমুদায় শোণিত নিঃসারিত হয়, বিপদের গুরু ভারে যদি সমুদায় অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতেই বা কি? নতোর জয় হইবেই হইবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম পালনে কখনই বিমুখ হইব না। আমরা যখন সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি—আমাদের দেহ মন প্রাণ সকলি তোমাতে দিলাম, তখন কি সেই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হইয়া অসত্যের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইব? ব্রত গ্রহণ করিয়া পালন করিলাম না, ইহা কি ব্রাহ্মের পক্ষে সামান্য অপরাধ! পুনর্ব্বার বলিতেছি, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম ধর্মের বলে কি না হয়। তোমরা যতই অগ্রসর হইবে, ততই বিরোধীগণ ভয়ে ভীত হইয়া নিরস্ত হইবে; তোমরা যতই কুণ্ঠিত হইবে, ততই তোমাদের বল অবসন্ন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির আশাও অবসন্ন হইবে। সেই “ভবান্ভোধিপোতং” পরমেশ্বরেরকে অবলম্বন কর, অনায়াসে সাগর-সমান বিষয়-সকল অতিক্রম করিবে; ব্রাহ্ম-বলে বলীয়ান্ হইয়া হস্ত প্রসারিত কর, লৌহময় কবাট চূর্ণ হইয়া যাইবে। “কি ভয় লোক ভয়ে”। যখন

সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমারদের দিকে, তখন আইস, সকলে মিলিয়া আগামী বৎসরে কায়-মনো-বাক্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম পালন করিতে দৃঢ়-ব্রত হই, লোকনিন্দা, লোক-ভয়, সকল নীচ লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ মন সর্বলি সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মে সমর্পণ করি। যাঁহাকে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াছি তাঁহারি প্রীতি-শৃঙ্খলে অনন্ত কাল যেন আমরা আবদ্ধ থাকি ।

হে পরমাত্মন! তুমি আমারদের সকলের হৃদয়-ধামে প্রকাশিত হও । অদ্যকার উৎসবের আনন্দ যেন চির দিন আমারদের হৃদয়ে বিরাজ করে । তুমি অদ্য যে বিশুদ্ধ প্রেম আমারদিগকে প্রেরণ করিবে, চির দিনই যেন তাহা সম্ভোগ করি । তুমি এ প্রকার শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর, বল প্রেরণ কর যে যেন আগামী বৎসর ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে আরো সাধ্যাত্মসারে চেষ্টা করি । কিসে তোমাকে লাভ করিয়া আমি পবিত্র হই, ইহাই যেন আমার চির লক্ষ্য হয় । হে নাথ ! তুমি দিন দিন আমাদের এই ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি কর, এই বঙ্গ ভূমিকে তোমারি আয়ত্ত করিয়া লও, প্রত্যেক পরিবারে তুমি সর্ব-স্বামী-রূপে বিরাজ কর, সমুদায় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমা প্রকাশিত কর, তুমি সকলের হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর ; সকল পরিবার যেন এক পরিবার হয়, আমারদের সকল কার্যে যেন তোমার প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকে, তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই যেন আমরা লালায়িত হই । হে ঈশ্বর ! তোমা ভিন্ন আমারদের আর গতি নাই, তুমি আমারদের আশা, তুমিই আমারদের আনন্দ । হে নাথ ! তোমার জন্য যদি সমুদায় বিষয়স্বত্ব বিসর্জন দিতে হয়, যদিপি সর্বভাগী হইয়াও তোমার কার্য সাধন করিতে হয় ; তাহাতে ও যেন কুণ্ঠিত না হই ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮৫ শক ।

শাস্ত্রসংস্কৃতিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

অদ্যকার মহোৎসবে কেবল সেই মহান্ পুরুষের মঙ্গল জ্যোতিই চতুর্দিকে বিকীর্ণ দেখিতেছি, সেই করুণাময়ের করুণাই সর্বত্র প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কেবল ব্রাহ্ম-ধর্মের মহত্ত্বই অস্তু ভব করিতেছি । সেই আদি দেবতা—সেই অনাদি দেবতা আজি সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে আবিভূত আছেন এবং প্রতিক্ষণে আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন । আজি যে দিকে চাহিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি, করতল-ন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহারই সত্ত্বা প্রতীতি করিতেছি । সূর্যের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-সূর্য্যাকেই দেখিতেছি, সূধাকরের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-সুধার আকরকেই দেখিতেছি, যখন আন্নার পানে চাহিতেছি, তখন আন্নার আন্নাতে দেখিয়া আপ্যায়িত হইতেছি । এই আলোক তাঁহারই জ্যোতি ধারণ করিতেছে, এই সমীরণ তাঁহাকেই উদ্বোধন করিয়া দিতেছে, এই গৃহ তাঁহারই আবির্ভাবে উজ্জ্বলিত হইয়াছে । বাহিরে যেমন পূর্ণ-চন্দ্র উদয় হইয়া সহস্রধারে সূধা বর্ষণ করিতেছে, সেই রূপ অন্তরে সেই প্রেম-শশী উদয় হইয়া অন্তঃপন জ্যোৎস্না-রাশি প্রকাশিত করিতেছেন । আজি আমাদের হৃৎ-পদ্ম উর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে প্রীতি-সৌরভ প্রদান করিতেছে ; আবার তিনি আমাদের হৃদয়ের সমস্তাং অধিকার করিয়া মুক্ত-হৃস্তে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন ।

এই জ্ঞান-গোচর সত্য সূন্দর মঙ্গল পুরুষ সকলেরই নিকটে বিরাজ করিতেছেন, জ্ঞান-নেত্র উন্মোচিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, এখনই চরিতার্থ হইবে । হৃদয়-মন্দিরের মোহ-কবাট উন্মোচন কর, এখনই সেই স্বর্গীয় জ্যোতি তাহাতে প্রবেশ করিয়া শোক, তাপ, হৃদয়-জ্বালা সকলই দূরীকৃত করিবে । এমন সস্তাপ-হারিণী মূর্তি আর কোথাও নাই ।

একাগ্র-চিত্ত ব্রাহ্মগণ ! তোমরা অবশ্যই সেই সর্ব-সস্তাপ-হারিণী মূর্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছ । অবশ্যই সেই হৃদয়-

নাথকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ, তোমাদের কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, একত্র হইয়া অবশ্যই সেই দেবদেবের আরাধনা করিতেছে। তোমরাই ধন্য, তোমাদিগের জন্মই এই আনন্দময় মহোৎসব। অজিতেন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকে এই উৎসবের মধুরতা কি বুঝিবে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের উপর—প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে শিখিয়াছেন, ব্রহ্মানুরাগের আঘাতে বিষয়াসক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন, দিগদর্শনের শলাকার ন্যায় চিত্তকে একাগ্র করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, এই উৎসব-ক্ষেত্রে কার মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যাঁহার কোমল হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আর্জ হইয়াছে, প্রীতি-রসে উচ্ছলিত হইতেছে, শ্রদ্ধার আবেশে তটস্থ হইয়াছে, তিনিই বলুন এই উৎসব-ক্ষেত্রে কোন্ মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যেমন আলোকের অস্তিত্বে চক্ষু ব্যতীত আর প্রমাণ নাই, সেই রূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে আত্মা ব্যতীত আর সাক্ষী নাই। যিনি তাঁহাকে দেখিতেছেন, তিনি আপনিই জানিয়াছেন; তিনি আর কাহাকেও জানাইতে পারেন না। সেই জ্ঞান-গোচর সুন্দর পুরুষ যে সাধু-জনের হৃদয়-মন্দিরে অতিথি হন, সেই সাধুই একাকী প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করেন। তিনি আশ্চর্য্যে স্তব্ব হইয়া এক অনির্ক-চনীয় ভাবাস্তর প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে ধন্যবাদ এবং চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে। তৎসদৃশ সাধক ব্যতীত আর কে এই রহস্যের গর্ভগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে ?

অদ্য ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তাঁহারা কি উজ্জ্বলতর জ্যোতি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখ-মণ্ডল কি অন্তঃস্ফূর্য্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। তাঁহাদের তদাতচিত্ততা কি আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা এই আলোকের মধ্যে এক অলৌকিক আলোক অবলোকন করিতেছেন, এই জন-সম্বাধ স্থানে এক নির্লিপ্ত পুরুষকে উপলব্ধি করিতেছেন, হৃদয়ের চিরকাজিত ধনকে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন। এখানকার প্রত্যেক ব্রহ্ম-ধনি, প্রত্যেক ব্রহ্ম-গংঙ্গীত

তঁাহাদের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতেছে, প্রত্যেক স্থান তাঁহারা সেই প্রেম-ময় পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতেছেন। ইহাঁরাই জন্ম, ইহাঁদের জন্মই এই আনন্দময় মহোৎসব।

আমাদের উৎসব কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই অলঙ্কৃত নহে, কিন্তু সেই প্রাণ-স্বরূপের আবির্ভাবে ইহা জীবন্ত ভাব প্রকাশ করিতেছে। অদ্যকার উৎসব সাধুগণের সাধু ভাব বর্দ্ধিত করিতেছে, অসাধুগণকে সাধুভাবে আকর্ষণ করিতেছে; নির্ভয়-চিন্ত উদ্দেশ্যগী পুরুষের উৎসাহ গুণ দ্বিগুণ করিতেছে, দুর্বল ভীরু-গণের হৃদয়ে সাহস দান করিতেছে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রদর্শন করিতেছে, মনুষ্যের জাতু-ভাব উজ্জ্বল করিতেছে; ইহলোকেই সেই স্বর্গ-ধামের আভাস প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বর এই উৎসবের প্রেরয়িতা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই জন্মই ইহা এমন আনন্দ-জনক; এই উৎসবে সেই মঙ্গলময় পুরুষের আবির্ভাব হয়, এই জন্মই ইহার এত গৌরব। যে ব্রাহ্ম এই উৎসবের অংশভাগী হন, তাঁহার আত্মা সহস্রগুণ বল ধারণ করে, এই জন্মই ব্রাহ্মেরা এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসস্তাপ-হারী অমৃতময় পুরুষের আলিঙ্গনে আত্মাকে শীতল করা; তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে জীবন্ত করা, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র হওয়া এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদের সহিত বন্ধুতা করিতে হইবে, শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইবার জন্ম অমৃতময় পিতার নিকট অমৃত পান করা এবং ব্রাহ্ম-পরায়ণ ভগবজ্জনের উৎসাহকর সংসর্গ লাভ করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

ধনী ও দীন হীন, বিদ্বান্ ও মূর্খ, সাধু ও অসাধু, সাহসী ও ভীরু সকলেরই জন্ম এই উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। আমাদের ঈশ্বর যেমন সকলেরই ঈশ্বর, আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম যেমন সকলেরই ধর্ম, আমাদের উৎসব তেমনই সকলেরই উৎসব। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহার লক্ষ্য এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম যাঁহার সহায়,

তিনি ব্যতীত আর কেহই ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁর চক্ষু আছে, তিনি এই উৎসব দর্শন করিতেছেন যাঁর কর্ণ আছে, তিনি ইহার আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন ; কিন্তু যিনি ব্রাহ্ম, তিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ উত্থিত হইতেছে। কোন্ ব্যক্তি কি অভিসন্ধিতে এই উৎসব-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু যাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার চক্ষু সকলের প্রতিই আছে ; তিনি সকলেরই অভিসন্ধি অবধারণ করিতেছেন। তিনি তাঁর আতিথ্য-শালায় সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন, এবং সকলকেই পরিবেশন করিবার জন্য মুক্ত-হস্ত হইয়া আছেন ; কিন্তু যাঁহারা ক্ষুধার্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ই পরিভূপ্ত হইয়া গমন করিবেন, আর সকলকেই শূন্য-হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আবার ক্ষুধার্তগণের মধ্যে যাঁহার যে পরিমাণ ক্ষুধা, তিনি তাঁহাকে সেই পরিমাণেই পরিবেশন করিবেন, কিছুমাত্র অবিচার হইবে না। তাঁর আধ্যাত্মিক সদাব্রতের আশ্চর্য্য ভাব ! কত শত চক্ষুদ্বন্দ্বান্ ব্যক্তিও ইহার পথ দেখিতে পান না ; কত শত চক্ষু হীন অন্ধও অনায়াসে এই পথে আগমন করেন। কত শত বিদ্বান্ ইহার সন্ধানও পান না, কিন্তু কত শত মূর্খও ইহার সন্ধান পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। যাঁহারা এই সদাব্রতে কখন আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা অন্যের মুখে শুনিয়া ইহার ভাব গ্রহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারা ই ধন্য যাঁহারা এই উদার-প্রেমের পরিবেশন পাইয়া একবার মাত্রও পরিভূপ্ত হইয়াছেন।

আমরা এই দ্বারের চির ভিখারী ; এই প্রেম-স্বরূপই আমাদের পিতা, ইনিই আমাদের মাতা, ইনিই আমাদের বন্ধু এবং ইনিই আমাদের সর্বস্ব। যখন আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হই, তখন ইহার নিকটে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করি, যখন কষ্টের পরিপ্রমে কাতর হই, ইহারই ক্রোড়ে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করি, যখন

সংসারে আঘাত পাই, তখন আরামের জন্য ইহঁারই মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হই, তখন ইহঁারই হস্ত অবলম্বন করি, যখন শোকানলে দগ্ধ হই, তখন এই অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া শীতল হই। আমাদের যাহা কিছু অভাব, যাহা কিছু কামনা এই বাঞ্জাকল্প-তরুর নিকটে সকলই নিবেদন করি; এবং ইহঁার আদেশ জানিবার জন্য ইহঁার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। ইনি যাহা কিছু বিধান করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ইহঁারই প্রেম গান করিতে করিতে বিচরণ করি। ইনি যে কার্য আদেশ করেন, সেই কার্য অমুঠান করিতে যত্ন করি; যদি কৃতকার্য্য হই, ইহঁাকেই ধন্যবাদ করি, যদি কৃতকার্য্য না হই, ফিরিয়া গিয়া ইহঁারই নিকট বল প্রার্থনা করি। ইনি আমাদের প্রীতি করেন, স্বার্থ চান না; আমরা ইহঁার আদেশ প্রতিপালন করি, ফলের প্রত্যাশা করি না, ইহঁার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি। যখন কুপথে পদার্পণ করি, দণ্ডঘাত প্রাপ্ত হই, ফিরিয়া দেখি, ইনিই স্নেহময় হস্তে আমাদের আকর্ষণ করিতেছেন। সংসারের দুর্ঘটনায় ভীত হইয়া ইহঁারই ক্রোড়ে সংকুচিত হই। ইনি প্রেম-গর্ভ আশ্বাসে আমাদের অতয় দান করেন। মৃত্যুতেও আমাদের ভয় নাই, কেন না আমাদের যোগ এই অমৃতের সঙ্গে, আমাদের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই, মৃত্যু যত ক্ষমতা প্রসারিত করুক, আমাদের স্নেহময় পিতা আমাদের যত্নে কাতর দেখিলেই আশ্রয় প্রদান করিবেন। পিতার হস্তে পুত্র কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আমাদের প্রীতি কিসে অটল হয়, আমাদের নির্ভর কিসে দৃঢ় হয়, এই জন্য আমরা সাধ্যামুসায়ে যত্ন করি। যে কয়েক দিন এখানে থাকিব, এই রূপে অতিবাহন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইলাম। তার পর ইনি যেখানে লইয়া যাইবেন সেই খানেই যাইব এবং সেখানে গিয়াও আবার এই রূপ আচরণ করিব।

এই ব্রাহ্ম-সমাজ আমাদের উৎসব-গৃহ, এখানে প্রবেশ করিলেই আমাদের সকল জ্বালা নির্বাপন হয়। আমরা প্রতি সপ্তাহে

প্রতি মাসে এই গৃহে উৎসব করিয়া থাকি। আবার প্রতি বৎসরের মাঘ মাসে আমাদের এই রূপ মহোৎসব হয়। মহোৎসবের পূর্বে আমাদের চেফা, আমাদের যত্ন, আমাদের আশা অধিক হয়; এই জন্ম এই দিনে আমরা তাঁর আবির্ভাব অধিক দেখিতে পাই। আজি বলিয়া নয়, যে দিন আমাদের যে রূপ আগ্রহ থাকিবে, সে দিন তাঁহার আবির্ভাব সেই পরিমাণে দেখিতে পাইব। এই গৃহ বলিয়াও নয়, যেখানে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, সেইখানেই তিনি আমাদের দর্শন দিবেন। অরণ্যেও আমাদের উৎসব হইতে পারে; গিরি-কন্দরও আমাদের সমাজ-গৃহ হইতে পারে; সমুদ্রও আমাদের উৎসব-ভূমি হইতে পারে, যাঁহাকে লইয়া আমাদের উৎসব, তিনি সর্বত্রই আছেন, স্মরণ্য সকল স্থানই আমাদের উৎসব-গৃহ! আমাদের উৎসবের আত্ম দেশ কালের অতীত, স্মরণ্য আমাদের উৎসবও দেশ কালের অতীত।

আমরা গুরু শিষ্যে, পিতা পুত্র, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মিত্রে মিত্রে একহৃদয় হইয়া সেই পরম পিতার—সেই পরম গুরুর প্রেম পান করিতেছি, তাঁহার প্রেম-গান শুনিতেছি, এবং তাঁহাকে প্রেম দান করিতেছি। চিরকালই আমরা এই রূপ করিব। আমাদের যে সকল ভ্রাতা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত আছেন, তাঁহাদিগকে ইহাতে আনিবার চেফা করিব। যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব। যাঁহারা দূরে যাইবেন, তাঁহাদিগের শুভ বুদ্ধির নিমিত্ত পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। ধর্মের জয় হউক, সত্যের জয় হউক, পিতা মাতা পুত্র কন্যার কল্যাণ সাধন করুন, পুত্র কন্যা পিতা মাতার প্রিয় কার্য্য করুক; ভ্রাতায় ভ্রাতায় সৌভ্রাতৃ অফত হইয়া থাকুক, পতি পত্নী পরস্পর অল্পরক্ত হউক; সকলের হৃদয় ঈশ্বরেতে সমর্পিত হউক; এই আমাদের ইচ্ছা।

হে পরম পিতা! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। আমরা প্রতি নিশ্বাসে তোমারই করুণা প্রত্যক্ষ করিতেছি, চতুর্দিকে তোমারই মঙ্গল ভাব দেখিতেছি। আমাদের উৎসবের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ

কর, আমাদের প্রীতি গ্রহণ কর, আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর, আমাদের আত্মা চরিতার্থ হউক । সমুদায় লোক তোমার প্রেম পান করিতে করিতে তোমার উৎসবে আনন্দিত হউক ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮৬ শক ।

সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

• প্রথম বক্তৃতা ।

সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মর্ত্য লোক থাকিয়াও দেবতাদিগের ন্যায় গৌরবান্বিত হন ; যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেব সোকের ন্যায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি নিকেতন হয় । সত্য কাহারো নিজস্ব ধন নহে, অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার । সত্য অর্থের দাস নহে, সম্রাটেরও অনুগত নহে । ইহার নিকটে রাজ-প্রাসাদ ও পর্ণ কুটির উভয়ই সমান । ধনবান্ ও নির্ধন সকলেরই জন্য ইহার ফ্রোড় নিরপেক্ষ ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে । ইহা লোক-বিশেষে অথবা সম্প্রদায়-বিশেষে অথবা জাতি-বিশেষে বিক্রীত হয় নাই । ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে ; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার আধিপত্য । সত্য মহৎ ও উদার । ইহা আবার জীবন্ত ও বলীয়ান্ । ইহার আধার নির্জীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে ; জীবনই ইহার আবাস-ভূমি, জীবনেতেই ইহার ষথার্থ প্রকাশ । যখন সমুদায় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরাতিমুখে উন্নত হয় ; তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয় । বাস্তবিক সত্যই আমরাদিগের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও জড় ভাবাপন্ন হই । সত্যের এ রূপ জীবন্ত বল যে ইহার কণামাত্র কিরণে অমা-নিশার অভেদ্য তমো-জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, ইহার সংস্পর্শ মাত্রে সহস্রাধিক বর্ষ সঞ্চিত

বুহদায়তন পাপ-রাশি চূর্ণ হইয়া যায় ; নিরাশ মুমূর্ষু ব্যক্তি নব জীবন ও নব উদ্যম প্রাপ্ত হয় ; অতি দুর্বল ভীরু ব্যক্তি মহা বীরের ন্যায় বীর্যবান হয় ; এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিও সম্রাট-পরাজিত প্রতাপে সহস্র সহস্র লোকের মনকে বশীভূত করিয়া তাহারদের দ্বারা স্বীয় মহান্ লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লন। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞান-বল ধন-বল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়—কেবল পরাভূত হয় এমত নহে, কিন্তু আবার অনুগত দাসের ন্যায় ইহার পরিচর্যা করে। বহু প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে যাহারা ভয়ঙ্কর বিকট মূর্তি ধারণ পূর্বক বন্ধ-পরিকর ও খড়্গ-হস্ত হইয়া সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ই আবার অনতিবিলম্বে সেই ব্যক্তির সেবা করে এবং অনুমাত্রী হইয়া তাহার আদেশানুসারে সত্যের মহিমা কীর্তন করিতে থাকে ! কি আশ্চর্যা সত্যের মহিমা !

এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম সংস্থাপিত ; ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্ম-ধর্ম। এই জন্যই ব্রাহ্ম-ধর্মে সকল মনুষ্যের অধিকার। ইহা যেমন ভারতবর্ষের, তেমনি ইংলণ্ডেরও ধর্ম ; ইহা যেমন পূর্বকালের, তেমনি বর্তমান সময়েরও ধর্ম। ইহা যেমন সূক্ষ্মদর্শী নানাবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতদিগের, তেমনি সরল-চিত্ত কৃষকদিগেরও ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহা জাতি-বদ্ধ বা সম্প্রদায়-বদ্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ ব্রাহ্ম ! যিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞানের অনুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। মনুষ্যাত্মার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম সর্বব্যাপী ; আত্মার স্বধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম। দেশ কাল ও অবস্থা নির্বিশেষে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগৎ আমাদের দেব-মন্দির, পরমেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্মশাস্ত্র, উপাসনা আমাদের মোক্ষ পথ, আত্মশুদ্ধি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, সাধু ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের গুরু ও নেতা। এই উদার ব্রাহ্ম-ধর্মে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছুই নাই ; ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। স্মরণ্য ব্রাহ্ম-

সমাজ সাম্প্রদায়িক সমাজ নহে ; যাঁহারা এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রাহ্মের উপাসক হইয়া তাঁহাকে শ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই এই সমাজ ।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্বে এই ১১ মাঘ দিবসে অসাপারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, অত্যুন্নত-প্রশস্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট মহাত্মা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম-সমাজের সূত্রপাত করেন । সেই দিবসে শ্রীতি-বিস্ফারিত হৃদয়ে তিনি সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাসনা-গৃহে সত্য-স্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন ; এবং ব্রহ্মোপাসনা-রূপ অমূল্য ধনে সকলেরই যে অধিকার আছে ঐ গৃহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে এই সুসমাচার ঘোষণা করিলেন । সেই দিন অর্বাধ কত শত লোকে এই ব্রাহ্ম-সমাজের সূশীতল আশ্রয় লাভ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মের সাহায্যে সত্যের প্রসাদে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে উন্নত করিয়াছেন এবং আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন । দেখ কেমন আশ্চর্য্য-রূপে অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম-সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তির রাজ্য, শ্রীতির রাজ্য, প্রসারিত হইতেছে ! কত শত লোক সাম্প্রদায়িক সকল প্রকার শৃঙ্খল ছেদন পূর্বক প্রশস্ত হৃদয়ে সত্যের সাধারণ ভূমিতে সকলের সহিত উচ্চতম বিমলতম মন্থকে আবদ্ধ হইতেছেন ; বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিবাদ; বিসম্বাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ মনে সকল জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় হইতে ধর্মতত্ত্ব সংকলন করিতেছেন, সকলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ হিতকর কার্য সাধন করিতেছেন, এবং উন্নত শ্রীতি-যোগে সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন । দেখ, জগৎ যে পরিবারের গৃহ, ঈশ্বর যে পরিবারের পিতা মাতা, সেই পরিবার ক্রমে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে ! এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোৎসাহে অদ্য উৎফুল্ল হইতেছে, ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমার পরিচয় পাইয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হইতেছে ?

ব্রাহ্ম-ধর্মের উদার ভাব দেখিয়া অদ্য যেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি ইহার আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া আমাদের আত্মা উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে । এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর

মধো ইহার অগ্নি এ দেশকে কেমন উজ্জ্বল করিয়াছে ; কত কত পর্বতাকার বিষয় বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার ঐ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শত সহস্র বর্ষে যে সকল কুসংস্কার এদেশে বন্ধগুল হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্ম-ধর্মের বলে সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদয় ভারতবার্ষ যে সকল ভ্রমের আয়তন তাহাও ক্রমে চূর্ণ হইতেছে। এই ভারতভূমি পৌত্তলিকতার দুর্গ স্বরূপ, ইহা কঠিন অস্ত্রের কুসংস্কার প্রস্তরে নির্মিত, অগণ্য পরাক্রম শালী বিরোধী বিপক্ষেরা সূতা-পরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিষ্কাশিত খড়্গ ধারণ পূর্বক প্রহরীর ন্যায় নিয়ত ঐ দুর্গকে রক্ষা করিতেছে ; সেই দুর্গের মধো ব্রাহ্ম-ধর্মের জয়পতাকা উড্ডিমান, এবং সেই বিরোধী দলের কত কত লোক এ ক্ষণে সত্য ধর্মের পদাবলুষ্ঠিত হইতেছে। সাধু ব্রাহ্মেরা মতের প্রভাবে আপনাদিগকে ও পরিবার এবং স্বদেশকে ভয়ঙ্কর কুসংস্কার হইতে প্রমুক্ত করিয়া আনন্দ মনে জয়ধ্বনি করত সমুদয় ভারতভূমিকে নিনাদিত করিতেছেন। সর্দশক্তিমান ঈশ্বর যাঁহাদের সহায়, এবং জীবন্ত জ্বলন্ত সত্য যাঁহাদের হস্ত তাঁহাদের নিকটে যে নির্জীব জীর্ণ ভ্রম নিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ব্রহ্ম বলের সম্মুখে কি পার্থিব কোন বল তিষ্ঠিতে পারে ? দেখ, ক্রমে কেমন পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। পরিবার মধো পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী সদ্ভাবে মিলিত হইয়া নির্বিশেষে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন ; বুদ্ধেরা গম্ভীর ভাবে জ্ঞানের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্মকে আলিঙ্গন করিতেছেন, যুবকেরা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ইহার সত্য সকল অলুষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন, কোমল-হৃদয় মহিলারা বিশুদ্ধ প্রীতি-পুষ্পে ব্রহ্ম পূজা করিতেছেন। এ মহৎ জয় কেবল সত্যেরই বলে, এমন রমণীয় শোভা কেবল ব্রাহ্ম-ধর্মেরই সৌন্দর্য্য।

ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার উৎসবে ব্রাহ্ম-ধর্মের উদার ভাব ও দুর্জয় বল সমাক্ রূপে হৃদয়ে ধারণ কর এবং বিগত বর্ষের উন্নতি সমালোচনা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর এবং আগামী বর্ষের

জন্ম জ্ঞান-শিক্ষা কর; ইহাই এ মহোৎসবের যথার্থ তাৎপর্য। গত বর্ষে ঈশ্বর-প্রসাদে ভারতভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং মাদ্রাজে কতিপয় উৎসাহী ভ্রাতা দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গ-দেশেরও নানা দিকে প্রচারকদিগের পরিশ্রমে ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি হইয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার দ্বারা বর্তমান কালে যাহা কিছু ফল ফলিত হইয়াছে তাহাতে অস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর যেরূপ অজস্রধারে করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে এখন বিশেষ রূপে যত্ন করিলে প্রচুর ফল লাভ হইবে। আর একটি শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্বে ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ও বৈর ভাব ছিল তাহা ক্রমে অনেক হ্রাস হইয়াছে; এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। সাধু ব্রাহ্মদিগের প্রশস্ত প্রীতি, সত্যানুরাগ ও বিনয় দর্শনে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্মে বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মজীবনের মহত্ত্ব দেখিয়া ঘৃণা ও ক্রোধ বিসর্জন দিতেছেন। এমন সময়ে আমরাদিগের যত্ন ও অধাবসায় সহস্রগুণে বৃদ্ধি করা কর্তব্য। প্রচারের ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-ধর্ম পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। হে ব্রাহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মগণ! তোমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ লইয়া এই বিস্তীর্ণ উর্বরা ভারত-ভূমিতে রোপণ কর। যে অমূল্য ধন লাভ করিয়াছি, তাহাতে কেবল আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়া শয্যাতে শয়ান থাকিও না, কেবল আপনাদিগের আত্মাকে চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। দেশস্থ ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মার রোদন-ধ্বনিতে বোধ হইতেছে যেন গগন বিদীর্ণ হইতেছে; তাঁহারা যেন চতুর্দিক হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, ইহার উদার সদাব্রতে অংশী হইবার জন্ম উচ্ছেদে স্বরে বিলাপ করিতেছেন। আমরা কি এ সময়ে দয়া শূন্য-হৃদয়ে উপেক্ষা করিব? না গর্ভিত ভাবে আপনাদিগের তৃপ্তি স্মৃতি প্রদর্শন পূর্বক

ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিদিগকে অনাদর করিব ? আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ধর্মান্নভাবে ছুঃখী জাতা ও ছুঃখিনী ভগনী-দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য চতুর্দিকে ধাবিত হও ; সত্যায় দ্বারা ক্ষুধিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, শান্তি বারি দ্বারা পিপাসু হৃদ-য়কে শীতল কর ।

হে পরমাত্মন! তুমি আমারদের পিতা ও প্রভু ; যাহাতে দৃঢ়ব্রত হইয়া চির দিন তোমার পদ সেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও ধর্মবল বিধান কর । আমারদের ধন সম্পত্তি আনারদের শরীর মন, আমারদের মান মর্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি আমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গল কার্যে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্তন করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারি ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮৬ শক ।

মাসিক-ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

আজ মাঘের একাদশ দিবস, আজ বঙ্গভূমির—সমুদায় ভারত-ভূমির একমাত্র উৎসব দিন । আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে—মৃত্যু মুখ হইতে বিমুক্ত হইলে যেমন সেই দিনটা সকলেরই চির-স্মরণীয় হইয়া থাকে, সেই রূপ এই মাঘের একাদশ দিবসটা স্বদেশান্নুরাগী ঐশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি মাত্রেই স্মরণ পথে চির মুদ্রিত থাকা নিতান্তই কর্তব্য । কেন না এই দিনে এই অসহায় যতকল্প বঙ্গভূমির প্রকৃত প্রাণ সঞ্চার হয়—এদেশের সকল স্মৃৎ সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয় । বঙ্গদেশে যে সকল কুরীতি কদাচার এত দিন একাধিপত্য করিতেছিল, এই দিন হইতে এমন একটা কার্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইল, যাহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে

এ দেশের সকল অভাব বিদূরিত হইতেছে, যাহার প্রসাদে প্রতি গৃহের—প্রতি আত্মার সকল অনটন বিমোচন হইয়া আমাদের-
 গের জন্ম ভূমির বিষয় মুখ প্রসন্ন হইতেছে। চির ছুঃখিনী বঙ্গ
 মাতার স্বাধীনতারূপ অমূল্য হার পরিধানের সময় লক্ষ্য করি-
 বারও কাল উপস্থিত হইয়াছে। যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম এ দেশের
 সকল বাধা বিষয় অতিক্রম করিয়া সম্যক-রূপে উদ্ভিত হয়েন
 নাই, তখন যে কখনও বঙ্গভূমির ছুঃখের নিশা অবসান হইবে
 ইহা ভাবিয়া স্থির করাও কঠিন হইত। এখন তো আমরা গণ-
 নার কাল প্রাপ্ত হইয়াছি—এখন তো উন্নতির সোপান লাভ
 করিয়াছি। এখন আমরা বর্ষ গণনার সঙ্গে সঙ্গে গণনা করি,
 যে দেশের কতদূর শ্রীরুদ্ধি হইল,—হৃদয় কি পরিমাণে পাপ
 মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইল,—আত্মা কত দূর উন্নত হইল।
 কোন সদাশয় মহাত্মা কর্তৃক আমাদের কোন না কোন
 একটা অভাব নিরাকৃত হইলে, তাঁহার নিকটে কত কৃতজ্ঞ হই,
 বিনয় বচনে তাঁহাকে কত সাধুবাদ প্রদান করি, কিন্তু যিনি
 ধর্মের প্রবর্তক, সকল মঙ্গলের একমাত্র আয়তন; যাহা হইতে
 দেশের অভাব প্রতি গৃহ—প্রতি পরিবার—প্রতি আত্মার গভী-
 রতম অভাব বিদূরিত হইয়াছে, সেই ত্রিভুবনের রাজার নিকট
 কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি যত্ন ও আয়াস সাধ্য! তাঁহাকে স্মরণ
 করিতে কি আজ উদ্বোধনের প্রয়োজন! আজ মাঘের একাদশ
 দিবস, আজ ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনের প্রথম দিন। ইহা উচ্চা-
 রণ করিবা মাত্রই শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়ন যুগল
 প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যুগপৎ প্রীতি
 শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব ঈশ্বরের প্রতি উচ্ছসিত হইয়া কণ্ঠ
 নিরোধ করিয়া ফেলে! চারিদিকে ঈশ্বরের মহিমা জাজ্জ্বল্যমান
 সন্দর্শন করিয়া, এই শোভা সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে, এই সাধকদের
 মুখমণ্ডলে তাঁহার সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ দেখিয়া বিশ্বয়রসে হৃদয়
 প্লাবিত হইতেছে। অনন্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া রগনা অসাড়
 হইয়া যাইতেছে—তাঁহার গুরু ভার ধারণ করিতে গিয়া হৃদয়
 অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে কি মনোহর দৃশ্য! শত সহস্র বাজি শান্ত সংঘতে-
 ত্রিয় হইয়া সেই দেব দেবের পূজার নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছেন,
 আনন্দোন্মীলিত—নিমীলিত নয়নে সকলে আমারদিগের “সাক্ষাৎ
 পিতা, পুরাতন পিতামহ” পরমেশ্বরের অর্চনার জন্য—তঁাহার
 ধ্যান ধারণার নিমিত্ত সমাগীন হইয়াছেন, সকলে এক লক্ষা এক
 হৃদয় হইয়া এক বাক্যে ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি যাচুণা করিতে-
 ছেন, ইতা সন্দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রেই তো হৃদয় কমল
 প্রস্ফুটিত হইবেই, দেবতারাও এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিতে
 প্রার্থনা করেন।

ঈশ্বর-সর্বস্ব প্রশান্তা গৃহপতির এই সমুদায় আয়োজন—
 সমুদায় আমন্ত্রণ কেবল ঈশ্বরেরই জন্য। তিনি ঈশ্বর হইতে
 আপনার মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, সমুদায় বঙ্গভূমির মঙ্গল লাভ
 করিয়া আনন্দে উত্তমিত হইয়া চারিদিকে এই সকল মঙ্গলাচরণ
 করিতেছেন। আজ ত্রিভুবনের রাজার পদ ধূলি তাঁহার আশ্রমে
 পতিত হইবে, আজ সেই ভুবনেশ্বরের পূজা তাঁহার গৃহে স্মস-
 পন্ন হইবে, এই জন্য তো সপরিবারে হৃদয়-খাল প্রীতি-কুসুম
 সূর্ণ করিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহার উৎসব
 আনন্দ জনিত পবিত্রতর সুখের ভাগী করিবার জন্য আমার-
 দিগকেও আহ্বান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণে—ঈশ্ব-
 রের সন্মুখে আহ্বানে নানা স্থান হইতে প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম
 লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই দেব দেবের পূজার উপ-
 চার লইয়া সকলে একত্রিত হইয়াছি। আইস সকলে মিলে ঈশ্ব-
 রের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই, হৃদয়ের পরিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা উপহার
 তাঁহাকে দিয়া জীবন স্বার্থক করি। আপনার উন্নতি, দেশের
 উন্নতি, প্রাণসম ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতির জন্য সকলে মিলে তাঁহার
 মহদৃশ্য ঘোষণা করি।

হে অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমার
 পূজার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তোমাকে লইয়াই আমা-
 রদিগের উৎসব আনন্দ সুখ সৌভাগ্য সকলই। আমরা তোমার
 চিরপ্রীত চিরানুগত দাস—আমাদের প্রতি তোমার এত করুণা!

আমারদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয় একান্ত অসহায় দেখিয়া তোমার ব্রাহ্ম-ধর্মের শীতল ছায়ায় আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমারদিগকে নির্ধন নিরর্থ দেখিয়া কৃপা করিয়া দেব দুর্লভ ব্রাহ্ম-ধর্মের অধিকারী করিয়াছ। তুমি দীন হীন মলিন বঙ্গ দেশের অভাস্তর হইতে অমৃত-খনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ইহাকে জীবন যৌবনে পুনরুত্থিত করিতেছ। ধন্য ধন্য নাথ! ধন্য তোমার করুণা! তোমার প্রসাদ গুণে দুর্লভও বল লাভ করে, ভীকুও সাহসী হইয়া উঠে।

হে দুর্দলের বল, গতি হীনের গতি পরমেশ্বর! তুমি এই গৃহ স্বামির মঙ্গল কর। তুমি ইহাঁর সন্তান সন্ততিগণকে তোমার জ্ঞান-ধর্মে—তোমার প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত কর। সংসারের পরিত সমান তরঙ্গের মধ্যে তোমার অভয় পদ আশ্রয় করিয়া যথা সর্কস্ব পণ করত যেমন ইনি নির্কিয়ে শান্তি উপকূলে উপনীত হইয়া স্বীয় নিবাস নিকেতনের মধ্যে তোমার এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনি যেন চির কাল অবাধে এখানে তোমার পূজা সম্পন্ন হয়। তোমার পবিত্র নাম যেমন এখানে বাহিরে স্বর্গীকরে মুদ্রিত রহিয়াছে, তেমনি যেন ইহাঁর বংশ পরম্পরা ক্রমে সকলের হৃদয় পটে তোমার পবিত্র ধর্মের মঙ্গল ভাব সকল চির মুদ্রিত থাকে।

যাঁহার গৃহে আজ সমুদায় বঙ্গভূমির—ভারত ভূমির শান্তি স্বস্তায়ন হইতেছে, যাঁহার আল্লানে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাকে লাভ করিতেছি তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া কি হৃদয় সুস্থির হইতে পারে?

হে ঈশ্বর! তোমার নাম সর্কত্র ঘোষিত হউক, তোমার মহিমা মহীয়ান হউক, তোমার ধর্ম সমুদায় পৃথিবী ময় ব্যাপ্ত হউক, এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৬ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

তৃতীয় বক্তৃতা ।

বাহিরে বান্ধবগণের আনন্দকর সমাগম অন্তরে সেই চির জীবন-সখার মধুময় আবির্ভাব, অদ্যকার এই মহোৎসবের মধুবতা ও আমাদের জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। যে প্রকার প্রত্যাশা করিয়া এই মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হইল। স্নিগ্ধমূর্ত্তি স্নহৃদয়ের প্রীতি বিকশিত মুখমণ্ডল দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চির-স্নহৃদয়ের আবির্ভাব অল্পভূত হইল। আত্মা তেজস্বী হইল, মন বিনীত হইল, হৃদয় কোমল হইল, জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইল, প্রীতি চরিতার্থ হইল, ইচ্ছা পবিত্র হইল, প্রাণ শীতল হইল। কি শুভক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম আবিভূত হইয়াছিল! কি আশ্চর্য্য গতিতে ইহা প্রসারিত হইতেছে! কি মধুর ভাবে জন-সমাজে শুভ সাধন করিতেছে! ভবিষ্যতে কি মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিবে!

* যখন বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোক প্রতি আত্মার স্বাধীনতা আবিষ্কৃত করিল, মনুষ্যের অজান্ততা বিলুপ্ত করিল, সমুদায় ধর্ম-শাস্ত্রে ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল, সেই উপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম আবিভূত হইয়া সেই প্রতাগাত্মার সহিত প্রতি আত্মার সাফাৎ যোগ প্রকাশিত করিল; স্বাধীনতার মধুর ভাব, কর্তব্যের সরল পথ, প্রীতির প্রকৃষ্ট রীতি শিক্ষা দিতে লাগিল। এক দিকে চির-সেবিত অন্ধকারে স্নেহবন্ধন-বশত বিদ্যার বিপক্ষে, বিজ্ঞানের বিপক্ষে, স্বাধীনতার বিপক্ষে, সত্যের বিপক্ষে কোলাহল; অন্য দিকে অন্ধকার হইতে সহসা আলোকে গমন করিয়া নূতনবিধ অন্ধতা; এক দিকে জড়ের ন্যায়—যন্ত্রের ন্যায় কর্তৃত্ব-হীন হইয়া আলস্যকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভাবিয়া কাপুরুষতা, অন্য দিকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া পৌরুষের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারের আত্মগতা; এক দিকে প্রকৃতির অতীত স্বতন্ত্র পুরুষকে আপনার সমান নীচ ভূমিতে প্রকৃতির শৃঙ্খলার

মধ্যে আনিবার নিমিত্ত প্রয়াস, অন্য দিকে প্রকৃতিকেই প্রকৃতির অগ্নীত গুণে অলঙ্কৃত করিবার জন্ম আগ্রহ; এক দিকে ঈশ্বরের কর্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরের পরিবর্তে শূন্যের উপর প্রীতি বন্ধনের চেষ্টা; অন্য দিকে ঈশ্বরের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া ঈশ্বরকেই বিস্মৃত হওয়া; ব্রাহ্ম-ধর্ম এই উভয় দিকের মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নিতান্ত অসংগত পরস্পর বিরুদ্ধ এই উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য বিধান করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইল।

স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া কোন আত্মার অবমাননা করা ব্রাহ্ম-ধর্মে উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু সকল আত্মাকেই যথার্থ স্বাধীনতায় উত্থাপিত করা ইহার অভিসন্ধি। জ্ঞানের আলোক নির্মাণ করিয়া অন্ধকার উৎপন্ন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জ্ঞানের যথার্থ গতি নিরূপণ করাই ইহার অভিসন্ধি। একটা সংকীর্ণ সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সমাজ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল সনাজের পরস্পর বিশ্ৰাদিতা উৎসন্ন করিয়া সকলকে এক প্রীতি-সূত্রে বন্ধন পূর্বক সেই সাধারণ শান্তি-নিকেতনে প্রবেশিত করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের অভিসন্ধি। কোন সত্যের বিস্মৃত্যও বিলুপ্ত করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল স্থানের সকল সত্য সংগ্রহ করিয়া সেই সত্য-স্বরূপের মহিমাতে মহীয়ান করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের অভিসন্ধি। অজ্ঞানের প্রতি, দুর্বলের প্রতি, পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া আপনার অমুদারতা প্রদর্শন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকলের আত্মাকে সংশোধন করিয়া ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের অভিসন্ধি। এই সকল উচ্চতম উদ্দেশ্যে সংসাধনের নিমিত্ত ব্রাহ্ম-ধর্মের অবির্ভাব।

আমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের একান্ত পক্ষপাতী। ব্রাহ্ম-ধর্ম আমা-দিগকে যে আনন্দ—যে উৎসব আনিয়া দেয়, তাহা আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদিগকে যে উপদেশ দেয়, আমাদের জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা একত্র হইয়া তাহা অঙ্গীকার করে। যেখানে ব্রাহ্ম-ধর্মের আলোচনা হয়, সহস্র কর্ম

পরিভাগ করিয়াও সেখানে যাইবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি যাঁহার বিম্ভুমাত্রও স্নেহদৃষ্টি দেখিতে পাই, মনের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাই। অধিক কি, স্বদেশের কোন বৃত্তান্ত শুনিলে চির প্রবাসীর হৃদয়ের ভাব যে প্রকার হয়, ব্রাহ্ম-ধর্মের নামোন্মেষ্ট শুনিলে আমাদের মন সেইরূপ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদের এ প্রকার করিল? কেন আমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের এমন পক্ষপাতী হইলাম? কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদের গকে চির কালের জন্য আকর্ষণ করিয়া রাখিল?

এই জন্য যে—ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদের গকে সেই আরাম স্থান ব্রহ্মনিকেতনে লইয়া যায়; সেই প্রাণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে আনিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দেয়; যখন চাই তখন সেই সর্ব-সন্তাপ হারিণী মূর্তি আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেয়; পাপে পতিত হইলে সেই পতিত পাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়; সকল কার্যে সেই সঙ্গল হস্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতিকে দ্বিগুণিত করিয়া দেয়; শোক ছুঃখে আকুল হইলে সেই প্রেম চক্ষুর সম্মুখে লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করে এবং অন্তরের ঋণ সকল উদ্বেল হইয়া আত্মাকে অশান্ত করিবার উদ্যোগ করিলে সেই শান্ত স্বরূপের গুণ গান করিয়া শান্তি শিক্ষা দেয়। মরুভূমি সদৃশ সংসার ক্ষেত্রে যে এক মাত্র ছায়া আমাদের বিশ্রাম স্থান, ব্রাহ্ম-ধর্ম অতি সহজে অতিনিকটে তাহা আমাদের গকে আনিয়া দেয়। আমাদের চরম স্থান পরমাণ্ম নিষ্ঠুর নিয়ন্তা নহেন, কিন্তু পিতার ন্যায় হিতার্থী, ও জননীর ন্যায় কোমল ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই মধুময় ভাব। তিনি কেবল অপূর্ণ মনুষ্যদিগের দোষ দর্শন করিবার নিমিত্তই বিশ্বত-শক্ষু নহেন, কিন্তু ভক্ত জনের বাঞ্ছা কল্পতরু; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই আশাকর উপদেশ। তিনি উদাসীন ও মুক সাক্ষী নহেন, কিন্তু আমাদের চির-জীবন-সহায় ও চিরন্তন উপদেষ্টা; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই নিগূঢ় মত। তিনি কেবল পাপের দণ্ডদাতা নহেন, কিন্তু পাপী জনের পরিভ্রাতা; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই শীতলকর সান্ত্বনা।

যে তাঁহার একান্ত আঞ্জাকারী, তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিত্রাণ করিবেন এমন নহে, চির জীবন যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তিনি তাহাকেও পরিত্রাণ করিবেন ; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই অসাপারণ উদারতা। স্বর্গ-ধামে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত মৃত্যুর আলিঙ্গন অপেক্ষা করিতে হইবে না, স্বাধীন ভাবে একটি কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে ; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই অমূল্য উপদেশ। আপনার উপর কর্তৃত্ব কর, স্বাধীন হইবে ; ঈশ্বরে প্রেম বন্ধন কর, পরিতৃপ্ত হইবে ; ইচ্ছাকে সাধু কর, কর্তব্যের পথ সরল হইবে ; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই তৃপ্তিকর আদেশ। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর কর, আপনার পৌরুষ অবলম্বন কর, পাপের উপর জয় লাভ কর, অকুতোভয়ে চলিয়া যাও ; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই তেজস্কর বাক্য। ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই সকল মহত্তম উপদেশ। এই জ্ঞান ব্রাহ্ম-ধর্মের এত গৌরব ও এত আকর্ষণ।

এই সর্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্ম-ধর্মই অদ্যকার উৎসব ভূমি নির্মাণ করিল, উৎসবদ্বার উদ্ঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বান পূর্বক এখানে সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিল। অতএব আজি ব্রাহ্ম-ধর্মেরই জয় ঘোষণা কর, ব্রাহ্ম-ধর্মের গুণ গরিমা গান কর ; আর মহোৎসবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল ব্রাহ্মদের জন্ম নয়, কেবল ভারতের জন্ম নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্মই এই উৎসব দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বাহ্য সৌন্দর্য্য এ উৎসবে কিছুই নাই ; তবে এখানকার এই সামান্য বাহ্য সৌষ্ঠব যদি কোন দীন হীনের নয়ন মন আকৃষ্ট করে, করুক, কিন্তু ইহার বে স্থান হইতে আকর্ষণ-শক্তি বিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের আগাচর। যাঁহারা ধন চান, রত্নগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সম্মুখ চান, রাজ-প্রাসাদে গমন করুন, কেবল প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিতে চান, স্বেচ্ছাচারের সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত আছে, তথাপি

প্রস্থান করুন; প্রভুত্ব চান, আপনার দাস দাসীর নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধর্মবল চান, প্রেমবল চান, আরাম চান, শান্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। এখানে ধনের অল্পরোধ নাই, সম্মুখের অল্পরোধ নাই, প্রভুত্বের অল্পরোধ নাই; পদের অল্পরোধ নাই; এখানে ঈশ্বরের অল্পরোধ, প্রেমের অল্পরোধ, ধর্মের অল্পরোধ, কর্তব্যের অল্পরোধ। সংসারে যাহা লটয়া শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা নাই, এখানে যিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্তী তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এখানে সকলই বিপরীত; যিনি এখানকার আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই চান না, তিনিই এখানকার সর্ক্সাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি এখানকার কোন কার্যের প্রভুত্ব করিতে চান না; তিনিই সকল কার্যের প্রভু। যিনি যশের বিন্দুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার প্রধান যশস্বী। যিনি এখানে মান সম্মুখ চান না, এখানে তাঁহারই মান সম্মুখ অধিক। যিনি আপনার সর্ক্সপ পরিভাগ করিয়াছেন, তিনি এখানকার সর্ক্সাপেক্ষা ধনবান। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাঁহার জন্য থাকে। অধিক কি, সংসারে যখন রাত্রি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি, সংসারে যিনি নিরন্তর জাগিয়া আছেন, এখানে তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; সংসারে যিনি নিদ্রিত এখানে তিনি জাগ্রৎ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাব, এই ভঙ্গী; ইচ্ছা হয়, উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর; আমাদিগকে আপ্যায়িত কর, আপনারাও আপ্যায়িত হও। বাহিরে থাকিয়া দর্শন করিলে ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, হয় ত সকলই বিশৃঙ্খলা—সকলই প্রকলিকা দেখিবে। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। “ব্রহ্মবাক্যমিদমগ্রাসীৎ নানাৎ কিঞ্চনাসীৎ; তদিদং সর্ক্সমসৃজৎ।” “পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।” এই টুকু এই প্রকাণ্ড ব্যাপারের ভিত্তিভূমি। “তদেব নিত্যং জ্ঞান মনস্তং শিবং স্বপ্নং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ক্সব্যাপী

সর্কানিয়ন্তু সর্কীশ্রয় সর্কবিৎ সর্কশক্তিমনদক্রবৎ পূর্ণমপ্রতিম-
মিতি ।” “ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য,
নিয়ন্তা, সর্কজ্ঞ, সর্কব্যাপী, সর্কীশ্রয়, নিরবয়ব, নির্কিকার, এক-
মাত্র, অদ্বিতীয়, সর্কশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ; কাহারও
সহিত তাঁহার উপমা হয় না ।” ইহার জীবন । “ একমাত্ৰমো-
বোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্মুতি ।” “ একমাত্র তাঁহার
উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় ।” এইটি ইহার
ফল । “ তস্মিন্ শ্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তছুপাসনমেব ।”
“ তাঁহাকে শ্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই
তাঁহার উপাসনা ।” এইটি আমারদের উৎসব ।

ব্রাহ্মগণ ! শ্রদ্ধার আঙ্গুদ, প্রোমের আঙ্গুদ, স্নেহের আঙ্গুদ
ভ্রাতৃগণ ! আজি যেন তোমাদিগকে বহু দিনের পর দেখিতেছি,
কুশল জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও । আমাদের সেই করুণা-পূর্ণ
পিতা, স্নেহ-পূর্ণ মাতার সংবাদ কি ? এই এক বৎসর তিনি কি
তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান আছেন ? সংপূজের যত দূর
উচিত, সেই পরিমাণে এই এক বৎসর কি তাঁহার সেবা করিতে
পারিয়াছ ? তাঁহার প্রসন্নতা কত টুকু উপার্জন করিয়াছ ? তিনি
যখন যাহা বলিয়াছেন, শ্রীতির সহিত তাহা প্রতিপালন
করিতে পারিয়াছ ? এখানে বিষয় বিপত্তি অনেক, তপস্যার কি
রূপ উন্নতি হইয়াছে ? এখানে প্রলোভন যথেষ্ট, অবলম্বিত
ব্রতের ত ভঙ্গ হয় নাই ? এখানে পদে পদে শত্রু, প্রোমের বল ত
হ্রাস হয় নাই ? এখানে দয়া গুণের সংকোচক ধর্ষিত প্রতারক
অনেক, ক্রুপা পাত্রও যথেষ্ট, দয়ার তু ব্যাঘাত হয় নাই ? এখানে
পরস্পর অপরাধী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, ক্ষমাগুণ ত বর্ধিত
হইয়াছে ? এখানে সংকর্ষের প্রতিবন্ধক অনেক, তোমরা ত
নিরুৎসাহ হও নাই ? এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মত ভেদের
যথেষ্ট সম্ভাবনা, তজ্জন্য ত বিদ্বেষ তাব উপস্থিত হয় নাই ?
এখানে সকলে সমান পুণ্য উপার্জন করিতে পারে না, তজ্জন্য
তোমাদের উদারতার ব্যাঘাত হয় নাই ? যেখানে ঈশ্বরের জয়
ঘোষণা করা উচিত, সেখানে ত আপনাদের জয় ঘোষণা করিতে

যাও নাই? 'যেখানে ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করা উচিত, সেখানে আপনার মহিমাকে ত স্কীত করিতে যাও নাই? ব্রাহ্ম-গণ! আমরা কি জ্ঞান ধর্মে এত দূর উন্নত হইয়াছি, যে আমাদের আর ভাবিতে হইবে না? ইহা কখনই না। আমরা সেই সর্ব-সাক্ষীর সমক্ষে যে কত অপরাধ করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া কত বার যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। অতএব আজি সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই সম্বৎসর কাল তিনি যে অল্পপম করুণার সহিত আমাদের প্রতীপালন করিয়াছেন, রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে যে রক্ষা করিয়াছেন, স্বহস্তে কত বিশুদ্ধ সুখ—আনন্দ আমাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আজি কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিব। ভবিষ্যতে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভয়ানক পাপে পতিত হইতে না হয়, এবং যাহাতে তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি, তন্নিনিত্ত তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম বল প্রার্থনা করিব।

হে বিশ্বপিতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর! তোমারই অল্পপম প্রীতি উপভোগ করিতে করিতে আমরা নিরীক্সে সম্বৎসর অতিবাহিত করিলাম। তোমারই সুকোমল অঙ্কে অধিক্রুত হইয়া এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিলাম। এই বৎসর মধ্যে কত সুখ—কত আনন্দ তুমি স্নেহের সহিত প্রদান করিয়াছ তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে তুমি যে সকল শোক, দুঃখ, বিপদ প্রেরণ করিয়াছিলে তাহাতে তোমারই মঙ্গল ভাব অল্পভব করিয়াছি, এক্ষণে কোটি কোটি নমস্কার পূর্বক তোমার চরণে কৃত-জ্ঞতা উপহার দিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর।

হে মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা পরমেশ্বর! তুমি সকলের অন্ত-র্যামী ও সকল হৃদয়ের অধীশ্বর! আমাদের পাপ পুণা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উন্নতি অবনতি সকলি জানিতেছ। তোমাকে আর কি বলিব। আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর এবং এই মর্লিন আত্মা দ্বারা যাহাতে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয়, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, তাহাই কর। দণ্ড পুরস্কার তোমারই হস্তে।

হে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর ! তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার
কর, তোমার প্রেম শিক্ষা দাও. আমরাদিগকে তোমার ইচ্ছার
অনুগত কর, পৃথিবীর সর্বত্র তোমার জয়-ঘোষণা ঘোষিত
হউক, তোমার নাম কীর্তিত হউক, নর নারী সকলে মিলিয়া
তোমার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে থাকুক ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

সম্পূর্ণ


